আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৩৯ শক—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা।
৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।
বিধান প্রেস।
আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ পঞ্চম খণ্ড নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া, এই খণ্ডে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপদেশেরই বেশী সমাবেশ হইয়াছে। এই সমস্ত উপদেশ "আচার্য্যের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড এবং ষষ্ঠ খণ্ডে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। এখন এক স্থানে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইল। ষ্টারমার্ক উপদেশগুলি নূতন,—অপ্রকাশিত।

কমলকুটীর,
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৮৩৯ শক ;
১৯শে নবেম্বর, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

কূপ ও নদী।

সায়ংকাল, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর নির্ভর করে। তৃষ্ণা হইলে তাহারা সেই কূপ হইতে জল উঠাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এইজন্য তাহারা ভূমি খনন করিয়া কূপ নির্ম্মাণ করে, এবং সেই কূপের জলে তাহাদের দৈনিক অভাব সকল মোচন করে। কিন্তু সৌভাগ্যশালী সেই দেশবাসীরা যে দেশের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতেছে। দুই প্রকার দেশই আমাদের দেশে আছে। কেহ নদীর তীরে বাস করিয়া অতি সহজেই আপনার অভাব সকল মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে কূপ হইতে জল উঠাইয়া আপনার পিপাসা দূর করে। কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও দুর্ভাগ্য। কাহারও পক্ষে জলকষ্ট দূর করা আয়াস-সাধ্য, কাহারও পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। আমাদের দেশে দুই প্রকার প্রণালীই দেখিতে পাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ কোন কোন হৃদয় কূপের উপর নির্ভর করে, কোন কোন হৃদয় নদীর উপর নির্ভর করে। শান্তিবারির প্রয়োজন নাই এমন লোক নাই। নদী নিকটে পাইলে ভাল হয়; কিন্তু যে দেশে নদী নাই সেখানে কূপ ভিন্ন আর উপায় নাই; কিন্তু যে কূপের দেশে বাস করে, সে কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

হৃদয়-রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই, যাহারা সামান্য একটু জল অনেক পরিশ্রমের পর লাভ করে, ক্রমে ক্রমে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং যখন তাহাদের নিজের হৃদয়ের কূপ শুষ্ক হইতে থাকে, তখন তাহারা উপদেশ-প্রণালীর মধ্য দিয়া পরের জল অন্বেষণ করে। সর্ব্বদাই তাহারা পুস্তক বিশেষ, শাস্ত্র বিশেষ, এবং ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাহারা কতকগুলি গ্রন্থ, কতকগুলি গুরু এবং আচার্য্য নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছে। যখন একটী কূপ শুষ্ক হয়, তখন আর একটীর নিকট গমন করে। কিন্তু কূপের জলে আত্মার সমুদয় মলিনতা দূর হয় না, যাহারা কূপের উপর নির্ভর করে তাহারা কবে কূপ শুষ্ক হইবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কূপের জলে সামান্য মলিনতা ধৌত হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তরের গভীর পাপ ধৌত হয় না। কিন্তু নদীর জলে যে কেবল সামান্য তৃষ্ণা দূর হয় তাহা নহে, তৃষ্ণা অপেক্ষা নদীর জল লক্ষ গুণ, অনন্ত গুণ অধিক। সেইরূপ হৃদয়ের মধ্যে যাহার নদী প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার কখনও অভাব নাই। যাহারা ঈশ্বরের নদীর নিকট বাস করে, তাহাদের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য সেই নদী বিশেষ সহায়তা করে। নদীর প্রবল বেগে এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় জঞ্জাল, মলিনতা এবং পাপ, কুসংস্কার দূরে চলিয়া যায়।

তোমরা কি দেখ নাই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গা-নদী যেমন জলকষ্ট নিবারণ করে, তেমনই আবার নগরের তাবৎ জঞ্জাল দূর করে। সেইরূপ যে দেশে ভক্তি-নদী প্রবাহিত হয়, সেই দেশের শত সহস্র বৎসরের পাপ ধৌত হইয়া যায়। সেই স্বর্গের স্রোতের নিকট কি পাপ তিষ্টিতে পারে? নদীর বেগ যেখানে আছে সেখানে ভয় নাই।

সেখানকার বায়ু সর্ব্বদাই পরিষ্কার। স্বর্গ হইতে উৎসবরূপ-মহানদী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি এত জল না আনিত, আমরা যদি নিজে কূপ খনন করিতাম, তবে কি আমরা এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতাম? অপরের গৃহ হইতে জল আনিয়া কত দিন আর সাধন করিব? দুঃখী তাঁহারা যাঁহারা পরের উপর নির্ভর করেন। এইজন্য ঈশ্বর স্বর্গ হইতে নদী প্রেরণ করেন, সেই নদীর জল বেগে মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে কেবল যে তাহাতে জলকষ্ট দূর হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে অনেক দিনের পাপ ধৌত হয়। সমুদয় দুঃখ পাপ, শোক তাপ, জঞ্জাল বিপদ সেই স্রোতে নিঃক্ষেপ কর নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয়া যাইবে। ঊর্দ্ধে নিম্নে সেই জল, যখন সেই জলে ডুবিয়া থাকি তখন কোন দিন যে জীবনে মলিনতা ছিল তাহাও মনে থাকে না। যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই স্বর্গের জল।

অতলস্পর্শ অগাধ শান্তিবারি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অন্য বিষয় কিরূপে দেখিব? চারিদিকেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে প্রেমজল, ভক্তিজল, সুখজল, শান্তিজল বহিতেছে; কিন্তু সে সকল হৃদয়ে কত দুঃখ, যাহারা সেই নদীতে থাকে না। ঈশ্বর দয়া করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেম-নদী আনিয়া দেন; কিন্তু মনুষ্যের অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী আবার চলিয়া যায়। বিশ্বাস কর সেই নদী কখনই শুষ্ক হইবে না। অল্প বিশ্বাসে সেই নদী শুষ্ক হইয়া যায়, এবং আবার সেই পাপরাশি দেখা দেয়। যতক্ষণ নদীর জল চলিতেছিল, ততক্ষণ নিম্নে কিছুই দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু যাই নদী শুষ্ক হইল, অমনই সেই পুরাতন

দুর্গন্ধময় মৃত দেহ সকল, রোগপূর্ণ অস্থি সকল দেখা যাইতে লাগিল। সেইরূপ যখন পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম-নদী প্রবাহিত হয়, তখন তাহার কোন পাপই দেখা যায় না; কিন্তু যখনই তাহা পাপীর অল্প বিশ্বাসে শুষ্ক হয়, তখনই আবার সেই কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি দেখা দিয়া সেই ভীত দুর্ব্বল সন্তানকে আরও ভীত করে। বাস্তবিক সমুদয় পাপ চলিয়া যাইত যদি নদী প্রবাহ থাকিত। কিন্তু পাপী অবিশ্বাসী হইয়া আবার সে সকল পাপ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনয়ী উদ্ধত হইল, তাই ঘন মেঘ আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। যে ব্যক্তি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল; অবিশ্বাস পাপে সেই ব্যক্তি এখন নরকে বাস করিতে লাগিল। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এরূপ যেন আমাদের কাহারও না হয়।

উৎসব রজনীতে আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বর প্রেরণ করিলেন, ইহা যেন আর শুষ্ক না হয়। এমন নদীর ভিতর অবগাহন করিয়া এই পাপ-চক্ষে এমন স্বর্গ দেখিয়া আবার যে নরকের দুর্গন্ধে ডুবিব ইহা সহ্য হইবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন যোগ স্থাপন করিতে হইবে যে আর এই নদী শুষ্ক না হয়। তাঁহার সঙ্গে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের গুরুর মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি স্বর্গ হইতে জল আনিয়া তোমাদের তৃষ্ণা দূর করিবেন, এবং স্বর্গের জলে তোমাদের পাপরাশি চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্যযোগে সংযুক্ত হও। যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগী হইবে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গেও চিরকালের জন্য যোগী হইবে। ঈশ্বরের প্রেম-জলের মধ্য দিয়া সেই প্রেমের ভাই ভগ্নীদিগকে

দেখিবে, যখনই পরস্পরকে দেখিবে তখনই প্রেম-জল বৃদ্ধি হইবে। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিবে তখন পরস্পরের দর্শন নিশ্চয়ই সরস হইবে, তখন চক্ষে জল, হৃদয়ে জল অবশ্যই থাকিবে। এ বৎসরের পরীক্ষা কঠিন। কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবার জানা যাইবে। যদি দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে সেই প্রেম প্রবাহ আসে নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব ব্রাহ্মসমাজ কপটতার আলয়। উৎসবের কয়দিন স্বর্গবাস, তার পর আবার পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত, এরূপ পরিবর্ত্তন আর সহ্য করিতে পারি না।

প্রিয় উৎসব পরস্পরকে প্রিয় করিতে পারিল না। পিতা যেমন সন্তানকে ভালবাসেন আমরা কি পরস্পরকে তেমন ভালবাসিতে পারিব না? যাহারা কূপের উপর নির্ভর করে তাহাদের কি পাপ প্রক্ষালিত হয়? এইজন্য বলিতেছি ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ কর আর ভয় থাকিবে না। এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেমে নিমগ্ন না হইলে, ইহার পর আর হইবে না। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যখন সহস্র লোক ঈশ্বরের প্রেম-জলের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে তখন রসবিহীন ধর্ম্ম কি জানিব না। দিবারাত্রি প্রেম-নদীতেই মনুষ্যের বাস করিতে হয় তখন ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিব। বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি, জানিব না। এই প্রকারে যদি পিতার প্রেম সাধন কর উৎসবের ফল হইবে। এ সময় যাহা করিবার করিয়া লও, যদি এখন ভালরূপে পিতার আজ্ঞা না শুন, স্বর্গের পর নরক আসিবে না কে বলিতে পারে? যদি পিতার কৃপাস্রোতে বাধা দাও, তবে হয় ত এমন হইতে পারে যেখানে স্বর্গের নদী চলিতেছিল, সেখানেই দেখিবে পাপ মরুভূমি।

এবার উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যে শোভা দেখিয়াছ তাহা প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখ। এবার যে ঘর দেখিয়াছি তাহার শোভা আর ভুলিতে পারি না। "যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।" যে নদী সে দিন চলিয়াছিল তাহা যেন চিরকাল চলে, যে ফুল সে দিন ফুটিয়াছিল, চিরকাল সেই ফুল প্রস্ফুটিত হউক! এমন নরাধম কে আছে যে সেই শোভা দেখিয়া অবিশ্বাসী হইতে পারে? বিশ্বাসী বিনয়ী হইয়া পরস্পরের দাস দাসী হইব। চিরদিন দাসত্বে নিযুক্ত থাকিলে, আমাদের হৃদয়ে স্বর্গের জল দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের চরণ-রূপ-হিমালয়ে সেই প্রেমের উৎস। সেখান হইতে যে নদী আসিতেছে কাহার সাধ্য সেই নদীর বেগ সম্বরণ করে? সেই স্রোত পাপীদিগকে টানিয়া লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিবে। সেই নদী আসিয়াছে, আসে নাই কেহই বলিও না। পিতার প্রেম-নদী ধরাতলে আসিয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলেই আমরা বাঁচিব। যাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছি, এই নদীতে তাঁহাদের সঙ্গে সন্তরণ করিব। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না। ঐ নদীর জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন কর, ঐ চরণ আমাদের পরিত্রাণ-নৌকা; উহাতে আরোহণ কর, সকল সঞ্চিত পাপ ভাসাইয়া দাও। নদীর বেগ কি দেখিতে শুনিতে পাইতেছ না? পিতার কাছে যাহা শুনিয়াছ এখন তাহা কার্য্যেতে পরিণত কর। এবারকার প্রেম পবিত্রতা এবং ঈশ্বর-দর্শন যেন চিরকাল নয়নের শোভা এবং হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে।

বেণেপুকুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

জীবনের লক্ষ্য। *

শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৫ শক; ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আমরা সকলে যে ধর্ম্ম উপলক্ষে এখানে সমাবেত হইয়াছি, পৃথিবী যাহা কখনও দেখে নাই, তাহা যদি ইহা দেখাইতে না পারে তবে এই ধর্ম্ম কল্পনা। আমরা সামান্ত আশা করিয়া এই ব্রতে ব্রতী হই নাই। দয়াল নাম সাধন করিয়া এত সুখ পাইব যাহা অন্ত কিছুই দিতে পারে না। যে সুখ পার্থিব নহে, কিন্তু স্বর্গীয়; তাহা পৃথিবীর ভূমি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে? স্বর্গীয় পিতার প্রসাদে সমুদয় পৃথিবী স্বর্গ হইবে; স্বর্গে যত সুখ, পবিত্রতা আছে, সমুদয় আমাদের মধ্যে আসিয়া একদিন পৃথিবীতে সত্যযুগ বিস্তৃত করিবে; স্বর্গের শোভা আসিয়া পৃথিবীকে প্রেমের আধার, শান্তির আধার করিয়া তুলিবে; এই বিশ্বাস করিয়া আমরা এই স্বর্গের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। সামান্ত সুখের ভিখারী হইয়া আমরা এখানে আসি নাই, আমাদের আশা অতি উচ্চ, বিশ্বাস অতি সুদৃঢ়। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে এই নূতন বিধি প্রকাশ করিলেন কেন? ঈশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীর পদতলে পড়িয়া কেহই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবে না, এইজন্ত জগতে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন—যদি পরিত্রাণ চাও, তবে পৃথিবীকে ছাড়িয়া একেবারে ঈশ্বরকে চাও, কেন না সম্পূর্ণরূপে স্বর্গের অভিমুখে না গেলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না।

অল্প পরিমাণে ধর্ম্ম সাধন করিলে কিছুই হইবে না, পৃথিবীতে একটী রিপুকে দমন করিলে আর একটী প্রবল হইয়া উঠে, একজনকে মিত্র করিলে আর একজন শত্রু হয়; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে, মনুষ্য আংশিক রূপে উন্নত, জিতেন্দ্রিয়, এবং পরোপকারী হইবে তাহা নয়, ইহা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী বস্তু প্রকাশিত হইবে। পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে, মনুষ্য দেবতা হইবে।

দেবভাব, ঈশ্বরের ভাব, মনুষ্যের মধ্যে আসিবে, এই বিশ্বাসকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়াছি। ঈশ্বর বলিতেছেন,—"সন্তানগণ! তোমরা যদি স্বর্গ চাও, তোমাদের সকলই হইবে; আর যদি স্বর্গ না চাও, তবে আজ যদি অত্যন্ত পবিত্র হও, কাল আবার কলঙ্কিত হইবে।" নিজে গুরু হইয়া জগদ্বাসী সকল নর নারীকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন যে, স্বর্গ ভিন্ন মনুষ্যের আর অন্য লক্ষ্য নাই। অন্য লক্ষ্য থাকিলেই মনুষ্যের অধোগতি। সকলের লক্ষ্য যদি সেই স্বর্গ হয়, পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ অসম্ভব হইয়া যায়। এখন ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা—স্বর্গের অবস্থা নহে; যে স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, আশা নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। পৃথিবীতে আমাদের শান্তি নাই তাহা ত দেখিয়াছি, এখানে আজ সুখের উল্লাস, কাল গভীর বেদনা। আর কেন তবে একেবারে সশরীরে সকলে মিলিয়া স্বর্গে না যাইয়া, এই পাপ দুঃখময় পৃথিবীতে বারবার ঘুরিয়া মরি? এস ভ্রাতৃগণ! যে জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই ধর্ম্ম দিলেন তাহা সাধন করি। সময় আসিতেছে, যখন মনুষ্য দেবতা হইবে। ধরাতলে স্বর্গধাম আসিবে। আজ আমরা ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিয়াও পাপ লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু সেই দিন আসিতেছে যখন

ঈশ্বরকে লইয়া আমরা একত্র হইব। এখন পৃথিবীর উৎসবে যোগ দিতেছি, তখন সকলে মিলিয়া স্বর্গের উৎসব করিব। এস ভ্রাতৃগণ! এই উন্নত আশা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তাঁহার স্বর্গধামে উপস্থিত হই।

হে প্রেমসিন্ধু, পতিতপাবন ঈশ্বর! আমরা কি নিজের ইচ্ছায় তোমার উপাসনা করিতে আসি? হে নাথ! তুমি ডাক তাই তোমায় নিকট আসি। জগদীশ! তুমি প্রসন্ন হইয়া যখন প্রাণকে আকর্ষণ কর তখন আসিতেই হয়। তুমি সকলকে টানিয়াছ, তাই সকলে একত্র হইয়া আসিয়াছি। পিতা! তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গের ঘরে বসিয়া এমন করে তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করি যে, সেই সুধা পান করিয়া একেবারে সমুদয় ভাই ভগিনী মত্ত হইয়া যাই। তুমি দেখিলে যে বঙ্গদেশ বড় দুঃখ পাইতেছে, তাই দয়া করিয়া অমিয় মাখিয়া, অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া, তোমার দয়াল নাম প্রেরণ করিলে। সহস্র পাপ করিয়া যাহারা নরকে ডুবিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তোমার দয়া হইল, তাই তুমি স্বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া তাহাদের হস্তে দিলে, কেন না তুমি আমাদের পিতা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

নিষ্কাম সেবা। *

রবিবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৫ শক; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবী কি সেই সুখ দিতে পারে মন যাহা চায়? সংসারে যত প্রকারে ধর্ম্ম প্রচার হউক না কেন, আমাদের মনের মধ্যে যে সুখের আশা রহিয়াছে পৃথিবী সেই সুখ দিতে পারে না। আমাদের সুখের আদর্শ যেরূপ উচ্চ এবং স্বর্গীয়, পৃথিবীর বিশুদ্ধতম অবস্থাও সেই সুখ দিতে পারে না। ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরে সুখ শান্তির যেরূপ পূর্ণ আদর্শ দিয়াছেন, তদনুসারে এই সংসারে সুখ শান্তি লাভ করিবেন আশা করিয়া যিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে নিরাশ হইতেই হইবে। যে ধর্ম্মধন আমরা বাহিরে দেখিতে পাই তাহা ক্ষণকালের জন্য সন্তুষ্ট করিতে পারে; কিন্তু যে আদর্শ ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তের নয়নে ধরিয়াছেন তাহার তুলনায় পৃথিবীর পবিত্রতম ধর্ম্মজীবনও কিছুই নহে। এই আদর্শ যে আমরা কল্পনা দ্বারা চিত্র করি তাহা নহে; কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় পিতা এমনই প্রেমময় যে তিনি স্বহস্তে আমাদের অন্তরে সেই ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। যেমন বাহিরের সমস্ত জগৎ আমাদের চক্ষুর ক্ষুদ্র একটী বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয় তেমনই প্রকাণ্ড স্বর্গরাজ্য মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমচক্ষে প্রতিভাত হয়। এই আদর্শ ঈশ্বরের সামগ্রী। ইহার মধ্যে কল্পনা আসিতে পারে না। পৃথিবী এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু যতদিন না সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের

ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, ততদিন কদাচ পৃথিবী স্বর্গ হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদের বাসনানুরূপ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে চান তাঁহারা নিরাশ হন।

ঈশ্বরের আজ্ঞায় যাঁহারা জগতের সেবা করেন, তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, পৃথিবীতে বাহ্যিক পুরস্কার কিম্বা বেতন আকাঙ্ক্ষা করেন। যাহারা পৃথিবীতে পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয় তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। মনুষ্যের সাধুতা তখনই সুমিষ্ট হয় যখন তিনি বেতনের প্রার্থী নহেন। ঈশ্বর কি এইজন্য তোমাদিগকে দাস দাসী হইতে বলিতেছেন যে তোমরা এখানে অবিশ্রান্ত পরসেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে সহাস্য দেখিয়া পুরস্কার পাইয়া পরলোকে যাইবে? যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে পুণ্য সঞ্চয় করা কঠিন হইত। যতবার কামনা অপূর্ণ থাকিত ততবার আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া মনে কষ্ট হইত, এবং মন পরসেবায় বিমুখ হইত। অতএব নিষ্কাম হইয়া ভাই ভগ্নীর সেবা কর, স্বর্গের প্রভু তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। দাস দাসী কেবল কার্য্য করিবে, তাহাদের পুরস্কার নিম্নে নহে, কিন্তু ঊর্দ্ধে; মনুষ্যের নিকটে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট। এই পৃথিবী ঈশ্বরের দাস দাসীর বেতন দিতে পারে না। দাস দাসী কিসের দ্বারা পরসেবায় নিয়োজিত হইবে? কেবল স্বর্গের প্রেম দ্বারা। প্রেমই একমাত্র উত্তেজক। কি জন্য আমরা পরের সেবা করিব? প্রেমশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেম নামে একটী স্বর্গীয় সামগ্রী আছে, তাহারই উত্তেজনায় মনুষ্য ভ্রাতার চক্ষের জল এবং ভগ্নীর দুঃখ মোচন করে।

ঈশ্বর-প্রেমিক জগতের প্রতি প্রেমিক হইয়াছেন বলিয়া, জগতের কাছে কিছু পাইব কদাচ এরূপ প্রত্যাশা করেন না। জগৎকে তিনি প্রেম দিতেছেন সেই প্রেমই তাঁহার প্রেমের পুরস্কার। ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে সেই গভীর প্রেম আপনার স্বর্গীয় তেজে বাহির হইয়া প্রেমিকের হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগৎকে অভিষিক্ত করিতেছে। এই প্রেমই মনুষ্যকে মনুষ্যের দাস দাসী করে। যদি ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রাহ্মিকা পরসেবায় নিযুক্ত না থাকেন তাহার কারণ এই যে তিনি জগৎকে ভালবাসেন না। যথার্থ প্রেম কাহাকে বলে আমরা জানি না, সকল সময় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেই স্বর্গীয় প্রেম ভিন্ন পরসেবার অন্য কোন কারণ নাই। স্বর্গের ভালবাসা এত প্রবল যে, তাহা মনুষ্যকে অস্থির করিয়া রাখে, যতক্ষণ না তিনি জগতের সেবা করিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার যন্ত্রণার শেষ নাই; তিনি মনে মনে ভাবেন, এত কষ্ট পাইতে হইত না যদি জগৎকে ভাল না বাসিতাম। যদি অন্তরে ভালবাসা না থাকিত, বিদেশে গিয়া পরের নিকটে গিয়া এত কটূক্তি শুনিতে হইত না, এত যন্ত্রণার আগুনে পুড়িতে হইত না; কিন্তু তিনি কি করিবেন? একবার যাহার মন প্রেমের অগ্নিতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, আর কি তাহার ক্ষমতা আছে যে, সে প্রেমের বেগ সম্বরণ করে? দিবা রাত্রি কেবল পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে। অমুক ভাই কেন বিষণ্ণ রহিল? অমুক ভগ্নী কেন কাঁদিতেছেন? এ সমুদয় প্রশ্ন সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণকে অস্থির করিতেছে, কিছুতেই অন্তরের সেই অস্থিরতার শেষ হয় না; যতদিন পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থাকিবে ততদিন ইহা শেষ হইবার নহে। সেই দিন

তাঁহার প্রাণ সুস্থির হইবে, যে দিন পৃথিবী সুখী হইবে এবং কাহারও মুখ ম্লান থাকিবে না।

ব্রাহ্মগণ, এইরূপ অস্থিরতা যদি তোমাদের মধ্যে না আসিয়া থাকে, তোমরা যদি এখনও পরের দুঃখ দেখিয়া সুখে থাকিতে পার, তবে তোমরাই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের কণ্টক। পরের দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেই হইবে; ঈশ্বরকে না পাইয়া যাহারা দুঃখে কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিতেই হইবে। নিজে উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারিলেই হইল এইজন্য তোমরা প্রচারক এবং ব্রাহ্ম হও নাই; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রেমের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, এইজন্য যে তোমরা সন্ন্যাসীর ন্যায় জগতের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারিবে না। একাকী সুখী হইতে পার এজন্য তিনি তোমাদের অন্তরে সহস্র সুখের কারণ দিয়াছেন; কিন্তু এই একটা দুঃখের কারণ দিয়াছেন যে, তোমরা যে অমৃত পান করিতেছ, তাহা যদি জগৎকে পান না করাও, আপনারা সুখী হইতে পারিবে না। ইহাতেই আমরা বুঝিয়াছি, ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। এই প্রেমই পরসেবার উত্তেজক, প্রেমই ইহার বেতন। জগৎকে ভালবাসিয়া তোমরা জগতের সেবা করিতেছ ইহাতেই তোমাদের পুরস্কার।

কেহ কেহ বলেন যাহারা দুষ্ট তাহাদিগকে কিরূপে ভালবাসিব? এ কথা ভক্তি-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। স্বর্গের প্রেম এরূপ বিচার করে না। ঈশ্বর হস্ত দিয়াছেন অন্যের চরণ সেবা করিবার জন্য। এই হস্ত দ্বারা যদি একটী ভ্রাতা কিম্বা একটী ভগ্নীর দুঃখ দূর করিতে পারি, তাহাতেই হস্তের সার্থকতা। চক্ষু যদি

একবার প্রেমভরে কোন ভাই কিম্বা ভগ্নীর দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহাতেই ইহার গৌরব, এবং তাহাতেই ইহার প্রকৃত ব্যবহার। এইরূপে আমাদের যে কোন শক্তি অন্যের দুঃখ দূর করে এবং সুখ বৃদ্ধি করে, তাহাতেই তাহার মহিমা। যদি প্রেম-ভাবে পরস্পরের সেবা না করি তবে কি জন্য আমরা সৃষ্ট হইয়াছি? সর্ব্বস্ব দিয়া জগতের সেবা কর, কিন্তু সাবধান মনুষ্যের নিকট পুরস্কার চাহিও না। কেন না ঐ দেখ তুমি যাহার পদসেবা করিতে গিয়াছ, সে শাণিত খড়্গ লইয়া তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত; কিন্তু তুমি ভীত হইও না। ঈশ্বরের মহিমার জন্য সহাস্য বদনে প্রাণ দাও। বন্ধু! ব্রাহ্ম! তুমি মনে করিয়াছ জগতের উপকার করিলে তুমি জগতের প্রিয় হইবে, ইহা তোমার দুরাশা। ঐ দেখ তুমি যাহাদের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তাহারা তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল লইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত। তবে কেন জগতের প্রশংসা কামনা করিবে? সমস্ত জগৎ তোমাকে দূর করিয়া দিবে, তথাপি তুমি তাহাদের সেবা করিবে এইজন্য প্রস্তুত হও। সেবা না করিলে তুমি বাঁচিতে পার না, ঈশ্বরের জন্য তোমার অন্তরে যে প্রেম উত্তেজিত হইয়াছে তাহাতে তোমাকে দাসত্বে নিযুক্ত করিবেই করিবে।

সকলের সেবা করিয়া ঘরে আনিবে কি? কেবল এই বিশ্বাস, "আজ ভাই ভগ্নীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" এই বিশ্বাসে যে সুখ এবং যে মূল্য আছে তাহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন পুরস্কারেরই তুলনা হয় না। সহস্র যন্ত্রণায় শরীর মন জর্জ্জরিত হইলেও ক্ষতি নাই যদি ঈশ্বর বলেন, "বৎস, আজ তুমি আমার

দাসত্ব করিয়াছ।" যদি পিতার আজ্ঞা শুনিয়া গরিব দুঃখীর সেবা করিতে পারি ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে? সমস্ত দিনের মধ্যে যদি একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও পিতার দয়াল নাম শুনাইতে পারি তাহাতেই আমার জীবন কৃতার্থ হইবে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিব, "জয় দয়াময়, আজ তোমার একটী সন্তানকে তোমার নাম শুনাইয়াছি।" আমি পাতকী হইয়া ঈশ্বরের সন্তানের সেবা করিয়াছি, ইহা কি সামান্য গৌরবের কথা? ভাই ভগ্নী ভয়ানক পাপ অপবিত্রতায় পূর্ণ হইলেও আমি যে তাঁহাদের দাসত্ব করিলাম তাহা যে স্বর্গীয় ব্যাপার। তোমরা কি জান না পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদিগকে জগৎ কত নির্যাতন করিয়া অবশেষে বধ করিয়াছে? কিন্তু তাঁহারা জগৎকে কি বলিতেন? তাঁহারা বলিতেন, জগদ্বাসীগণ! তোমরা আমাদিগকে মারিতে চাও মার, কিন্তু সেইজন্য আমরা কি তোমাদের সেবা করিব না? ঈশ্বরকে আমরা চাই না; কিন্তু সেইজন্য যদি তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন, তবে আমাদের কি গতি হয়? তাঁহার শিষ্য হইলে তিনি যেরূপ আচরণ করেন তাহাই করিতে হইবে। পরসেবা করিবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পরসেবাতেই আমাদের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা চিরকাল পরসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পুণ্য শান্তি লাভ করি।

দেব-প্রকৃতি। *

রবিবার, ২৭শে মাঘ, ১৭৯৫ শক; ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীর সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি নির্ভর করা এবং স্বহস্তে দুঃখের দ্বার উন্মুক্ত রাখা দুইই সমান। যথায় বহির্বিষয়ে নির্ভর, তথায় প্রকৃত ধর্ম্মজীবন নাই। যথার্থ ধর্ম্মজীবন মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে নিহিত; কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে এক দিকে যেমন দেবভাব আর একদিকে তেমনই মনুষ্যভাব। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার বিচিত্র ভাব দিয়া গঠন করিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্য যে সম্পূর্ণরূপে হর্ষ শোকের অতীত হইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। যাঁহারা বলেন, মনকে এতদূর সংযত করা যায় যে, পৃথিবীর সুখ দুঃখে ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁহারা মনুষ্য-প্রকৃতি জানেন না। ধর্ম্মসাধন দ্বারা আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যে স্বভাব দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিতে পারি না; এবং তাহা অতিক্রম করা তাঁহারও ইচ্ছা নহে। আমাদের মন দুঃখ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হইবে না, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে ভিন্ন প্রকার স্বভাব দিতেন; কিন্তু আমাদিগকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মধ্যে যতদিন মনুষ্যত্ব থাকিবে, ততদিন সুখে সুখী, এবং দুঃখে দুঃখী হইতেই হইবে। সাধনের শক্তি নাই যে, স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে। শরীরের উপরে অগ্নি রাখিলে যেমন স্বভাবতঃই তাহা দগ্ধ হইবে, তেমনই মনুষ্যকে ঈশ্বর যে প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সুখের সংস্পর্শে সুখ, এবং দুঃখের সংস্পর্শে দুঃখোদয় হইবেই

হইবে। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবের নিম্ন ভূমিতে এমন একটী গভীরতর স্থান আছে, যাহা পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত। তাহার নাম দেব-প্রকৃতি।

যে হস্ত মনুষ্যকে মনুষ্য-স্বভাব দান করিয়াছে, সেই হস্তই তাহাকে এই দেব-প্রকৃতি দান করিয়াছে। মনুষ্য স্বভাবের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন, কখনও উল্লাস, কখনও বিষাদ, কখনও উৎসাহ, কখনও নিরাশা। কিন্তু আত্মার গভীরতম স্থানে যে দেব-স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন নাই; তথায় সর্ব্বদাই প্রফুল্লতা, সর্ব্বদাই উৎসাহ। যতক্ষণ পৃথিবী অনুকূল, ততক্ষণ প্রফুল্ল, আর যখনই পৃথিবী প্রতিকূল, তখনই বিষাদে অভিভূত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব, কিন্তু দেবতার স্বভাব এরূপ নহে। পরম দেবতা যিনি, তাঁহার স্বভাব কি? নিত্যানন্দ, সর্ব্বদাই তিনি আনন্দময়। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র লোক পাপ দুঃখে হাহাকার করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়? যিনি চিরকালই পূর্ণানন্দ, তাঁহার নিরানন্দ কোথায়? চিরকাল তিনি অকলঙ্কিত, এবং নির্লিপ্ত থাকিয়া জগতের পাপ দুঃখ হরণ করিতেছেন। তিনি এমনই পূর্ণ এবং পবিত্র যে, পৃথিবীর কর্দ্দম তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। তাঁহার সেই স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। নিত্য প্রেমানন্দ যিনি, পৃথিবীর সুতীক্ষ্ণ বাণ কি তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে? সেইরূপ যাঁহাদের মধ্যে সেই স্বভাব রহিয়াছে, কাহার সাধ্য তাঁহাদের গভীর আনন্দ অপহরণ করে?

বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার, কিন্তু তাঁহাদের আত্মার অভ্যন্তরে সেই দেব-প্রকৃতির নিত্য আনন্দ জ্যোতি; বাহিরে ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত

হইতেছে ; কিন্তু তাঁহারা যে দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত, তাঁহাদের দেব-স্বভাব যে বর্ম্মে আচ্ছাদিত, তাহাতে কিছুমাত্র আঘাত লাগিতেছে না। তাঁহাদের আন্তরিক স্বর্গীয় সহাস্য ভাব অনন্তকাল স্থায়ী। বাহিরের কষ্ট যন্ত্রণায় মুখ ম্লান হইল, মন পর্য্যন্ত বিষণ্ণ হইল, কিন্তু আত্মার গভীরতম স্থানে দুঃখ প্রবিষ্ট হইতে পারিল না। তাহারাই দুঃখী, যাহারা আত্মার এই আলোক দেখিতে পায় না। প্রত্যেকেরই আলোকের প্রয়োজন, মনুষ্য অন্ধকারের জীব নহে, যাহাদের চন্দ্রের আলোক নাই, তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রদীপের উপর নির্ভর করিবে। যাহারা পৃথিবীর ধর্ম্মে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক করিতে চায়, তাহারা পৃথিবী হইতে শত শত প্রদীপ ক্রয় করিয়া রাখে ; যখন একটী নির্ব্বাণ হয়, অমনই আর একটী প্রজ্বলিত করে। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নির্ব্বাণ হইল, তথাপি অনেকগুলি অবশিষ্ট আছে, এই ভরসায় তাহারা নিশ্চিন্ত থাকে। সর্ব্বদাই তাহারা গণনা করিয়া দেখে, আর কয়টী প্রদীপ আছে। অবশেষে যখন দুই একটী প্রদীপ অবশিষ্ট থাকে, তখনই তাহাদের ভয় এবং ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের যে প্রেম সহস্র প্রদীপের উপরে ব্যাপ্ত ছিল, এখনও তাহা সেই দুই একটীর প্রতি দৃঢ় এবং প্রগাঢ় হইয়া আসিল, কিন্তু যখন সেই দুই একটী প্রদীপও নির্ব্বাণ হইল, তখন তাহাদের শোচনীয় অবস্থার সীমা রহিল না। যাহারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র আলোকের উপরে নির্ভর করে, তাহাদের এই দুর্দ্দশা।

মনুষ্য আলোক ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না, এইজন্যই যাহারা স্বর্গের আলোকে বঞ্চিত, তাহারা পৃথিবীর বন্ধুদিগের আলোকের উপরে নির্ভর করে। যতক্ষণ তাহাদিগকে বাহিরের লোক উৎসাহ

দেয়, প্রশংসা করে, ততক্ষণ তাহাদের প্রফুল্লতা, কিন্তু যখন পৃথিবীর বন্ধুরা প্রতিকূল হয়, তখনই তাহাদের সকল আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অন্যের আলোকে আলোকিত হওয়াই যাহাদের মন্ত্র, এবং সাধন, কেমন শোচনীয় তাহাদের অবস্থা! কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের সাধক, ঈশ্বরের আলোকে যাঁহারা বিচরণ করেন, কিছুতেই তাঁহাদের ভয় নাই। পৃথিবীর লোক আসিয়া যখন পৃথিবীর সমুদয় প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করে, এবং যখন তাহারা ঈশ্বরের সাধকদিগকে ভয় দেখাইয়া বলে, তোমাদের ধনের প্রদীপ, মানের প্রদীপ, বন্ধুতার প্রদীপ সকলই নির্ব্বাণ করিব, তখন তাঁহারা সহাস্য-বদনে পরিহাস করিয়া বলেন, হৃদয়ের মধ্যে যখন চন্দ্রের জ্যোৎস্না রহিয়াছে, তখন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে ক্ষতি কি? পৃথিবীর নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা জানে না যে, ঈশ্বরের সাধকগণ কোন্ আলোকের মধ্যে বাস করেন। অন্তরের মধ্যে যাঁহার স্বর্গীয় জ্যোৎস্না, বাহিরের অন্ধকার তাঁহার কি করিতে পারে? বাহিরের বন্ধু সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অন্তরের বন্ধু অন্তরেই রহিলেন। বাহিরের কূপ শুষ্ক হইল, কিন্তু ভিতরে সেই প্রেম-সাগর ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিলেন। যাহারা বাহিরের বন্ধু, বাহিরের প্রদীপ, এবং বাহিরের কূপের উপর নির্ভর করে, তাহাদেরই ভয়; কিন্তু যে হৃদয়ে ঈশ্বর সমুদয় সুখের উৎস, তাহার ভয় ভাবনা কি?

শরীর মন সুখ দুঃখের অধীন, সুতরাং সংসার প্রতিকূল হইলে শরীর মনকে কষ্ট দিতে পারে; কিন্তু স্বাস্থ্য হানি, ধন হানি, মান হানি হইল, তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? আত্মার গভীর ভূমিতে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সেই দেব-স্বভাব রহিয়াছে। ঈশ্বর

যেমন নিত্য পরিপূর্ণমানন্দম্, তাঁহার সন্তানকেও তিনি সেইরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। জগতের পাপ তাপ দুঃখ শোক যেমন ঈশ্বরের স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, সেইরূপ যাঁহারা তাঁহার সাধক, তাঁহারাও পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত। ঈশ্বর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন—এই অবতার মতের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা এই। ইহারই প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই, যখন মনুষ্যের জীবন একদিকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মন অত্যন্ত বিষন্ন, মুখ নিতান্ত ম্লান, সেই সময়েই জীবনের আর একদিকে আত্মার গভীরতম স্থানে সহস্র সহস্র গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মনুষ্য অনেক সময় এই দেবভাবকে জয় করিতে যায়; কিন্তু মনুষ্যের প্রতি সেই পরম দেবতার এত দয়া যে, দুর্ব্বল মনুষ্যের চেষ্টা কিছুতেই সফল হয় না। এই দেবভাবকে অপদস্থ করিবার জন্য দুরন্ত পৃথিবী অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রেরিত দেবতারা আপনাদিগের রক্ত দ্বারা জগৎকে এই বলিয়াছেন;—"আমরা মনুষ্য, আমাদের শরীর মন উভয়ই আছে, শরীর মন সুখ দুঃখের অধীন, সুতরাং তোমাদের তীক্ষ্ণ বাণে আমাদের শরীর মন বিদ্ধ হইবে; কিন্তু যেখানে পূর্ণ নিত্যানন্দ, যেখানে সর্ব্বদাই দেব-প্রকৃতির গভীর আনন্দ, সেখানে তোমাদের অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং সেই আনন্দধাম রক্ষা করিতেছেন।"

ধর্ম্মপ্রচারক এবং ঈশ্বরের দাস দাসীদিগকে অবগত হইতে হইবে যে, যখন তাঁহারা সংসারে স্বর্গরাজ্য আনিতে চেষ্টা করিবেন, তখন ঘোর দুঃখ কষ্টে অশ্রুপাত করিতে হইবে, হয় ত প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে। কিন্তু বাহিরে যে পরিমাণে চক্ষু

অশ্রুপাত করিবে, আত্মার গভীরতম স্থানে তাঁহারা সেই পরিমাণে স্বর্গের প্রফুল্লতা লাভ করিবেন। বাহিরে নরকের পশুগণ ঈশ্বরের দাস দাসীদিগকে বধ করিবার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার গভীরতম স্থানে স্বর্গরাজ্য। পৃথিবীতে এমন মহাবীর কে আছে যে, তাঁহাদের হৃদয় হইতে তাহা কাড়িয়া লয়? অন্তরে যখন ঈশ্বর স্বর্গরাজ্য প্রকাশ করেন, তখন বাহিরে কাহার সাধ্য তাহা রুদ্ধ করে? মনের ভিতরে স্বর্গের পিতা মাতা, অনন্তকালের ভাই ভগিনী, নিত্য প্রেমের উৎস, পুণ্যের উৎস, শান্তির উৎস, এবং আনন্দের উৎস। কাহার সাধ্য সে সমুদয় বিনষ্ট করে? ঈশ্বরকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারিবে, দেবভাবের জয়লাভ হইয়াছে। বাহিরের কূপ, বাহিরের প্রদীপের উপর আর নির্ভর করিও না, ভিতরে যাও, তথায় ঈশ্বর অখণ্ড প্রদীপ জ্বালিয়া দিবেন, কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন। মনুষ্য বাহিরের দুঃখ সহ্য করিবে, কিন্তু চিরকাল দেব-প্রকৃতির বিমলানন্দ সম্ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী যদি অনুকূল হয়, তবে মনুষ্য-স্বভাবও আনন্দিত হইবে; কিন্তু পৃথিবী যদি প্রতিকূল হয়, তথাপি ঈশ্বরের দাস দাসীদিগের অন্তরে চিরকাল সেই প্রেম-সূর্য্য, সেই প্রেম-চন্দ্র প্রকাশিত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাউন! যদি অন্তরে এই আলোক প্রজ্বলিত থাকে, সমস্ত পৃথিবী যদি আমাদের শত্রু হয়, তথাপি আমরা প্রফুল্ল থাকিব।

প্রেমই প্রেমের পুরস্কার।

রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি, ঈশ্বরের গৃহে দাসত্বের বাহ্যিক পুরস্কার নাই। দাসত্বের পুরস্কার দাসত্ব। প্রেম দান করা যথার্থই এত উচ্চ অধিকার যে, যদি কেহ সেই প্রেম দান করিয়া পুরস্কার প্রত্যাশা করেন, তিনি অবিশ্বাসী এবং পাপী। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি যে কার্য্য করিলাম, ইহার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করিব, সে স্বার্থপর, অপ্রেমিক। বস্তুতঃ প্রেম দান করাই প্রেম দানের পুরস্কার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে যিনি প্রেম দান করিয়াছেন। শত শত পাপাচারে যাহার শরীর মন কলঙ্কিত, সে যদি জগতের উপকার করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর তাহার শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার কি হইতে পারে? প্রেমে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সেবাতেই ভৃত্যের মহত্ত্ব, এবং তাঁহার পক্ষে সেবা করাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রেম দান করাই যদি প্রেমের পুরস্কার হইল, এখন জিজ্ঞাস্য, সেই প্রেমের অন্ত কোথায়? তাহার পরিমাণ কি? কি পরিমাণে জগৎকে প্রেম দিতে হইবে? কতদূর জগতের দাসত্ব করিতে হইবে? প্রেমের কি সীমা আছে? এতদূর পর্য্যন্ত জগতের সেবা করিব, ইহার অধিক করিব না, আমাদের কি এরূপ বলিবার অধিকার আছে? যাহারা কেবল আপনার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রেম করে, এবং যতদূর তাহাদের বন্ধুতা যায়, ততদূর সেবা করে, স্বর্গীয় প্রেম কি, তাহারা তাহা জানে না। ঈশ্বরের প্রেম যাঁহার হৃদয়ে

অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরের দাসত্বে যিনি নিযুক্ত, তিনি প্রেমের সকল পরিমাণ, সকল গণিত এবং সকল অঙ্কশাস্ত্র নদীতে বিসর্জ্জন করেন। ইহাকে প্রেম দিব, ইহাকে দিব না, ইহার দাসত্ব করিব, ইহার করিব না, প্রেমকে যে এইরূপে বিভাগ করিতে চায়, সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নহে। হয় সমস্ত গুরুত্বের সহিত স্বর্গের প্রেমকে আসিতে দাও, নতুবা বল যে স্বর্গের প্রেম তোমরা পাও নাই।

ঈশ্বরের প্রেমের সীমা নাই। তিনি বলিতে পারেন না, উহাকে প্রেম দিব, উহাকে দিব না। এইজন্যই তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি বারম্বার তাঁহার এই আদেশ "প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিও না, প্রেমের চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিও না।" কেবল বন্ধুদিগকে প্রেম দান করিতে হইবে, এ কথা পৃথিবীর অতি নীচ জঘন্য কথা। স্বর্গরাজ্যের যাত্রী বলিয়া যখন আমরা পরিচয় দিতেছি, তখন স্বার্থপরতার জঘন্য নিয়মানুসারে প্রেমকে কাটিতে পারি না। "অন্যকে ততদূর ভালবাস, যতদূর আপনাকে ভালবাস" ব্রাহ্মেরা এই পুরাতন নীতি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিমাণে জগৎকে ভালবাসিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র এই যে, তাঁহাদের প্রেমের পরিমাণ নাই। এই ক্ষুদ্র আত্মা একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রেমে কতদূর বিস্তৃত, এবং কতদূর প্রশস্ত হইবে তাহার অন্ত নাই, সেইরূপ অন্যদিকে ইহা অপরকে আপনার ন্যায় কি আপনা হইতে অধিক, কতদূর ভালবাসিবে তাহার পরিমাণ নাই। যে ভালবাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহা কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, আমরা জানি না। ঈশ্বরের প্রেমকে কি তোমরা বলিতে পার, "হে প্রেম! এতদূর যাও, আর যাইও না?" যে

প্রেমতরঙ্গ ঈশ্বরের সাগর হইতে উঠিতেছে, তাহা মনুষ্যের কথা শুনিবে কেন? যে জন্মিয়াছে জগৎকে প্রেম করিবার জন্ত, সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেম জগৎকে আলিঙ্গন করিবেই করিবে।

কাহাকে কি পরিমাণে ভালবাসিবে, ইহা স্বর্গীয় প্রেমের কথা নহে। তিনি যে ভক্তহৃদয়কে প্রেমের আধার করিয়া রাখেন, তাঁহার হৃদয় হইতে অপ্রতিহতভাবে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই ভাইটীর সেবা করিব, অন্তের করিব না, যাহারা আমাদের মতে সায় দেয়, তাহাদিগকে প্রেম দিব, আর যাহারা আমাদের বিরোধী এবং নিদারুণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমাদের মনে কষ্ট দেয়, তাহাদের পদসেবা করিব না, প্রকৃত ভক্ত কখনই এরূপ বিচার করিতে পারেন না। যে সংসার শত্রুকে ভালবাসিতে পারে না, সেই এই নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়াছে যে, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসিব, যে কৃতজ্ঞ হয় আমি তাহারই উপকার করিব; কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ এবং ভালবাসিতে পারে না, তাহাকে ভালবাসা এবং তাহার সেবা করা অন্যায়। ইহা কেবল স্বার্থপরতার শাস্ত্র। ইহা ঈশ্বরের আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার দাস দাসীদিগকে ডাকিয়া এই বলিয়া দিতেছেন, স্বর্গের প্রেমকে অবরোধ করিও না। যাঁহারা স্বর্গের প্রেমে প্রেমিক তাঁহারা জানেন না যে, এই ব্যক্তির যে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি কতদিন ইহার সেবা করিব। ভালবাসার পরিমাণ কি, তাহাও তাঁহারা জানেন না। নিজের স্ত্রী পুত্রকে যে প্রকার ভালবাস, অন্তের স্ত্রী পুত্রকে সেইরূপ ভালবাসিবে না, নিজের পিতা মাতার যেরূপ সেবা কর, অন্তের পিতা মাতাকে

সেইরূপ সেবা করিবে না; পৃথিবীর এই নীচ নীতি তাঁহারা জানেন না। স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহা পৃথিবীর মলিন স্বার্থপর জঘন্ত রজ্জুতে বদ্ধ হয় না। আপনার অপেক্ষাও জগৎকে অধিক ভালবাসিতে হইবে, ইহাও স্বর্গীয় প্রেমের পরিমাণ নহে। এই ক্ষুদ্র "অহং" কখনই প্রেমশাস্ত্রের মূল হইতে পারে না।

ভালবাসিয়া প্রাণপণে জগতের সেবা করিব, ইহা ঈশ্বরের আদেশ; কিন্তু কাহাকে কত ভালবাসিব, ভাইকে অধিক ভালবাসিব, না ভগ্নীকে অধিক ভালবাসিব, নিজের পিতা মাতাকে অধিক ভালবাসিব, না অন্যের পিতা মাতাকে অধিক ভালবাসিব, নিজের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভালবাসিব, না পরের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভালবাসিব তাহা জানি না। সকলকেই ভালবাসিব; কিন্তু কাহার অপেক্ষা কাহাকে অধিক ভালবাসিব তাহার পরিমাণ নাই, কেন না একজন কিরূপে আর একজন হইবে। নিজের স্ত্রী পুত্রের প্রতি এক প্রকার প্রেম; অন্যের স্ত্রী পুত্রের প্রতি আর এক প্রকার প্রেম; পাত্র ভেদে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে; কিন্তু সকল প্রকার প্রেমেরই মূল এক। ঈশ্বর প্রেরিত প্রেম চিরকালই বিশেষ বিশেষ বাৎসল্যের আকার গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইবে; কিন্তু কাহার প্রতি কি পরিমাণে যাইবে, এবং নিজের পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা যে অন্যের প্রতি অধিক হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? প্রেম কি আমার দাস, না তোমার দাস? যাঁহার দাস, প্রেম তাঁহারই আজ্ঞায় চলিবে। যাহার ঘরে যাইবে, তোমার আমার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইবেই যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে চায়, আমার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেম

তাহাকেও আলিঙ্গন করিবে। যে প্রেম স্বর্গ হইতে নামিয়াছে, তাহা কি শত্রুতা মিত্রতা বিচার করিতে পারে? ভয়ানক পাষণ্ড নাস্তিক যে তাহাকেও ঈশ্বরের প্রেম পরিত্যাগ করে না; যিনি ঈশ্বরসন্তান, তিনি পিতার প্রেম অনুকরণ না করিয়া কিরূপে বাঁচিবেন? তখন "রাখে কে নিবারিয়ে," যখন হৃদয় হইতে প্রেম উথলিয়া পড়ে?

সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে পার, ঈশ্বর তোমাকে এরূপ প্রকৃতি দিয়া সৃজন করিলেন। তোমার সাধ্য কি তুমি তাহা বন্ধ করিয়া রাখিতে পার? সেই প্রেমকে অল্প লোকের মধ্যে বাঁধিতে গেলে তুমিই ক্ষুদ্র হইবে, তোমারই হৃদয় অপ্রশস্ত এবং অপবিত্র হইয়া তোমার প্রকৃতিকে বিনাশ করিবে। ঈশ্বরের প্রেমকে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে দাও, জগতের পরিত্রাণ হইবে এবং নিজেও সুখী হইবে। শত্রুদিগের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল সেই প্রেমের মধ্যে পড়িলে চন্দনের গন্ধ লইয়া বাহির হইবে। শত্রুতার ভয়ানক অস্ত্র সকলও ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শে মধুময় হইয়া যায়। স্বর্গের সামগ্রী প্রেম, পৃথিবীর মলিনতা তাহা কলঙ্কিত করিতে পারে না। যখন ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া জগতের দাসত্ব লইয়াছি, তখন যে মহাশত্রু, তাহারও সেবা করিতে হইবে। যাহার মনে অনেক অহঙ্কার, কেবল সেই ব্যক্তিই এ কথা বলে যে, যাহারা দুশ্চরিত্র তাহাদের কিরূপে সেবক হইব। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের অনুগত দাস তিনি জানেন যে, নর নারী মাত্রেই তাঁহার প্রভু; আমাদের হৃদয়ে যে স্বর্গের প্রেম তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর প্রাপ্য। তুমি জান না, তোমার প্রেম কোথা হইতে আসিতেছে, কোন্ দিকে যাইতেছে। হিমালয়, ল্যাপল্যাণ্ড তুমি দেখ নাই, কিন্তু তোমার প্রেম সেই সকল অজানিত স্থানে গিয়া

অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। যদি ঈশ্বরের প্রেমের সাধক হও, তবে দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার হৃদয়ের ভিতরে। সাধকের হৃদয়ের নিকট এই যে এত বড় পৃথিবী, ইহা একটী ক্ষুদ্র সর্ষপ-কণাতুল্য। ঈশ্বরসন্তানগণ, তোমরা কি ইহা জান না যে, তোমাদের প্রেম পৃথিবী অপেক্ষা বড়। যাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদের কথা শুন নাই, তাহাদের নিকটেও তোমাদের প্রেম যায়। ঈশ্বর যেমন তাঁহার সকল সন্তানদিগকে ভালবাসেন, তাঁহার সন্তানেরাও পরস্পরকে সেইরূপ ভালবাসিবে, এই তাঁহার আজ্ঞা। যে দিন সমস্ত জগৎকে ভালবাসিব সে দিন দেখিব, আমরা প্রেমের তরঙ্গের উপর ভাসিতেছি। যে দিন দেখিলেন হৃদয়ের প্রেম সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল, সেই দিন ঈশ্বরের সেবক হাসিলেন, তাঁহার দাস দাসীরা আনন্দিত হইলেন। প্রেমানন্দ আস্বাদ করা অপেক্ষা আর কি কোন মহোচ্চ অধিকার আছে? অন্তরে ভালবাসাকে আসিতে দাও, নিমেষের মধ্যে নরকে স্বর্গের উদয় হইবে। যতক্ষণ প্রেম নাই, ততক্ষণ পাপ, ততক্ষণ ভয়। প্রেম যদি হৃদয়ে আসে, পৃথিবীর সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়াও তখন উপহাস করি। অন্তরে যখন প্রেমচন্দ্র উদিত হইল, তখন মনুষ্য শত্রু হইলে ক্ষতি কি? প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। প্রেমই স্বর্গরাজ্য আনিয়া দেয়।

প্রেমাগ্নি। *

রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

সমুদয় জড়জগৎ যেমন আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া সুন্দর নিয়মে চলিতেছে, সমুদয় ধর্ম্মরাজ্যও সেইরূপ প্রেমের আকর্ষণে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জড়রাজ্যে যেমন এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও আমাদের আত্মা পরস্পরের প্রতি প্রেম, প্রণয় এবং অনুরাগের আকর্ষণ প্রকাশ করিতেছে। দূরস্থ বস্তুকে একত্র করে কে ? বিচ্ছিন্ন বস্তুকে সংযুক্ত করে কে ? বিরোধী ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিতে কে পারে ? এ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর, প্রীতি। প্রীতির আকর্ষণে দূরস্থ নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, শত্রু মিত্র হয়, এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বর যখন ভৌতিক জগৎ সৃজন করিলেন, তখন ইহার যাবতীয় বস্তুকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এইজন্যই ইহার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তিনি অসংখ্য আত্মা সৃজন করিলেন, সকলেই স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে সংযুক্ত করে কে ? প্রেম। আকর্ষণ-যোগ আছে বলিয়াই যেমন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হইতে রক্ষা পাইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণ আছে বলিয়াই সমস্ত মনুষ্যজগৎ সুরক্ষিত হইতেছে।

বাহিরে বিরোধ বিবাদের অসংখ্য কারণ ; কিন্তু অন্তরে পরস্পরের সঙ্গে একটী নিগূঢ় স্বাভাবিক যোগ রহিয়াছে। সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে।

সেই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পরিবার এবং জনসমাজ স্থাপন করিতেছেন। মনুষ্যের মনে প্রীতি না থাকিলে কোথায় থাকিত সমাজ? এই স্বাভাবিক প্রীতি যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তখন ইহাই সকলকে পরিত্রাণের পথে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। সভ্য অসভ্য সমুদয় জাতির মধ্যেই এই প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন ইহার আকর্ষণী শক্তি এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় যে, তখন ইহা ভয়ানক শত্রুদিগের মধ্যেও সন্ধি করিয়া দেয়। এই প্রেম আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে থাকে। ইহার প্রভাবেই মনুষ্য সকল প্রকার পাথিব এবং নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে চিনিতে পারে। এই প্রেম থাকাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার, এবং জীবাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ সংস্থাপিত হয়। এই ভালবাসা যদি মনুষ্য-হৃদয়ে রোপিত না হইত, কে বা ঈশ্বরের পূজা করিত, কে বা নর নারীর সেবা করিত? স্বর্গের দিকে যে আমরা আকৃষ্ট হই, এবং পরস্পরের যে আমরা সেবা করি উভয়েরই মূল কারণ এই প্রেম।

কোন একটী বস্তুকে এক স্থানে রাখ যদি অন্য বস্তুর সঙ্গে উহার টান না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। সেইরূপ একটী বিচ্ছিন্ন আত্মাকে এক স্থানে রাখ, যদি উহার প্রতি অন্য কোন আত্মার প্রেমের আকর্ষণ না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। এই প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সমস্ত মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের পূজা এবং পরস্পরের সেবাতে নিযুক্ত

হয়। বন্ধুতা, প্রণয়, মিলন, এ সমুদয়ের আদি কারণ প্রেম। প্রেমেরই অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য মনুষ্যকে এবং ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করে। যাঁহাদিগকে আমরা ভালবাসি তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া গভীর মনোবেদনা দূর করি এবং সংসারে যত প্রকার কষ্ট দুঃখ পাই তাহা নির্ব্বাণ করি। প্রেম দুঃখ-নিবারক। এইজন্য প্রেমের সহিত শীতল সলিলের উপমা হইয়া থাকে। প্রেমজলে দুঃখের অনল নির্ব্বাণ হয় বলিয়া আমরা প্রেমবারি বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে অগ্নিরও তুলনা হইতে পারে। ইহাতে যেমন জলের গুণ তেমনই অগ্নিরও গুণ আছে। অগ্নি কঠোর পদার্থকে দ্রব করে; তদ্রূপ প্রেমের উত্তাপে কঠোর হৃদয় সকল দ্রবীভূত হইয়া এক হইয়া যায়। প্রেম যদি কেবল আমাদের প্রাণকে শীতল করে তাহা প্রেম নহে, প্রেম যদি কেবল আমাদের দুঃখ বিনাশ করে তাহাও প্রেম নহে; কিন্তু যথার্থ প্রেম একেবারে আমাদের স্বার্থপরতা ও স্বতন্ত্রতা দগ্ধ করিয়া, শত সহস্র আত্মাকে বিগলিত করিয়া, তন্মধ্যে ঐক্য এবং অভিন্নতা স্থাপন করে।

আট প্রকার আটটী ধাতুকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, ক্ষণকাল পরে ঐ সমুদয় ভিন্ন প্রকার ধাতু বিগলিত হইয়া, জলের ন্যায় তরল হইয়া, পরস্পরের মধ্যে এরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবে যে, আর তাহাদের স্বতন্ত্রতার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। এমন যে কঠিন ধাতু সকল সমুদয় গলিয়া এক হইয়া গেল। দেখ অগ্নি যে কেবল বিগলিত করে তাহা নহে; ইহা বস্তুর ভিন্নতা পর্য্যন্ত বিনাশ করে। প্রেমাগ্নিও এইরূপ। স্বার্থপরতা মনুষ্যদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। ইহারই অধীন হইয়া একজন মনুষ্য আর একজনকে চিনিতে

পারে না, ইহার অনুরোধে মনুষ্য কেবল আপনার কার্য্যেই আপনি ব্যস্ত থাকে। চারিদিকে সকলে হাহাকার করিতেছে, জগৎ মরিল তাহাতে আমার কি এই বলিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত থাকে। স্বার্থপর ব্যক্তিরা সমুদয় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করে। তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র যোগ নাই। কিন্তু একবার যদি তাহাদের অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, ঈশ্বর-প্রসাদে নিমেষের মধ্যে সেই সমুদয় আত্মা দ্রব হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। তখন একজনের সুখে সকলেই সুখী এবং একজনের দুঃখে সকলেই দুঃখী হয়। একজনের দুঃখ কিরূপে সকলের হয়? কারণ প্রেমেতে সকলেই এক। সুতরাং যাঁহাদের রোগ বিপদ নাই, তাঁহারা বন্ধুর রোগ বিপদ অনুভব করিয়া অভিন্ন-হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। যখন পৃথিবীর বন্ধুতার মধ্যেই আমরা এই সহানুভূতি দেখিতেছি, তখন স্বর্গরাজ্যে ইহা আরও কত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাইব!

ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা জগতে এই প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে আমরা এই আশা করিতেছি। যেখানে এই প্রেম নাই, সেখানে একজন রোগে দুঃখে, শোকে তাপে কাঁদিতেছে দেখিয়া চারিদিকে শত শত ভাই ভগ্নী উদাসীন ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আপন আপন সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। জগৎ মরিতেছে দেখিয়াও তাঁহাদের দয়া হয় না, কেন না জগতের প্রতি তাঁহাদের প্রেম নাই, আকর্ষণ নাই, সকলকে পর ভাবিয়া উপেক্ষা করেন। যখন সেই সকল কঠোর হৃদয়ে স্বর্গ হইতে প্রেম আইসে, তখন তাঁহারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝিতে পারেন এবং আত্মপর অভিন্ন স্বীকার করেন। ক্ষণকালের

জন্য সাময়িক প্রণয়ে বিগলিত হইয়া ঐক্য স্থাপন করাকে বাস্তবিক বন্ধুতা কিম্বা প্রেম বলা যায় না। সামান্য মমতা কিম্বা মতের মিলের জন্য যে প্রণয় তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহাতে সর্ব্বদা বিবাদ বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে এবং একটু ত্রুটি হইলেই ঐ প্রণয় বিনষ্ট হয়। যথার্থ ভালবাসা সেই, যাহা একেবারে স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার যে যোগ তাহা কিরূপে হয়, তোমরা উপাসনা এবং ধ্যানের সময় দেখিয়াছ। ঈশ্বরের সঙ্গে একতা কি, যদি এ পাপ জীবনে এক নিমিষের জন্যও অনুভব করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্য আমরা স্বীকার করিব যে, যখন তাঁহার সঙ্গে যোগ হয় তখন ইহা বলিতে পারি না, হে ঈশ্বর আমার এই, তোমার এই। তখন দেখি যে আমার যাহা কিছু বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিম্বা আনন্দ সকলই তাঁর। এ সকল দেবভাব সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই।

প্রেম যদি এক করিয়া না দেয় তাহা প্রেম নহে। মনুষ্যের শরীরগত, মনোগত, এবং হৃদয়গত স্বতন্ত্রতা থাকিবেই; কিন্তু তাঁহার গূঢ়তম দেবভাবের সঙ্গে চিরকালই ঈশ্বরের একতা থাকিবে। ঈশ্বর ছাড়া আমাদের মধ্যে দেবভাব থাকিতে পারে না। পূর্ণ প্রেম-যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন মনুষ্যের দেব-জীবনের স্বতন্ত্রতা থাকে না সেইরূপ আমাদের পরস্পরের মধ্যেও যখন পূর্ণ প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন আর আমাদের স্বতন্ত্রতা ভিন্নতা থাকে না। যেখানে স্বতন্ত্রতা সেখানে ভালবাসা নাই, কিম্বা যদিও থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট ও সামান্য ভালবাসা। প্রেমের স্বর্গীয় গভীরতা ও ব্যাপ্তি তখন বুঝিতে পারিব, যখন "আমি" "তুমি" এ সকল

ভিন্নতার কথা থাকিবে না; অহঙ্কার, অহং জ্ঞান চলিয়া যাইবে; আমার হৃদয়ের প্রেম সকলের হৃদয়ে দেখিব এবং সকলের হৃদয়ের প্রেম আমার হৃদয়ে প্রতিভাত দেখিব। তখন আমার এক ইচ্ছা তোমার এক ইচ্ছা এরূপ বিভিন্নতা অসম্ভব হইবে। যাহারা আমার তোমার বলিয়া বিবাদ করে, তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা আছে তাহারা স্বার্থপর অপ্রেমিক; এবং তাহারা প্রেমরাজ্য হইতে বহুদূরে। যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমাগ্নি জ্বলিয়াছে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই; কিন্তু তাঁহাদের সকল ইচ্ছা দ্রবীভূত হইয়া এক ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এইটুকু আমার, এইটুকু ঈশ্বরের, কেহই এরূপ মনে করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহারা জানেন তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের, সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র কিম্বা নিজের বলিবার কিছুই নাই। এইরূপে ঈশ্বর এবং পরস্পরের সঙ্গে আমাদিগকে অভিন্ন আত্মা অথবা এক প্রাণ করাই এই স্বর্গীয় প্রেমাগ্নির কার্য্য।

ব্রাহ্মগণ! তোমরা যে এত বৎসর ধর্ম্মসাধন করিলে, বল তোমরা কত ভালবাসিতে শিখিয়াছ? যদি বল তোমরা কেবল দেশের কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধুকে ভালবাসিতে পার, তবে এখনও তোমরা যথার্থ ভালবাসা কি জান নাই। যখন দেখিব এই ভারতবর্ষে বসিয়া তোমরা ইংলণ্ড, আমেরিকা, সমস্ত জগৎ এবং পরলোকবাসী সকলকে তোমাদের এই ক্ষুদ্র মনের মধ্যে আনিয়াছ, তখনই জানিব তোমাদের অন্তরে স্বর্গীয় প্রেমের উদয় হইয়াছে। যতদিন তোমরা এই অলৌকিক কার্য্য করিতে না পার, ততদিন তোমরা ব্রাহ্মের আদর্শ অনুসারে প্রেমিক হও নাই। সমস্ত জগৎকে এই সামান্য সর্ষপ-কণার মত মনের মধ্যে আনা যায়, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর

না? আর কতদিন আমার আমার করিয়া দুঃখে কালহরণ করিবে? আমি আমার জন্য নহি; কিন্তু আমি জগতের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ সত্য ভুলিও না। যখনই অনুভব করি আমি আমার জন্য নহি, তখনই দেখি অন্তরে স্বর্গের প্রেম আসিয়া যাহাকে "আমি" বলি তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে এবং সেই আমি সকলের ঘরে গিয়া বসিয়া আছে, সমুদয় মনুষ্যাত্মা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রেম সামান্য নহে, ইহা দোষ গুণের বিচার করে না, কেবল এই জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমার ভাই? তুমি কি আমার ভগ্নী? যদি ভাই ভগ্নী হও, তবে তুমি আমার। স্বর্গের প্রেম এইরূপে দোষ গুণ অতিক্রম করিয়া নর নারী মাত্রকেই অভ্যর্থনা করে। ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই প্রেমের পরিচয় দিতে পার তবেই তোমরা প্রেমিক? ইহাই স্বর্গের প্রেম। প্রাণের ভিতর পরমাত্মা জীবাত্মাকে ক্রোড়ে লইয়া এই প্রেম বিতরণ করেন। এই প্রেম ঈশ্বর এবং জীবাত্মাকে যোগ করে, ইহাই আবার আমাদের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে. ইহারই অভাবে মনুষ্য ঈশ্বর এবং জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। ইহাই দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে। ঈশ্বর কখনই মনুষ্য হইতে পারেন না, এবং মনুষ্যও কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না; কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্রেম-যোগে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিগূঢ় যোগ হয়। এই প্রেমে ঈশ্বর আমার মধ্যে, এবং আমি তাঁহার মধ্যে। আবার এই প্রেমের প্রভাবেই আমার প্রাণ তোমার ভিতরে, এবং তোমার প্রাণ আমার ভিতরে, এবং ইহাই আমাদের উভয়ের আত্মাকে ব্রহ্মরূপ-প্রেম-সমুদ্রে মগ্ন করে। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে এবং আমরা উভয়ে ঈশ্বরেতে। কি আশ্চর্য্য নিগূঢ়

প্রেম-যোগ! কি সুন্দর সুখদ মিলন! ইহা কি আমাদের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য নহে যে ঈশ্বর আমাদিগকে এই প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন? অন্য পার্থিব ভালবাসার কথা আর বলিও না। যে প্রেম স্বর্গ হইতে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম সাধকের নিকটে আইসে দেখিলে ত ইহার প্রতাপে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার কোথায় চূর্ণ হইয়া গেল। ঈশ্বর কেমন সকলকে একত্র করিয়া দিলেন। এই প্রেম সাধন কর। ইহাই স্বর্গরাজ্য, ইহাই শান্তিধাম, ইহাই প্রেম-পরিবার। দুঃখী দেখিয়া অমৃত মাখিয়া দয়াল পিতা আমাদের নিকট এই প্রেম পাঠাইয়াছেন, ইহা আমাদের প্রাণের ভূষণ হউক। ইহা দ্বারা ধরাতলে তাঁহার সুন্দর পরিবার সংগঠিত হইবে। আর আমরা ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারি না। এই প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া প্রেমময় মুক্তিদাতা আমাদিগকে এক-হৃদয় ও অভিন্ন-প্রাণ করুন।

স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য। *

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

যদি এমন একটী শব্দ থাকে যাহার মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সার পাওয়া যায় সেই শব্দটী প্রেম। ইহাই সাধন, ইহাই স্বর্গ। সকল ভাল কথার মূল এবং সমুদয় উপদেশের সার ভালবাসা। ইহাই ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা। যদি জিজ্ঞাসা কর—কি হইলে আমরা পরিত্রাণ পাইব, যিনি ভক্ত তিনি বারম্বার কেবল এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন, প্রেম। ফলতঃ ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মজীবনের উন্নত অবস্থায় ব্রহ্ম-অনুরাগে অনুরাগী এবং ব্রহ্মভক্তিতে ভক্ত হইয়া

যে সুখ লাভ করি, সেই সুখ ভিন্ন জীবাত্মার আর উচ্চতর, পবিত্রতর তৃপ্তি নাই। তখন সত্য চিন্তা, সত্য বাক্য সৎকার্য্য সকলই প্রেমের ব্যাপার, সকলই আনন্দজনক। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সাধন প্রেম। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী কোন্ দিন স্বর্গ হইবে, তাহার উত্তর এই ;—যে দিন পৃথিবীর সমস্ত নর নারী পরস্পরকে পবিত্র ভাবে প্রেম দিতে পারিবে। প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই সুখ শান্তি, প্রেমানন্দের মত আর আনন্দ নাই। মানিলাম, পরস্পরকে ভাল না বাসিলে পরিত্রাণ নাই, হৃদয় পবিত্র হয় না ; কিন্তু সকলের মনে এই প্রেমের উদয় হয় না কেন? কেন এখনই ইচ্ছা করিয়া আমাদের মধ্যে প্রেমকে আনিতে পারি না? আমাদের মত একদিকে এবং জীবন অপরদিকে গমন করে কেন? এই আমরা বিশ্বাস করিলাম প্রেমই আমাদের স্বর্গ, তবে কেন আমরা অপ্রেমের নরকে পুড়িয়া মরি? আমরা জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি প্রেম ইচ্ছাধীন নহে। মনোবিজ্ঞানও বলিয়া দিতেছে কি নিকৃষ্ট, কি উচ্চ হৃদয়ের কোন ভাবই আমাদের আদেশ কিম্বা ইচ্ছার অধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা হইলেই অন্তরে প্রেম কিম্বা ঘৃণার উদ্রেক হয় না। কিন্তু সুন্দর বস্তু দেখিলেই অন্তরে প্রেম হয় এবং কদাকার বস্তু দেখিলেই তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হয়, ইহাই হৃদয়-জগতের অনিবার্য্য নিয়ম।

প্রেম চিরদিন সৌন্দর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়, সুন্দর বস্তু না দেখিলে প্রেমোদয় হয় না, যাহা কদাকার তাহার প্রতি প্রেম কিরূপে যাইবে? আমরা ঈশ্বরকে প্রথমতঃ প্রেম করিতে শিখি ; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রেম করা সহজ, কেন না, তাঁহার মত পরম সুন্দর আর কে আছে? আমরা মনে মনে যত কেন সৌন্দর্য্য কল্পনা

করি না, ঈশ্বরের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের নিকট সকলই পরাজিত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ আপনা আপনি আমাদের প্রেম আকর্ষণ করে। প্রেম যখন ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিতে পায়, আর কি তাহা কোন বাধা মানে? তাঁহার সুন্দর মুখ সমক্ষে না দেখিলে আমরা কখনই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। তিনি অতিশয় সুন্দর, এইজন্য যখনই তাঁহাকে দেখি, তখনই হৃদয়ে প্রেম-ফুল প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন জগতের নর নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি সকলের মুখ কদাকার। মনুষ্য-স্বভাব কত কলঙ্কিত হইতে পারে সকলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। নানা-প্রকার পাপানলে সকলের মুখ দগ্ধ, যাহাতে আমাদের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাদের মুখে এমন কোন প্রকার সৌন্দর্য্য নাই; তবে সেই সকল লোককে ভালবাসিব কিরূপে? যাহারা আমাদিগকে ভালবাসে তাহাদিগকে আমরা সহজেই ভালবাসিতে পারি, প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি দেওয়া কিছুই কঠিন নহে, তাহাতে আমাদের নিজের কোন গুণ কিম্বা বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ মনে হইলেই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মন, আত্মা মোহিত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাহারা অপরিচিত এবং যাহাদের মনে আমাদের জন্য কিছুমাত্র প্রীতি নাই, অথবা সর্ব্বদাই যাহাদের মন নানাপ্রকার পাপ এবং অপ্রেমে শুষ্ক এবং বিবর্ণ তাহাদিগকে কিরূপে ভালবাসিব? সৌন্দর্য্য যেখানে নাই সেখানে প্রেম যাইবে কিরূপে? মিত্রের মিত্রতা সকলেই ভালবাসিতে পারে, কিন্তু শত্রুর শত্রুতা কিরূপে ভালবাসিব? তোমরা কি দেখ নাই, যাই সৌন্দর্য্য কদাকারে পরিণত হয় তখনই

প্রেমের প্রতি রোধ হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের অপ্রিয় এবং বিরাগভাজন হয়।

মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রকার কুৎসিত ভাব আছে এইজন্যই মনুষ্যকে প্রেম করা অতি কঠিন। যদি আমার বন্ধু প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতাম; কিন্তু যখন দেখিতেছি, এই যিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রেমে সুন্দর ছিলেন, তিনিই আবার প্রেমের অভাবে কুৎসিত হইলেন। তখন এই প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিব? যখনই দেখিলাম বন্ধু শত্রু হইলেন, তখনই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম শুকাইল। এইরূপে প্রেম কিম্বা ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য না দেখিলে কাহারও প্রতি প্রেমোদয় হয় না, সুতরাং যেখানে প্রীতি কিম্বা পুণ্যের সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে মনুষ্যের প্রেম যায় না। তবে কি আমরা ঈশ্বরের কদাকার সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিব না? আমাদের দিকে দেখিলে বাস্তবিক ইহা অসম্ভব বোধ হয়; কিন্তু নিরাশার কারণ নাই; কেন না যখন আমরা দেখি ঈশ্বর কিরূপে কদাকারদিগকে ভালবাসেন, তখন আমরাও পরস্পরকে কিরূপে ভালবাসিব তাহা বুঝিতে পারি। তিনি আমাদিগকে নরকের জঘন্য কীট জানিয়াও স্নেহ করেন, তাঁহার এই স্বভাব অনুকরণ করিতে হইবে। আমাদের জঘন্যতম অবস্থা দেখিলেও তাঁহার প্রেম শুষ্ক হয় না। আমাদের শত শত পাপ সত্ত্বেও ঈশ্বরের হৃদয় হইতে ক্রমাগত প্রেম আসিতেছে।

কদাকারকে প্রেম করিতে কে পারেন? ঈশ্বর। আমরা তাঁহার অনুগত হইলে নিতান্ত কদাকারকেও ভালবাসিতে পারি। তিনি

কলঙ্কিত পাতকীকে কিসের জন্য ভালবাসেন? সেই নরকের কীটের মধ্যে কি কোন সৌন্দর্য্য আছে? সৌন্দর্য্য দেখিলেই প্রেমোদয় হয়; ইহাই প্রেমের নিয়ম। তবে ঈশ্বর কিরূপে কদাকারকে ভালবাসেন? বস্তুতঃ প্রেমসিন্ধু পিতা মনুষ্যের মধ্যে যাহা কুৎসিত তাহা ভালবাসেন না; কিন্তু তিনি সেই জঘন্য কদাকার হইতে সৌন্দর্য্য বাহির করেন, তাঁহার নিকটে সেই নরকের দুর্গন্ধের মধ্যেও স্বর্গের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই সৌন্দর্য্য কি? সেই পবিত্র সৌরভ কি? নর নারীর সঙ্গে তাঁহার "সম্বন্ধ"। প্রত্যেক মনুষ্য তাঁহার পুত্র, কিম্বা কন্যা। তিনি জানেন জগদ্বাসী প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহার এই একটা সম্বন্ধ আছে যাহা চিরস্থায়ী, মৃত্যু যাহা বিনাশ করিতে পারে না, এবং পাপ, পুণ্য, অথবা অন্য কোন পরিবর্ত্তনেও যাহার বিনাশ নাই। এই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর ভক্তের স্বর্গের ভিতরে গমন করেন, এবং নরকবাসী জঘন্যতম কীটের মধ্যেও প্রবেশ করেন। ইহারই আকর্ষণে নরকের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারাও ঈশ্বরকে স্বর্গ হইতে টানিতেছে। পাপীর পত্র পাইলেই পাপীর বন্ধু ঈশ্বর তাহার নিকটে আসিতে বাধ্য। ঈশ্বর নিজে বলিয়াছেন "পাপী ডাকিলে আসিব আমি।" কিন্তু ইহাতে পাপীর কোন গৌরব নাই, কেন না এই সৌন্দর্য্য তাহার নিজের নহে। নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়া স্বর্গ হইতে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়াছে, পাছে ইহা মনে করিয়া পাপীর আরও অধোগতি হয়, এইজন্য ঈশ্বর আপনি এই সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া রহিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্য কি? আবার বলিতেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ। ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার পুত্র কন্যা, মহাপাপীর পক্ষে ইহা কি সামান্য কথা?

ইহাতেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য। এই "সম্বন্ধ" স্বর্গীয়। ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ।

ঈশ্বরকে মা বলিয়া, পিতা বলিয়া, যে ডাকিতে পারে তাহার কি সামান্য অধিকার? স্বর্গের পিতা, স্বর্গের মাতা, সাধু অসাধু বিচার করেন না; কিন্তু তাঁহার যে কোন পুত্র কিম্বা যে কোন কন্যা কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার নিকটে আসিবেন। এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। শিশু কাঁদিলেই যেমন মাতার মনে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধ উথলিয়া পড়ে, সেইরূপ সন্তান ডাকিলেই ঈশ্বরের মনে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে যে মা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহার কি সামান্য সৌভাগ্য? এই সম্পর্কে দূর নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, এবং নরক স্বর্গ হয়। ইহার সৌন্দর্য্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিমোহিত হন। এই সৌন্দর্য্যের কিছুতেই হ্রাস নাই, মহাপাপের সাধ্য নাই ইহা কলঙ্কিত করে। ঈশ্বর যতবার আমাদিগকে দেখেন ততবারই আমাদের সঙ্গে তাঁহার এই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, এই বলিয়াই তিনি স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া, সাধু অসাধু সকলকেই আলিঙ্গন করেন। এই "সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য" ব্যতীত আমাদের উপর ঈশ্বরের আরও একপ্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার দৃষ্টির লাবণ্য। যখনই তিনি আমাদিগকে দেখেন, তখনই আমাদের মুখে তাঁহার চক্ষের লাবণ্য প্রতিভাত হয়। তিনি ত নিজের চক্ষে দেখেন। দেবতা দেখেন দেবচক্ষে। দেবচক্ষু যে প্রেমচক্ষু! একদিকে যেমন তিনি আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, অন্যদিকে আবার যতই আমাদের উপর তাঁহার সেই প্রেমদৃষ্টি পড়িতেছে,

ততই আমাদের নিতান্ত কদাকার মুখও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইয়া যাইতেছে।

স্নেহের চক্ষে নিতান্ত কুৎসিত ব্যক্তিও সুন্দর দেখায় ইহা ত তোমরা সকলেই জান। আকাশে চন্দ্র রহিয়াছে, কিন্তু তাহার জ্যোৎস্না আসিয়া তোমার আমার মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল; বায়ু চলিতেছে, কিন্তু যাহার উপর দিয়া যাইতেছে, তাহা যদি নিতান্ত উত্তপ্ত এবং কঠোর বস্তু হয় তাহাও সুশীতল এবং কোমল হইতেছে; এ সকল ত তোমরা প্রতিদিন দেখিতেছ। আকাশের চন্দ্র যদি আমাদের মুখ সুন্দর করিতে পারে, এবং বাহিরের শীতল বায়ু যদি উত্তপ্ত বস্তুকে শীতল করে, তবে যিনি স্বর্গের চন্দ্র, এবং যাঁহার প্রেমদৃষ্টি স্বর্গের সমীরণ, তিনি কি আমাদিগকে সুন্দর এবং শীতল করিতে পারেন না? একদিকে তিনি যতই আমাদের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, ততই তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, অন্যদিকে আবার যতই আমাদিগকে প্রেমচক্ষে দেখেন, ততই অধিক পরিমাণে আমরা তাঁহার প্রেমের পাত্র হই। অধিক পরিমাণে কেন বলিতেছি? স্বর্গীয় পিতার প্রেম যে অনন্ত, তিনি যে পূর্ণ প্রেমের আধার। তিনি যে অনন্ত প্রেমচক্ষে সকলকে দেখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যখন প্রেমচক্ষে কোন মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি কর, দৃষ্টি করিতে করিতে কি তোমাদের প্রেম বৃদ্ধি হয় না? এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কি সেই ব্যক্তি নিতান্ত কদাকার হইলেও তোমাদের প্রেমচক্ষু তাহার মধ্যে অধিকতর সৌন্দর্য্য দর্শন করে না? ইহা যদি তোমরা প্রত্যক্ষ না করিয়া থাক, তবে প্রেমশাস্ত্র কি তোমরা জান না। যতই প্রিয় ব্যক্তিকে প্রেমচক্ষে দেখিবে,

ততই তোমার নিকটে সে সুন্দরতর হইবে, এবং ক্রমে তোমার চক্ষু মধুময় হইবে, ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সকল নর নারী—যাহাদিগকে তোমার প্রেমচক্ষু সুন্দর দেখিতেছিল, যাই তাহাদের সঙ্গে বিবাদ কর আর তাহারা প্রিয় থাকে না, আর তাহাদের মুখে লাবণ্য নাই। অতএব যদি প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে চাও, তবে প্রেমদৃষ্টিতে মানুষকে সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। ভালবাসা দিয়া জঘন্য পাপীকেও সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ কোন ভাই ভগ্নীকে কদাকার দেখিবে ততক্ষণ তাহাকে প্রেম দিতে পার না, অতএব আগে প্রেমময় পিতার অনুগত হইয়া ভালবাসা দিয়া কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া লও। "ইনি আমার পিতার পুত্র, ইনি আমার পিতার কন্যা," এইরূপে প্রেম সাধন কর। "ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন" শতবার এই কথা বলিয়া যেমন ধ্যান অভ্যাস কর, তেমনই "ইনি আমার ভাই, ইনি আমার ভগ্নী." এই বলিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম-পরিবার সাধন কর। যতই বলিবে ইনি আমার অত্যন্ত আদরের ধন, ততই দেখিবে প্রত্যেক নর নারীর সঙ্গে অতি সুন্দর, এবং অতি সুমিষ্ট স্বর্গীয় সম্বন্ধ প্রকাশিত হইবে। ক্রমাগত সেই সম্পর্ক ভাবিতে থাক, যতই ভাবিবে ততই দেখিবে তাহার মধ্যে নূতন নূতন লাবণ্য, এবং নূতন নূতন মধুরতা। তখন দেখিবে, যে চক্ষু নীরস ছিল, তাহা সরস হইল, যে হৃদয়ে প্রেম ছিল না, তাহার পক্ষে ভালবাসা অতি সহজ হইল। তাহার নিকটে আর কাহারও মুখ কুৎসিত রহিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রেমচক্ষে সকলের মুখ সুন্দর হইল। যদি এই সম্বন্ধ সাধন কর, যদি এইরূপে প্রেমদৃষ্টিতে তাকাইতে পার, তবে দেখিবে তোমার অত্যন্ত নিকটে সেই স্বর্গধাম,

সেই প্রেমধাম। একদিকে যেমন ঈশ্বর দর্শনেই মুক্তি, অন্যদিকে সেইরূপ ভাই ভগ্নী দর্শনেই মুক্তি। এই প্রেমদৃষ্টি আমাদের শাস্ত্র, ইহাই আমাদের স্বর্গ, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ।

বিধাতা পূজা—বিশেষ বিধান।

রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজ কাল বিধাতা পূজার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। জগতের সাধারণ ঈশ্বরের পূজা সকলেই করি, তাহাতে সুখ এবং পুণ্য উভয়ই আছে ; কিন্তু বিধাতা পূজা না করিলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ করা যায় না। সাধারণরূপে ঈশ্বর জগৎ পালন করিতেছেন ইহা সকলেই জানি ; কিন্তু তিনি আবার বিশেষরূপে প্রত্যেক জীবকে বল, জ্ঞান, পুণ্য, শান্তি বিধান করেন ইহা না বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্মের গভীর এবং উচ্চ ভাব সকল প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। আমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মপূজাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অতএব প্রত্যেকের জীবনে বিধাতা পুরুষ কেমন বিশেষ বিধান সকল প্রকাশ করিতেছেন তাহা না দেখিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় না। সাধারণ ঈশ্বরের পূজা এবং সাক্ষাৎ জীবন্ত বিধাতার পূজায় অনেক প্রভেদ। সকলেই আমাদের মধ্যে সাধারণ ঈশ্বরের পূজা করেন, এবং যাঁহারা তাঁহার বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক, প্রত্যেকেরই নিকট ঈশ্বরের বিশেষ বিধান আসিতেছে। প্রতি জীবের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর বিশেষরূপে

তাঁহার পরিত্রাণের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য যত ঘটনা হইয়াছে সমুদয় একত্র হইলে, সাধারণ ইতিহাস হয়, ইহা গ্রহণ করিলে মনুষ্য ধর্ম্মের প্রথম পরিচয় পায়; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মজীবন উন্নত হয় না। সাধারণ দূরস্থ ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া মনুষ্যের আত্মা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারে না। জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অতীত কালের ঈশ্বরকে বর্ত্তমান দেখিতে হইবে, দূরস্থ ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইবে। যিনি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের রাজা তাঁহারই হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রজাপালনের ভার ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। জগতের সাধারণ কার্য্যপ্রণালীতে যাঁহাকে সময়ে সময়ে দেখা হইত তাঁহাকে প্রতিদিন উজ্জ্বলরূপে নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় দেখিতে হইবে।

জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংস্থাপিত। যদিও পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রেই অনেক ভ্রম আছে; কিন্তু প্রথমতঃ যখন এক একটী ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হয়, তাহা চিরকালই কতকগুলি লোকের দ্বারা ঈশ্বরের হস্তরচিত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের দ্বারা সেই বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জগতের লোক তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে এইরূপে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা এক একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন। যখনই মঙ্গলময় বিধাতা দেখিলেন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমে নির্জ্জীব হইতে লাগিল, আর তাহাদের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তখনই জগতের পরিত্রাণের জন্য কতকগুলি অগ্নিময় শাস্ত্র দিয়া নূতন কতকগুলি সতেজ গুরু

প্রেরণ করিলেন; যখন তাহারাও পুরাতন হইল, আবার আর এক নূতন বিধান প্রেরিত হইল। পুনশ্চ যখন দেখিলেন তদ্দ্বারাও জগতের পরিত্রাণ হইল না, আবার আর এক বিশেষ বিধান প্রকাশ করিলেন, যাহারা সেই বিধান গ্রহণ করিল তাহারা আর একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় হইল। এইরূপে ক্রমাগত এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংগঠিত হইয়াছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে কেবল সাধারণ সৃষ্টি প্রণালীতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্যজাতির সমুদয় অভাব দূর হয় না; বিশেষ বিধান এবং বিশেষ আবশ্যকীয় বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ তাহা তৃপ্তিকর এবং পরিত্রাণপ্রদ।

যাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নাই, যিনি দূরে থাকেন, দেখা দেন না, কথা কন না; কিন্তু সাধারণ ভাবে সকলকে শাসন করেন, এমন ঈশ্বরকে কে চায়? মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃ নিকটস্থ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে চায়। যে পথে আলোক না হইলে একদিন চলে না, যে সাগরের ঢেউ দেখিয়া সর্ব্বদাই প্রাণ কাঁপিতেছে, সেখানে কেমন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি? সকল দেশের এবং সকল সময়ের লোকেরাই বিশেষ বিধানের জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে। কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রমান্ধ ব্যক্তিরাও তাহাদের কল্পিত বিশেষ বিশেষ জাগ্রত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া আসিতেছে, অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-প্রকৃতি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করে। মৃত নিদ্রিত কিম্বা দূরস্থ দেবতাকে লইয়া কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বর ছিলেন, অথবা কোন স্থানে লুক্কায়িত আছেন, ইহা তাঁহার সৃষ্টি-পুস্তক পড়িয়া

জানিতে পারি, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ভাবে আমার নিকটে আছেন, ইহা জানিতে হইলে তাঁহার বিধানে বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি এই আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তিনি এই আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছেন, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্ত তিনি এই বিশেষ ঘটনা প্রেরণ করিলেন, এ সমুদয় বিশ্বাস করিলেই তাঁহার বিধান গ্রহণ করা হয়। এই তাঁর বলে আমি বলী হইতেছি, তাঁর জ্ঞানে আমি জ্ঞানী হইতেছি, তাঁর পুণ্যে আমি পুণ্যবান্ হইতেছি, এবং তাঁর সুখে আমি সুখী হইতেছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই আমাদের পরিত্রাণ। ইহাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। যে শাস্ত্র কিম্বা যে ধর্ম্ম এই প্রকারে বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, তাহাই আমাদের শাস্ত্র, তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মদিগের সাক্ষাৎ গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ নাই।

এই বিশেষ প্রত্যক্ষ বিধানে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় ঈশ্বর যেন অনেক দূরে রহিয়াছেন, ইহার জন্ত দেশে দেশে যুগে যুগে মনুষ্য-সন্তান সকল ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। মূর্খ জগৎ জানে না যে ঈশ্বর চিরকালই নিকটে। নির্ব্বোধ মনুষ্য! যিনি কাছে বসিয়া আছেন তাঁহাকে নিকটে আনিবার জন্ত কি পত্র প্রেরণ করিবে? জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা কোন বিশেষ পুস্তকের মধ্য দিয়া তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম কোন পুস্তক কিম্বা, কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না; আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে চাই, এবং

প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের প্রিয়। কেন না আমরা বিশ্বাস করি, ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্ম ঈশ্বর স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।

অন্য ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এ সকল ঘটনার তুলনা হইতে পারে না। যে নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিত হয় এবং জনসমাজ অন্নে পরিপুষ্ট এবং জ্ঞানে উন্নত হয়, সেই সাধারণ নিয়ম প্রণালীতে সে সমুদয় ঘটিয়াছিল এবং সাধারণ ভাবে সে সমুদয় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঘটনা সকল সেরূপ নহে। সাধারণ ঘটনাবলীতে কেহই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না; কিন্তু জগৎ যখন দেখিতে পায়, একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্ম অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইল, তখন আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদয় অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহারা দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত জগতের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিশেষ বিধানের মধ্যেই কেবল তাঁহাকে আমরা বিধাতা বলিয়া পূজা করিতে পারি। যথা সময়ে ঈশ্বর-হস্ত-রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষ বিধান প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে যদি পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত বলিয়া পূজা করিলাম, তাহা হইলে অল্পবিশ্বাসী কিম্বা অবিশ্বাসী হইতে আমাদের অধিক প্রভেদ কি? যদি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বিশেষ বিধান গ্রহণ করিতেই হইবে। গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ করে। যতক্ষণ না এই দুই আশা পূর্ণ হয়, ততক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি জান না তোমাদের গুরু কে, এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু, এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র। যাহারা বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাচার্য্য, এবং প্রচারক হয়, তাঁহারা অল্পবিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাঁহারা যাঁহারা বলেন, এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলি কার্য্য করিতেছে। আবার বাহিরে দেখিতেছি, কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও মনুষ্য গুরু? না, আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাঁহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের একমাত্র শাস্ত্র। যে পরিমাণে মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলেন, সেই পরিমাণে তিনি আমাদের পরিত্রাণ-পথের সহায়; কিন্তু যে মুখের ভিতর হইতে ঈশ্বরের কথা না আসে তাহা গরল। ঈশ্বরের কথা না বলিয়া কেহ যদি আপনার কথা বলে তাহা আদৃত হইবে না। সেই পরমগুরু স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া যখন যাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই তাহার শাস্ত্র।

আমাদের গুরু স্বয়ং কথা বলিয়া প্রত্যেক শিষ্যকে উপদেশ দেন,

সংসার-রণক্ষেত্রে বল এবং উৎসাহ দেন, এইজন্যই আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। সংসারের কোলাহল মধ্যে আমাদের গুরু অতি গম্ভীর ভাবে কথা বলিয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন, তাঁহার এক একটী অগ্নিময় বাক্য আমাদের অন্তরের সকল প্রকার ভ্রান্তি এবং পাপ দগ্ধ করে। তাঁহার নিজের মুখের এক একটী বাক্য আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী জীবন্ত সত্য। অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই তিনি কথা বলিতেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাঁহার কথা শুনে না। মনুষ্যের অবিশ্বাসে তিনি দূরে, বিশ্বাসে তিনি নিকটে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের গুরু নিকটে কি না বল? নিকটে যদি গুরু না থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের প্রত্যেক কথা যদি ব্রহ্মের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্র-রচয়িতা। ধর্ম্মশাস্ত্র কি? যাহাতে ধর্ম্মজীবনের ঘটনা সকল বর্ণিত থাকে। কখন কিরূপে একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইল, এক সময়ে পাঁচটী লোক কিম্বা পাঁচটী পরিবার কিরূপে পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হইল, কিরূপে স্বার্থপর, অপ্রেমিক লোক দিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল, এ সকল ঘটনা যে পুস্তকে লিখিত হয়, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব আমাদেরও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, যদিও তাহা কোন মনুষ্যের হস্তে লেখে নাই; কিন্তু আমরা বিশ্বাস-চক্ষে তাহা পাঠ করিতেছি। এ সমুদয় ঘটনা লিপিবদ্ধ হইলেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এ চল্লিশ বৎসর যে সকল ঘটনা হইয়া গেল পৃথিবীর ভাষা কি সে সকল যথার্থরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে?

ঈশ্বরের অগ্নিময় সত্য সকল মনুষ্যের ভাষাকে দগ্ধ করে। বিধাতার জ্বলন্ত ঘটনা সকল মনুষ্যের সামান্য কথায় লেখা যায় না। যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ হয়। যখনই কোন বিপাকে পড়িয়া অন্ধকার দেখি, নিজের জীবনগ্রন্থে কিম্বা অন্যের জীবন-পুস্তকে, ঈশ্বরের সেই জীবন্ত সত্য সকল দেখিলেই আলোক এবং উৎসাহ পাই। চক্ষের সমক্ষে সেই গ্রন্থ রহিয়াছে, যখনই ইচ্ছা করি, তখনই পাঠ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আর আমাদের পক্ষে কি অধিক সৌভাগ্য হইতে পারে? তোমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়ে সে সকল ঘটনা মুদ্রিত রহিয়াছে; পাঠ করিবা মাত্র, স্পর্শ করিবা মাত্র দেখি জ্বলন্ত অগ্নির মত সে সকল ঘটনা অন্তরের সকল অন্ধকার এবং নিরাশা দূর করিয়া দেয়। জীবনপুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম ব্রহ্মকৃপায় একটী পাপী বাঁচিয়া গেল, পাঁচটী পরিবার এক হইল, উৎসবে শত শত পাপী একত্র হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে; এ সকল ঘটনা পাঠ করিবা মাত্র, আত্মা বিশ্বাস উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। ঈশ্বর যদি নিকটে গুরু হইয়া না আসিয়া থাকেন তবে কি আমাদের এ সকল কল্পনা, না স্বপ্ন? ব্রাহ্মগণ, যদি তোমরা বাস্তবিক ঘটনাপূর্ণ একটী পুস্তক না পাও, তবে তোমরা করিবে কি? এবং যদি জাগ্রত জীবন্ত গুরুকে না দেখিলে পাপ অন্ধকার হইতে বাঁচাইবে কে? এমন সুন্দর সত্য ঈশ্বর গুরু হইয়া আমাদের জীবনে লিখিয়া দিলেন, হতভাগ্য আমরা তাহা পাঠ করি না। তিনি ধন্য যিনি ইহা পড়িলেন! কি সকল ব্যাপার প্রতি বৎসর আমাদের মধ্যে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা অভ্রান্ত শাস্ত্র কি হইতে

পারে? যাহারা ইহা অবিশ্বাস করে তাহাদের পক্ষে আজ যাহা স্বর্গ, কাল তাহা নরক, আজ যাহা সত্য, কাল তাহা অসত্য। যখন সেই অভ্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে আসিয়া উপদেশ দিতেছেন তখন ব্রাহ্মসমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অভ্রান্ত বিধান। এস তবে সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিত হইয়া গুরুর সঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে তাঁহার কাছে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে শান্তি-নিকেতনে উপনীত হই।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ।

নবম সাম্বৎসরিক।

আশা-শাস্ত্র।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

জগতের সমস্ত অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন। জড়রাজ্যে যেমন পরিবর্ত্তন, সংসার এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন। জড়রাজ্যে যেমন অন্ধকারের পর আলোক, এবং আলোকের পর আবার অন্ধকার, সংসারেও সেইরূপ সম্পদের পর বিপদ এবং বিপদের পর সম্পদ, ক্রমাগত এইরূপ পরিবর্ত্তন। ইতিহাস মধ্যেও পাঠ করি, অমুক স্থানে এক রাজ্য উঠিল, কিছুদিন পর বিপ্লব

উপস্থিত হইয়া তাহার ধ্বংস হইল, এবং তাহার উপরে আর এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপে যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই পরিবর্ত্তন। কি জগতের সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনায়, কি প্রত্যেক জীবনে, সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি, এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশা স্থির থাকে! বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেবলই পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতেছি। এক শ্রেণীর লোক এ সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্ঞান হারাইতেছে এবং অবিশ্বাস ও নিরাশার কূপে পড়িতেছে। অপর শ্রেণীর লোক, যদিও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে অটল। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এত অবিশ্বাস এবং অস্থিরতা এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল ঘটনা সকল আলোচনা করাই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা কেবল এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সম্পদের পরে কেন বিপদ, যৌবনের পরে কেন বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়? ধনী কেন নির্ধন, সুস্থ কেন দুর্ব্বল, এবং ধার্ম্মিক কেন অধার্ম্মিক হয়? এ সকল প্রতিকূল পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিপূর্ণ, উদ্যমপূর্ণ যুবারা নিরাশ, নিস্তেজ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে।

আলোকের পর অন্ধকার হইল কেন, ক্রমাগত ইহা যে ভাবে, সে যে মরিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহারা অন্ধকার দেখে, তাহারা নিরাশার শাস্ত্র পাঠ করিবেই; কিন্তু যাঁহারা কেবল এই দেখেন যে, অন্ধকারের পর কিরূপে আলোক আসিল, যেখানে পাপের স্রোত চলিতেছিল, সেখানে কিরূপে পুণ্যনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে ব্যক্তি মহাপাপী ছিল, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল,

অভক্ত কিরূপে ভক্ত হইল, ঈশ্বরের আশা-শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্য যেমন আশার প্রচারক, রজনীর অন্ধকার তেমনই নিরাশার প্রচারক। কেবল অন্ধকারের দিক্ দেখিয়া কত বিশ্বাসী অল্পবিশ্বাসী হইল, তাহারা আপনারাও মরিল, আবার অন্যকেও মারিল, কেবল নিরাশার অন্ধকারে তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বিশ্বাস ভক্তিও বিলুপ্ত হইল। বন্ধুগণ, তোমরা যে অন্ধকারের দিক্ একেবারে দেখিবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এই বলিতেছি প্রতিকূল অনুকূল সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে হইবে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের ভিতরে তাঁহার আশা-শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে। সেই সকল লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় যাহারা কেবলই মন্দের দিক্ দেখে। ঈশ্বর যখন দয়া করিয়া নিজে স্বর্গে লইয়া যান, তখনও তাহারা কল্পনা দ্বারা সেখানেও নরক টানিয়া আনে। চারিদিকে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহারা এই কথা বলিবে, এইরূপ অনেক ব্যাপার দেখিয়াছি, এ সকল কিছুই স্থায়ী নহে।

এইরূপে বিশ্বাসরাজ্য হইতেও তাহারা অবিশ্বাসের কথা বাহির করে; কিন্তু বিশ্বাসীরা ইহার বিপরীত কথা বলেন। অত্যন্ত উন্নত সাধু ব্যক্তি ঘোর পাপে কলঙ্কিত হইল, কিম্বা কোন প্রচারক প্রচার-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইল, এ সমুদয় ভয়ানক হৃদয়-বিদারক ব্যাপার হইতেও বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের করুণা-শাস্ত্র পাঠ করেন। কণ্টকের উপরে যে গোলাপ পুষ্প তাঁহারা কেবল তাহাই গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের দুর্জ্জয় কৃপাবলে আবার কখন তাহাদের ভাল পরিবর্ত্তন হইবে, বিশ্বাসীরা

কেবল তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; এজন্য ঘোর বিপদও তাঁহাদিগকে ভীত এবং নিরাশ করিতে পারে না। চিরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃকালের উজ্জ্বল জীবন্ত আশার শাস্ত্র; এবং অবিশ্বাসীদিগের পক্ষে সায়ংকালের অন্ধকারপূর্ণ নিরাশার শাস্ত্র। সায়ংকাল যাহাদের গুরু, তাহাদের উৎসাহ বল নিশ্চয়ই দিন দিন ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু প্রাতঃকাল যাঁহাদের গুরু সহায় এবং নেতা, তাঁহারা নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখিতে পান। যাঁহারা কেবল এই দেখেন, রাত্রির পর দিন আসিবেই, দুঃখের পর সুখ আসিবেই, বিপদের পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবর্ত্তনেই তাঁহাদের মৃত্যু নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও তাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশাকে অবিচলিত রাখেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন এই পরিবর্ত্তনপূর্ণ প্রতিকূল ঘটনাবলির মধ্যেও আশার শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বিশেষ বিধানে বিশ্বাস।

সায়ংকাল, রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক;

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীতে কেবল ঐশ্বর্য্য সম্পদ থাকিলেই যে তাহার প্রতি আমরা অনুরাগী হই তাহা নহে। নেত্রপাত করিলেই চারিদিকে ঈশ্বরের বিপুল ঐশ্বর্য্য আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করে; কিন্তু এ সমুদয়

ধন কি আমার বলিয়া মনে হয়? ধন যদি পরের হয় তাহাতে কি কাহারও অনুরাগ হয়? ধন নিজের হইলেই তাহার মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি হয়, সেই ধন আবার পরের হইলেই তাহার মূল্য অল্প হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। ঈশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ইহা আমার জন্য করিয়াছেন, এ প্রকার বিশ্বাস করিতে না পারি, ততক্ষণ ইহাতে আমার কি? সেইরূপ ঈশ্বর যে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া মনুষ্যদিগের কল্যাণের জন্য বিবিধ ধর্ম্মনিয়ম স্থাপন করিতেছেন, সে সকল আমার জন্য করিতেছেন, তাহা যদি বুঝিতে না পারি তাহার প্রতি আমার কেন অনুরাগ হইবে? মানিলাম সাধারণের উপকারের জন্য ঈশ্বর ব্যস্ত রহিয়াছেন, জানিলাম তিনি জগতের প্রতি বড় দয়াময়, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না; কিন্তু যখন দেখিলাম, যিনি এত বড় জগৎকে পালন করিতেছেন, তিনি আমার জন্য ব্যস্ত, তখন হৃদয়ের অনুরাগ সবেগে আপনা আপনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। অতএব ঈশ্বর যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, এ সমুদয় সাধারণ মনুষ্যের জন্য, না আমার জন্য? যে পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয় সে পর্য্যন্ত কাহারও মনে তাঁহার প্রতি যথার্থ অনুরাগ হয় না।

ঈশ্বরের এই বিশেষ বিধানে বিশ্বাসের উপর জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ভক্ত মাত্রেই এইরূপে বিশেষ বিধানের দ্বারা দূর হইতে ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া আপনার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল বিধান হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর জন্য, এ কথা বলিলে ভক্তের

প্রাণ তুষ্ট হয় না; কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর যাহা করিতেছেন সকলই তাঁহার জন্য, তখনই তাঁহার হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়। নতুবা পরের সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিলেন, পরের জন্য তিনি মঙ্গল বিধান করিলেন, পরের চক্ষু তাঁহার সুন্দর মুখ দেখিল তাহাতে আমার কি? ঈশ্বরকে এইরূপে বাহিরে বাহিরে রাখিয়া কেহই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না। ব্রাহ্ম হইলেই যে ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগ হয় তাহা নহে। ঈশ্বর আমাকে দুঃখী জানিয়া, দয়া করিয়া, অমৃত মাখিয়া, আমার হস্তে এই বিধান পাঠাইলেন। এইরূপে নিজের বলিয়া দেখিলে কিম্বা আপনার সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করিলে, যেমন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। চন্দ্র সূর্য্য যে এত সাধারণ এবং দূরের বস্তু, আমি যে এই তৃণ-তুল্য ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বর আমাকে আলোক দিবার জন্য সেই উচ্চ আকাশে ঐ বড় বড় পদার্থদ্বয় সৃজন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে মন কেমন প্রফুল্ল হয়। ঈশ্বর, যিনি এত বড় রাজ্যের বিধাতা, আমি যে একজন ক্ষুদ্রতম প্রজা, আমাকেও তাঁহার স্মরণ আছে, আমার নাম লইয়া তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে বলিয়া দিতেছেন, আমার অমুক সন্তানকে তোমার জ্যোতি দাও। যখন অন্তরে এই বিশ্বাস আসিল, তখন সমুদয় ব্যাপারের ভাবান্তর হইল, সাধারণ বিশেষ হইল, দূর নিকট হইল।

ঈশ্বর যে কেবল সাধারণরূপে সৃজন করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার এক একটী পদার্থ প্রত্যেক ক্ষুদ্র কীটের জন্য। যখন দেখিতে পাই, আমাদের প্রতিজনের উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আপনা আপনি হৃদয়ের গভীরতম অনুরাগ প্রধাবিত

হয়। রাজা যদি সাধারণ ভাবে আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অন্তরে তেমন অনুরাগ হয় না ; কিন্তু যখন দেখা যায় তাঁহার হস্তে এত বড় রাজ্যের ভার, তিনি এক একটী দুঃখী প্রজার দুঃখ দূর করিবার জন্য বিশেষরূপে ব্যস্ত, তখন সহজেই তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের গভীর এবং প্রগাঢ় রাজভক্তি হয়। সেইরূপ যখন দেখি যিনি বিশ্বরাজ্যের রাজা, অসংখ্য অগণ্য প্রজাদিগের জন্য যাঁহার ভাবিতে হয়, তিনি আমার জন্য এত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন, আমার সুখের জন্য প্রকৃতিকে এত মধুময় করিলেন, আমার জন্য সুশীতল সমীরণ পাঠাইলেন, আমার জন্য চন্দ্র সূর্য্য নির্ম্মাণ করিলেন, তখন মন স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হয়। তখন ঈশ্বর এবং আমার মধ্যে যে পূর্ব্বে ভয়ানক ব্যবধান ছিল, আর তাহা দৃষ্ট হয় না। যেমন জড়রাজ্য সম্পর্কে, তেমনই ধর্ম্মরাজ্য সম্পর্কে। জড়রাজ্যের এক একটী পদার্থ এবং এক একটী ঘটনায় ঈশ্বরের বিশেষ দয়া দেখিলে যেমন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যের বিধানের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ কৃপা অনুভব করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। যতবার ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমারই জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে ঋষিরা ব্রহ্মনাম গান করিয়া হিমালয় কাঁপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, অমুক শুষ্ক দেশ যে তিনি ভক্তিস্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদয় আমারই জন্য। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা

আমারই জন্য। এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ।

আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদয় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকজন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটী লোক যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এইজন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদয় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদয় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহাদের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাঁহারা আছেন। যখন তাঁহারা সৃজিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তখনই তাঁহাদের ভিতরে আমাদিগকে রাখিয়াছিলেন, নতুবা আমরা তাঁহাদিগকে প্রেম দান করিব কেন? অতএব যদি বঙ্গদেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, যদি পাপ-নদীর ভয়ানক স্রোত আসিয়া ইহাতে যাহা কিছু ঈশ্বরের সত্তা এবং পবিত্রতা ছিল সব লইয়া যায়, যদি এই স্থানে যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল ইহার চিহ্নমাত্র না থাকে, তথাপি আমাদের অনন্তকালের ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের বিনাশ নাই। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, এইজন্যই তাঁহাদিগকে ভক্তিভাজন জানিয়া আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন।

কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদয় আপনার হয়। সমুদয় আপনার হইলে যে কি হয়, জগৎ তাহা অদ্যাবধি সম্যক্‌রূপে জানে নাই। সমুদয় একত্র হইবা মাত্র প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি দ্বারা এখন যাঁহারা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় একত্র হইলে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বল হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা যদি কতকগুলি মতের ধর্ম্ম হইত, ইহা কেবল জ্ঞানীদের হইত, মূর্খেরা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় ইহা ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সুখী দুঃখী সকলেরই জন্য। ইহা জ্বলন্ত অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বিক্রমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরাক্রম এবং দুর্জ্জয় প্রতাপে সকলেই পরাস্ত হইতেছে, এই অগ্নির দ্বারা তোমাদের এবং আমাদের সকলেরই জীবন পরিষ্কৃত হইবে। ঈশ্বর হইতে এই অগ্নি আসিয়াছে, আমাদের সকলের হৃদয়ে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তোমরা কি ইহার উত্তাপ এবং পরাক্রম দেখিতেছ না? কেবল মত সাধন করিলে ধর্ম্মসাধন হয় না। পৃথিবী এতকাল ইহা করিয়াছে এবং এইজন্যই মরিয়াছে। আর আমরা ইহা করিব না, এইজন্যই ঈশ্বর এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন।

জগতের পরিত্রাণের জন্ম যত বিধান হইয়াছে, সমুদয় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটী বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের, এবং কোটী বৎসর পরে যাহা হইবে তাহাও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের। আমরা যেমন ইহার অগ্নি-সংস্কারে পরিষ্কৃত হইতেছি, আমাদের কোটী কোটী বৎসর পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও ইহারই দ্বারা সংশোধিত হইবেন। ইহা কেবল বঙ্গদেশের কতক-গুলি সামান্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য আসে নাই; কিন্তু ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিত্রাণের জন্ম আসিয়াছে; অন্যদিকে ইহা তেমনই সত্য যে, ইহা আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছে। আমাকে বাঁচাইবার জন্য ঈশ্বর দূর হইতে নিকটে আসিয়া আমার হস্তে তাঁহার এত বড় ধর্ম্ম দিলেন। দুঃখী দেখিয়া, অমিয় মাখিয়া, আমার নামে পত্র লিখিয়া, তাহাতে তাঁহার দয়াল নাম লিখিয়া দিলেন। আমাকে ক্ষুদ্র জানিয়াও এত দয়া করিলেন, ইহা দেখিলে কাহার হৃদয় না তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়? ইহাই পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকার এই বিশ্বাস সাধন করা কর্ত্তব্য।

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত তুমি জগতের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া যে, এত বিধান করিলে তাহা কি আমার পরিত্রাণের জন্ম? তুমি সকলের প্রভু, সকলের রাজা, সাধারণরূপে সকলের মঙ্গল করিতেছ, আমি কেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব, আর যে তোমাকে এই নিদারুণ কথা বলিতে পারি না। তুমি যে দেখাইয়া দিলে আমাদের প্রতিজনের জন্ম তুমি ব্যস্ত,

এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিজনের নিগূঢ় সম্পর্ক এই ত জান; চন্দ্র সূর্য্য তোমার ভৃত্য, বায়ু, নদ নদী তোমার দাস, আমি কোথাকার কে? আমার জন্য তুমি এত করিলে? তোমার বিধান আমার নিজস্ব ধন, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি এত করিলে। এস পিতা! তুমি যে দিন দিন নিকটস্থ হইলে, আরও নিকট হইবে, মনে মনে আশা হইতেছে। তুমি যে আমারই জন্য এবং এই কয়েকটী গরিব দুঃখীকে বাঁচাইবার জন্য এত করিতেছ। এত ভালবাস আমাদিগকে যে বাছিয়া বাছিয়া স্বর্গের রত্ন হস্তে লইয়া লুকাইয়া আমাদের ঘরে আসিয়া থাক। আমরা তোমার অসাধু অবাধ্য সন্তান, তোমাকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম অনুরাগ দিই না। দীননাথ! হৃদয়ের প্রেম-ভক্তি-ফুল নিজ হস্তে তুলিয়া লও, দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই। দেখ! এখন কি তুমি নিদ্রিত, না সাধারণ ভাবে কাজ করিতেছ? এখন যে দিন দিন কাছে আসিতেছ, আর বুঝি তোমাকে দূরস্থ দেবতা বলিয়া পূজা করিতে পারিব না, আর নীরস শুষ্ক ভাবে তোমাকে ডাকিতে পারিব না। সমস্ত পৃথিবীর লোকদিগকে পরলোকবাসী সমুদয় সাধুদিগকেও আমাদের আপনার করিয়া দিলে। ভবিষ্যতে আরও প্রেম দিয়া আমাদিগকে কিনিবার জন্য কতই করিবে। বুঝিতেছি আমরা তোমাকে খুব ভালবাসিতে পারিব, সকল বিধানে তোমার মধুময় প্রেমের সম্পর্ক বুঝিতে পারিব, নতুবা বিধানকে এত নিকটবর্ত্তী দেখাইয়া দিতেছ কেন। নাও, পিতা! ব্রাহ্মসমাজের ভার নাও। অনেক পাপী তাপী কাঁদিতেছে সকলকে বাঁচাও। যদি এ সমুদয় বিধানের এই অর্থ হয় যে, আমরা পরিত্রাণ পাইব, তাহা হইলে, হে করুণাসিন্ধু! শীঘ্র তোমার ইচ্ছা

সুসিদ্ধ কর। আর যেন আমরা তোমার অবাধ্য অবিশ্বাসী না হই। এবার হইতে যেন তোমার বিধানের অনুগত হইয়া তোমাকে বিশেষ প্রেম অনুরাগ দিতে পারি। তোমার বিশ্বাসী দাস দাসী হইয়া পাপ কলঙ্ক ছাড়িব। সকলে মিলে তোমার বিধানের অধীন হইয়া সুখী হইব। এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ। *

রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ২২শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবী একটী চিরস্থায়ী রণক্ষেত্র। মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধের দুইটী স্থান। একটী মনুষ্যের নিজের হৃদয় মধ্যে, অন্যটী সমস্ত জনসমাজ মধ্যে। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয় মধ্যে পাপ কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের নিকট স্বাধীনতা লাভ করিয়া মনুষ্য তাঁহারই সঙ্গে বারম্বার যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যত প্রকার অস্ত্র এবং যত প্রকার কৌশলের আবশ্যক মনুষ্যসন্তান সেই সমুদয় অস্ত্র নির্ম্মাণ করিল এবং সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগ করিল। পুরাতন অস্ত্র ভগ্ন হইল, আবার নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, পুরাতন কৌশল বিফল হইল, নূতন কৌশল অবলম্বিত হইল, এইরূপে অস্ত্রের পর অস্ত্র এবং কৌশলের পর কৌশল নির্ম্মিত এবং আবিষ্কৃত হইল ; কিন্তু ঈশ্বরের দুর্জ্জয় বলে মনুষ্যের সমুদয় অস্ত্র এবং সমুদয় কৌশল পরাস্ত হইল, তথাপি মনুষ্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইল না। কিসের জন্য

মনুষ্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল? যে দিন হইতে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘন করিল, সেই দিন হইতেই এই যুদ্ধের আরম্ভ এবং সেই দিন হইতেই তাহার পতন, অধোগতি এবং সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইল। মনুষ্য একাকী যখন ঈশ্বরকে সংগ্রামে আনিয়া পরাস্ত করিতে পারিল না, তখন আবার তাহার পাঁচজন ভাই ভগ্নীকে ডাকিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিল, পাঁচজনের বল যখন পরাস্ত হইল, পঞ্চাশ জনকে ডাকিল, পঞ্চাশ জনও যখন কিছুই করিতে পারিল না, নগরের সকলকে ডাকিল, এবং একটী নগর যখন পরাস্ত হইল, চল্লিশটী নগর একত্র হইল; যে কোন মতে হউক, ঈশ্বরকে হারাতেই হইবে।

এইজন্যই পৃথিবী এতকাল পাপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এমন যে দুর্জ্জয় ঈশ্বর তাঁহাকে পরাস্ত করিতে হইবে, এইজন্য বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এবং চারিদিকে দাবানলের ন্যায় এই যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জীবনে এবং সমস্ত জনসমাজে আমরা এই যুদ্ধের অনল দেখিতেছি। কিন্তু একদিকে যেমন প্রত্যেক মনুষ্য এবং সমস্ত জনসমাজ দলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, এবং সামাজিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আবার যুদ্ধ নিবারণের জন্য স্বর্গ হইতে ঈশ্বর এক দুর্জ্জয় স্রোত প্রেরণ করিতেছেন। পৃথিবীতে যখন যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখনই স্বর্গ হইতে বারিবাণ সকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্যসন্তানগণ যখন ঘোর ঘটা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখনই ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে স্বর্গরাজ্য

স্থাপন করিবার জন্ত যত অস্ত্র এবং কৌশলের প্রয়োজন, সমুদয় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যদি ঈশ্বর এবং পরস্পরের শত্রু না হইত, স্বর্গরাজ্যের কথা শুনিতাম না, কেন না তাহা হইলে জন্মাবধি সে স্বর্গরাজ্যে থাকিত। ঈশ্বর দেখিলেন যে, মনুষ্য একাকী এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এইজন্ত তিনি এই দুই প্রকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্ত প্রত্যেক হৃদয়ে এবং প্রতি জনসমাজে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন কেবল যে একজন তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত জনসমাজ একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে; প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমস্ত জনসমাজ হইতে কুসংস্কার অপবিত্রতা দূর করিবার জন্ত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন সহস্র সহস্র লোক যুদ্ধ করিতেছে, তখন এক একটী মনুষ্যকে পরাস্ত করিলে চলিবে না, এইজন্য ঈশ্বর যুগে যুগে দেশে দেশে জনসমাজকে জয় করিয়া, সত্য এবং পুণ্যকে রাক্ষা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে এক একজন ক্ষুদ্র সেনাপতির অধীন করিয়া, দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সৈনাদল লইয়া, নিজ নিজ আলোক এবং ক্ষমতানুসারে জগতের অসত্য পাপ বিনাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রে যেমন কতকগুলি ভ্রম এবং পাপ দূর হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সত্য এবং পুণ্যের বিনাশ হইল। তাহাদের যুদ্ধে পৃথিবীর পাপ অসত্য একেবারে বিনষ্ট হইল না। এইজন্ত আর একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইল, ঈশ্বর তাহাদিগকে দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া এবং তাহাদিগকে দুর্জ্জয় অস্ত্র সকল দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইলেন।

তাহাদেরও জয় হইল, তাহাদের যত্নে পৃথিবী হইতে আরও কতকগুলি পাপ অসত্য চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের দ্বারাও সম্যক্‌রূপে সত্যের জয় হইল না, আবার নূতন দলের আবশ্যক হইল, আবার নূতন দল আসিল, এইরূপে যুগে যুগে দেশে দেশে নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আসিল, এবং অনেক যুদ্ধ হইল। কখনও সত্যের জয়, কখনও সত্যের বিনাশ হইল। মনুষ্যের দ্বারা মনুষ্যকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, এইজন্য মনুষ্যের হস্তেই যুদ্ধের ভার রাখিলেন, সুতরাং মনুষ্যের অপূর্ণতা ও কুটিল অভিসন্ধি দ্বারা স্বর্গের সত্য এবং স্বর্গের পবিত্রতা অনেক সময় অন্ধকার এবং পাপের মধ্যে জড়িত রহিল।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এক স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেছি, মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি পৃথিবীতে যত দল হইয়াছে, সমুদয় দল আমাদিগেরই ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। সমুদয় ধর্ম্ম-যুদ্ধের নেতা আমাদেরই, সমুদয় ধর্ম্মবীর আমাদিগেরই জন্য পৃথিবীতে তাঁহাদিগের রক্ত দান করিয়া গিয়াছেন। জগতের সমুদয় বিধান আমাদেরই বিধান। কোন শাস্ত্র, কোন একটী ঋষি, কোন একটী সাধু আমাদের বিধানের বহির্ভূত নহে। সকলে আপনার আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র আনিল, ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে সত্যের জয় হইবেই হইবে। যত সত্য প্রচার হইয়াছে, পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাত্মা এবং মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেই আমাদের। ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্তেরা ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রেম প্রচার করিবার জন্য যত রক্ত দিয়াছেন, সমুদয় আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছে। যতই দুষ্ট পৃথিবী তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছে, অগ্নিতে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে,

তাঁহাদের রক্ত বিন্দু বিন্দু পড়িয়া ততই পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিয়াছে। সেই পৃথিবীজাত শস্য ভোগ করিয়া জগৎ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে সেই রক্ত হইতেই প্রচুর পরিমাণে ফল ফুল বাহির হইতেছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, ধর্ম্মযুদ্ধে শত সহস্র লোকের রক্তপাত হইল; কিন্তু তাঁহাদের সকলের রক্ত যখন একটী স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে লাগিল, তখন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রক্ত একই প্রকৃতি হইয়া গেল, তখন আর কেহ বলিতে পারিল না, অমুক ব্যক্তির এই রক্ত। সেইরূপ জগতের সমুদয় সাধু মহর্ষিরা ঈশ্বরের যত শক্তি যত জ্ঞান যত প্রেম এবং যত পুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন সমুদয় একত্র হইয়া একটী নদীর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। কোন্ সত্য কোন্ মহর্ষি প্রচার করিয়াছেন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সমুদয় এক হইয়াছে, দুই জনের, কিম্বা সহস্র জনের, সত্য প্রেম এবং পুণ্য সকলই এক হইয়াছে, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহারা বিভিন্ন ছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি সকলেই এক হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের সমস্ত বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য একত্র হইয়া একটী রক্তের নদীর ন্যায় আমাদের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম সেই রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছেন। সেই নদী হইতে এক ফোঁটা রক্ত লইয়া অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, তাহার মধ্যে জগতের সমুদয় সত্য-পরায়ণ সাধুরা সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। প্রত্যেক সত্য-বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেরই জীবন গ্রথিত রহিয়াছে।

আমাদের দয়াময় ঈশ্বর সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে তাঁহার যত সাধু

পুত্র মরিতেছে সকলের রক্তে সত্যের জয় হইতেছে। তিনি ব্রাহ্ম নহেন, যিনি বলেন অমুক ধর্ম্মসম্প্রদায়, অমুক বিধান, অমুক শাস্ত্র আমার নহে। পৃথিবী যত সত্য প্রচার করিয়াছে সমুদয় ব্রাহ্মদিগের। আমাদের নিকট, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য নানক ইত্যাদি পাঁচ জন কিম্বা দশ জন সাধু নাই; কিন্তু জগতের সকল সাধুই আমাদের চক্ষে এক। আমাদের নিকট সকল বিধান এক বিধান। সকল বিধানের সমুদয় সত্য, এবং সমুদয় সাধুদিগের সমস্ত রক্ত একত্র হইয়া এক নদী চলিতেছে। কোথাও কলহ বিবাদ নাই। যাঁহারা যে পরিমাণে এক ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রেম পুণ্য প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা সে পরিমাণে আমাদের। এখন প্রেমরাজ্যের সময়, সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় বিনষ্ট হইয়া এখন এক পরিবার হইবার সময়। এখন আর তোমার এই ধর্ম্ম, আমার এই ধর্ম্ম, এ সকল বিবাদের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। একটী সাধু-বাক্য এবং একটী সাধু-কার্য্যের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সাধুদিগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কাহাকে আর তবে শত্রু বলিব?

ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নিকট সেই পুস্তক খুলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত রহিয়াছে। সেই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, ক্রমাগত যুদ্ধ। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, সমুদয়ই যুদ্ধ শাস্ত্র; কিন্তু সমুদয়ই এক শাস্ত্র। বিশ্বাস-চক্ষে পাঠ করিয়া দেখ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিবাদ নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাসী এবং প্রেমিক সন্তানগণ, কুশল-প্রিয়, প্রেম-প্রিয়। প্রেমের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের এই পুস্তক এখনও শেষ হয় নাই। ঈশ্বর ইহাতে

আরও পরিচ্ছেদ লিখিবেন অনন্তকাল লিখিবেন, কখনও ভাবিও না ইহার শেষ হইবে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় পরিচ্ছেদের মিলন আছে। প্রত্যেক সত্যের ভিতরে আবার সমুদয় সত্য সম্মিলিত। খৃষ্ট, চৈতন্ত ভিন্ন নহে; কিন্তু প্রত্যেক সাধুর মধ্যে কি মুক্তিশাস্ত্রের রীতি, কি বিশ্বাসের রীতি, কি প্রেম ক্ষমার রীতি, কি ধ্যানের রীতি সমুদয়ের একতা রহিয়াছে। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখ দেখিবে সমুদয় সাধু এবং সমুদয় ঋষিদিগের নাম প্রত্যেক সত্যের মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। সকলেই সেই একই জ্ঞান, একই প্রেম এবং একই পুণ্য-পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যে সাধু কিম্বা যে সৈন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করি দেখি সকলেই আমাদের। সকলেই আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিধান আমাদের বিধানের সহায়তা করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মসমাজের বিধান! আমরা পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মনেতাদিগকে বলিতে পারি তোমরা আমাদেরই, কেন না তোমরা আমাদেরই পিতার কার্য্য করিয়াছ; আমাদেরই পিতার সত্য প্রচার করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ।

হে ঈশ্বর! কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের চক্ষের কাছে ধরিয়াছ, কিন্তু হতভাগ্য আমরা, ভাল করিয়া তোমার শাস্ত্র পড়িলাম না। জানি না যে আমাদের ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম, তাই মনে করি আমরা মরিলে, বুঝি আমাদের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তুমি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতেছ, ইহা ভাবিলে যে হৃদয় প্রশস্ত হয়। প্রেমসিন্ধু! দেখিলাম তোমার বলে সমুদয় ধর্ম্মের মীমাংসা হইল, বিবাদ রহিল না, সমুদয় সত্যের মিলন হইল। তোমার সমুদয় সাধুদিগকে যেন হৃদয়ের ভিতরে স্থান

দিতে পারি। তুমি যে দয়াময়! আমাদিগকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর! সমুদয় বিধান হাতে লইয়া তুমি আমাদের কাছে আসিয়াছ। তুমি অনন্তকালের দেবতা। তোমার পদতলে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ নহে; কিন্তু শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে। তোমার সমুদয় সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি আসিয়াছ, সকলই আমাদের জন্য করিয়াছ। কৃপাসিন্ধু! তুমি জগতের রাজা হইয়া আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিতেছ। কেমন করিয়া তোমার দয়া ভুলিব? এত বড় ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের কাছে ধরিলে। দেশ বিদেশের এবং সকল সময়ের সাধু আত্মাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করিব। পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে আমাদের হৃদয়ে আসিতে দাও। সকলকে এই বর্ত্তমান বিধানের অনুকূল কর।

বিধাতা—বিশেষ বিধান। *

রবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

নূতন বিধান আসিয়াছে, নূতন বিধান আসিয়াছে, এই সংবাদ যখনই জগতে প্রচারিত হয়, তখনই ইহা বিশ্বাস-কর্ণে যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা নূতন আশা এবং নূতন উৎসাহে জাগ্রত হইয়া উঠে। যেমন স্বর্গের এই নূতন সংবাদে মনুষ্যের মন সচকিত হয়, তেমনই আবার তাহার হৃদয় নব অনুরাগ এবং নব উদ্যমে পরিপূর্ণ হয়। ইহার নিগূঢ় কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, নূতন বিধান আসিলেই ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এক প্রকার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত

হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, মনুষ্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্ট জীব জন্তু বাস করিত, পরে ক্রমে ক্রমে যখন পৃথিবী মনুষ্যের বাসের উপযুক্ত হইল, তখনই পৃথিবীতে মনুষ্যের সৃষ্টি হইল। জীব জন্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের এক প্রকার সম্বন্ধ, মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহার অন্য প্রকার সম্বন্ধ। ইহা সত্য যে, সেই নিকৃষ্ট প্রাণীদের সঙ্গেও ঈশ্বর প্রাণরূপে সম্বদ্ধ ছিলেন, এবং তাহাদের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনের মধ্যেও তিনি বুদ্ধি বল এবং স্নেহরস প্রেরণ করিতেন; কিন্তু যখন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বুঝাইবার আবশ্যকতা হইল, তখন পৃথিবীতে তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অতি উচ্চ, মধুর, পবিত্র, ইহা যথার্থ। যতবার আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি, ততবারই আমরা অন্তরে গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। আবার মহাপাপী হইয়া ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলে অন্তরে কত আশা এবং কত সুখ হয়, তাহাও আমরা বুঝিয়াছি। যখনই দেখিয়াছি, স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর এই অস্পৃশ্য নরাধম মনুষ্যের মুখচুম্বন করিলেন, পাপীকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখনই প্রাণ মিষ্টতা-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু এ সকল মিষ্টতা আস্বাদ করিয়া এখন মনে হইতেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর, এবং মধুরতর সম্বন্ধ আছে। পাপীদের সাহস এবং স্পর্দ্ধা কত, যখন তাহাদের মুখ হইতে এই সকল কথা বিনিঃসৃত হয়। এই উচ্চতর সম্পর্ক কি তোমরা বুঝিয়াছ?

যখন বিধাতা বলিয়া ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন, তখনই বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের নিকট ইহা প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিধানের সম্বন্ধে বিধাতার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া অপেক্ষা মিষ্টতর আর সম্পর্ক নাই।

পিতা পুত্রের সম্পর্ক মিষ্ট; কিন্তু পিতা আর কুপুত্রের সম্বন্ধ কি ঠিক নহে? ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের কখন এই উচ্চতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? যখন মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেই মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবের সৃষ্টি হয়। সেই জীব কি? বিধানের দাস। সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে; কিন্তু যাঁহারা বিশেষ বিধানের অন্তর্গত তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অন্য প্রকার সম্বন্ধ। একই ঈশ্বরের দয়া সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ ভাবে, কখনও বৃষ্টিরূপে, এবং কখনও কিরণরূপে আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিস্তীর্ণ মহাসাগর পৃথিবীকে দুই খণ্ড করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ যাহারা বিশেষ বিধানের অনুগত নহে, তাহারাও ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। মনুষ্যেরা অজ্ঞাতসারে চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি জড় বস্তুর ন্যায় কেবল সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, কেবল যে পৃথিবী কতকগুলি নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর আবাস স্থান হইবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাঁহার ইচ্ছা যে, পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে, তাঁহার পুত্র কন্যারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার কার্য্য করিবে।

এইজন্য তিনি যাহাদিগকে লইয়া সেই স্বর্গের দাস দাসীর পরিবার সৃষ্টি করিবেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাঁহার বিশেষ বিধানের মধ্যে আনিতেছেন। তাঁহার বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিতেছেন। স্বর্গীয় যন্ত্রীর হস্তে যাহারা যন্ত্রস্বরূপ হইবে, তাহারা নিয়োগ-পত্র পাইতেছে। কে কোথায় ছিল, কেহ জানিত না; একজন পূর্ব্ব দিকে, অন্য জন পশ্চিম দিকে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর আপনার লোকদিগকে বাছিয়া

যখন এক স্থানে আনিলেন, যখন তাহারা একত্র কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা এক হইয়া গেল। এইরূপে যদ্দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে, পৃথিবীতে বারম্বার সেইরূপ বিশেষ বিধান হইয়া আসিতেছে। যিনি চন্দ্র সূর্য্যকে সাধারণরূপে তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ মনুষ্য তাঁহার বিশেষ বিধানের অনুবর্ত্তী হয়। আমরা ঈশ্বরের নিকট শুনিয়াছি, এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার বিশেষ বিধান। ইহা যদি তাঁহার বিশেষ বিধান না হইত, ইহা দ্বারা কেহই স্বর্গ লাভ করিতে পারিত না, এবং কোন পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ইহাতে যোগ দিত না।

ঈশ্বরের বিশেষ ব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহার চিহ্নিত ভৃত্য হইব, এই আশা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। "তুমি আমার চিহ্নিত পুত্র, তুমি আমার চিহ্নিত ক্রীতদাস" ঈশ্বরের মুখে যিনি এই কথা না শুনেন, আমরা তাঁহাকে বিশেষ বিধানের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, এবং পরোপকারী ধার্ম্মিক বলিয়া পৃথিবীর চক্ষে বড় হইতে পারে; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের নিকট চিহ্নিত বলিয়া গৃহীত কি না, পরিত্রাণ-রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন কি না, সেই জগদ্‌গুরু ঈশ্বরের নিকট গুরুমন্ত্র লাভ করিয়াছেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষ বিধানের সময়ে কতকগুলি লোক ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষরূপে গৃহীত, এবং চিহ্নিত হয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকের অনিষ্ট এবং জগতে অনেক উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি লোক যে "চিহ্নিত" ইহা কিরূপে জানিব? যখন দেখিব যে, ঈশ্বর এক একজনের নাম ধরিয়া ডাকিয়া প্রত্যেককে এক একটী বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছেন। যদি

ঈশ্বরের চিহ্নিত দাস বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে ভাই, তোমাকে দেখাইতে হইবে যে, তুমি ঈশ্বরের নিয়োগ-পত্র পাইয়াছ, নতুবা তুমি আজ প্রচারক, কাল যে প্রবঞ্চক না হইবে, কে বলিল ? যতক্ষণ চিরজীবনের জন্য নিয়োগ-পত্র পাইয়াছ দেখিতে না পাই, ততক্ষণ কিরূপে তোমাকে বিশ্বাস করিব ?

কেহ বলিতে পারেন, আচার্য্য হওয়া আমার বিশেষ কার্য্য, কেহ বলিতে পারেন, পুস্তক রচনা করা আমার বিশেষ ব্রত, কেহ বলিতে পারেন পরিবার সংগঠনের ভার আমার হস্তে ; কেহ বলিতে পারেন, বিদ্যালয় রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, কেহ বলিতে পারেন, ঔষধালয় স্থাপন করিয়া লোকের রোগ মুক্ত করা আমার কার্য্য, কেহ বলিতে পারেন, যাহাতে রাজা প্রজার মধ্যে কুশল বিস্তার হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের কথা বলিতে পারেন ; কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের নিয়োগ-পত্রের চিহ্ন দেখিব, ততক্ষণ আমরা এ সকল কিছুই বিশ্বাস করিব না। সকলেই জগতের উপকার করিতেছ ; কিন্তু যতক্ষণ না ঈশ্বরের নিয়োগ-পত্র পাইয়াছ, ততক্ষণ তোমরা কি জান তাহা কাহার কার্য্য ? যতক্ষণ না তোমরা ঈশ্বরের হস্ত হইতে কার্য্য-ভার পাইয়াছ, ততক্ষণ তোমাদিগকে বিধানের লোক বলিয়া কিরূপে মানিব ? আমরা বিধানের লোক কি না, ইহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কেন না, এমন বিধাতার সঙ্গে বিশেষ বিধানের সম্পর্কে সম্বদ্ধ না হইলে, আমাদের নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের কুপুত্র হইয়া জীবন ক্ষয় করিয়াছি। এখন ঈশ্বরের নিকট আমরা এই ভিক্ষা চাই যে,

তিনি বিধাতা হইয়া বলুন, আমরা চিরদিনের জন্ত তাঁহারই চিহ্নিত দাস দাসী।

কেন আমরা সেই সমস্ত কার্য্য করিব যাহা তাঁহার চিহ্নিত নহে? নিজের বুদ্ধি অনুসারে অন্তের কার্য্য সাধনার্থ আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই। দেখিতে হইবে, সম্প্রতি যে ঈশ্বর ভারতভূমি এবং জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্ত বিশেষ বিধান প্রেরণ করিতেছেন, ইহাতে আমাদের প্রত্যেকের কোন বিশেষ কার্য্য আছে কি না? সেই বিশেষ কার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখে শুনিতে চাই; এই গুরুতর বিষয়ে মনুষ্যকে প্রাণান্তেও গুরু বলিয়া মানিব না। বিশেষ বিধানের সময়ে ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে এই কথা বলেন, "সন্তানগণ! যদি পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাক, তবে কেবল আমাকে পিতা বলিয়া সন্তুষ্ট হইও না; কিন্তু আমাকে বিধাতা বলিয়া, সমস্ত হৃদয় এবং জীবন দিয়া আমার বিধানের কার্য্য কর।" সন্তানেরাও পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, পিতঃ, যতদিন আমরা জীবিত থাকিব, ততদিন অনলস হইয়া তোমার চিহ্নিত দাস দাসীরূপে তোমারই বিধানের কার্য্য করিব। বিশ্বাসীরা নিয়োগ-পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্ত যত বল, যত জ্ঞান এবং যত অর্থের আবশুক হয়, তাহাও লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোটী মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহাও ঈশ্বর দেন। যাহার সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধি, কেবল সেই ব্যক্তিই তাহা বিশেষরূপে অবগত হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের চিহ্নিত দাস দাসীরা পরস্পরের মুখ দেখিলেই চিনিতে পারিবেন, ইনি আমার চিহ্নিত ভ্রাতা, ইনি আমার চিহ্নিত ভগিনী।

নির্বুদ্ধিতা এবং অবিশ্বাস বশতঃ মনুষ্য চিহ্নিত হইতে চেষ্টা করে না; কিন্তু চেষ্টা কর, দেখিবে ঈশ্বর বলিয়া দিবেন, "পুত্র, কন্যা, এই তোমার নাম, আমার গৃহে এই তোমার বিশেষ কার্য্য। যখন সকলেই ঈশ্বরের মুখে এই বিশেষ বিশেষ ব্রতের কথা শুনিবেন, তখন সমুদয় চিহ্নিত ব্যক্তিরা এক সেনাপতির অধীন হইয়া চিরদিন আনন্দ মনে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিবেন।

শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজ।

সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব।

চির-উন্নতি।

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৩রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয়, আত্মারও সেইরূপ উন্নতি হয়। ভৌতিক নিয়মে শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক নিয়মে আত্মার উন্নতি। শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে; কিন্তু আত্মার উন্নতির সীমা নাই। শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী সীমা আছে যেখানে উপস্থিত হইলে মুখের শ্রী, মুখের আকার এবং সমস্ত শরীর এক প্রকার ভাব ধারণ করে, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া মনুষ্য যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখনই তাহার শরীর সেই অবস্থা এবং সেই গঠন লাভ করে যাহা

শেষ পর্য্যন্ত থাকে। পৃথিবীর অবস্থার স্রোতে পড়িয়া মনুষ্যের আত্মার গঠনও সেইরূপ এক সময়ে স্থির হইয়া যায়, যাহার আর শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। যেমন শারীরিক যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল, তেজ, উদ্যম, উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, তখন আর বিঘ্ন বিপত্তির প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকে না, সেইরূপ মনেরও একটী অবস্থা আছে যখন মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ করে, ততই তাহার আরও জ্ঞানলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, যতই সে অধিক লোককে ভালবাসিতে পারে, ততই সে অধিকতর লোককে প্রেম দান করিতে ব্যাকুল হয়, এবং যতই সে উপাসনা করে, ততই আরও অধিক উপাসনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু যদিও আত্মা এইরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; যদিও এইরূপে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে ভিতরের সাধুতারূপ-বীজ প্রস্ফুটিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে; তথাপি মনুষ্যের দুর্ব্বলতা বশতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে সেই উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। পৃথিবীর যে কয়েকজন নর নারীর প্রতি তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর লোকের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে তাহার আর উৎসাহ হয় না, এবং উপাসনা সম্পর্কেও আর নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিতে তাহার ব্যাকুলতা থাকে না।

এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের চরিত্র গঠিত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন,

তাঁহাদের জীবনও এই ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত হইতেছে। তাঁহারা যে জ্ঞান, যে প্রেম এবং যে পুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যে কত সহস্রগুণ উচ্চতর, গভীরতর এবং প্রশস্ততর সত্য, প্রণয় এবং উৎসাহাগ্নি আছে তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিশ্বাস, আশা, প্রেম, উৎসাহ, পবিত্রতা সীমাবদ্ধ হইয়া নিস্তেজ এবং মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের এক প্রকার স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা যে তাঁহারা উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। মৃত্তিকা কঠিন হইলে যেমন আর তাহার উপর আর কোন চিহ্ন মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ যাহাদের মনের চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, আর তাহাদের অন্তরে নূতন সত্য, নূতন ভাব এবং নূতন পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হয় না। যতদিন শিশুর ন্যায় হৃদয় কোমল এবং আর্দ্র ছিল ততদিন ইহা নবীন জ্ঞান, নবীন অনুরাগ এবং নবীন উৎসাহ গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু যাই হৃদয় কঠোর এবং অহঙ্কারী হইল, তখন উচ্চতর পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইল। এইরূপে তখন আত্মার অনন্ত উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্বাস জন্মে। ইহার নিগূঢ় কারণ মনুষ্যের সুখপ্রিয়তা। মনুষ্য কিছুকাল ধর্ম্মের নব অনুরাগে উৎসাহী হইয়া অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করে; কিন্তু যাই দেখে রিপু দমন করিতে করিতে সবল মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন দেখে যেখানে জীবন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত, সেখানে শীতল বারি আসিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া কেহ সেই পুরাতন শত্রু কাম, কেহ ক্রোধ, কেহ লোভ, কেহ অহঙ্কার এবং কেহ স্বার্থপরতা ইত্যাদির পদতলে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে একবার মনের চরিত্র গঠিত হইলে, একবার সেই যৌবনের সতেজ উন্নতি রুদ্ধ হইলে, একবার হৃদয়ে কুসংস্কার এবং পাপাসক্তি বদ্ধমূল হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আর তাহা দূর করিতে চেষ্টা হয় না। এইজন্যই সকল সাধুরা বলিয়াছেন যৌবনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবে, কেন না যৌবনে মনের যে গঠন হইবে বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন। অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের সাগর ঈশ্বর যাঁহাদের লক্ষ্য, কেবল যৌবনে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন শেষ হয় না, যৌবন কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। যাঁহারা যথার্থ সাধক, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহাদের যৌবনের উৎসাহ শীতল হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্ঞানের সুখ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি অল্প জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? না, যাঁহারা যথার্থ পবিত্র প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি কেবল শত লোককে ভালবাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা এবং প্রেম-প্রবৃত্তি দিন দিন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন নূতন নূতন সত্য এবং নূতন নূতন ভাই ভগ্নীদিগকে লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁহাদের পুরাতন জ্ঞান ক্রমশঃ গভীরতর এবং গাঢ়তর হইতেছে, এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আরও প্রগাঢ় প্রেমে প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন।

রিপু দমন সম্পর্কেও তাঁহাদের সংগ্রামের শেষ হয় নাই, যাহাতে আর কখনও কোন রিপু উত্তেজিত হইতে না পারে, সেই

জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত; কেন না তাঁহারা জানেন, একবার রিপুকুল দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে আর তাহাদিগকে দমন করা সহজ নহে। অতএব কেহই উন্নতিপথে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িও না, কিন্তু জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া ক্রমাগত সাধন কর। যতদিন প্রাণ আছে, যতদিন প্রদীপে তৈল আছে, ততদিন উদ্যম এবং অধ্যবসায় সহকারে চরিত্র সংশোধন কর, এবং দিন দিন নূতন নূতন জ্ঞান, নূতন নূতন প্রেম ও নূতন নূতন পুণ্য সঞ্চয় কর। উন্নতির কোন বিভাগেরই শেষ হয় নাই। আমরা যদি লক্ষবার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকি, তথাপি এখনও অসংখ্য নূতনবিধ উপাসনা এবং নূতনবিধ ধ্যান আছে। উপাসনা ধ্যানের পূর্ণাবস্থা এখনও আমরা দেখি নাই। অতএব চরিত্রকে শীঘ্র গঠিত হইতে দিও না; যতক্ষণ না চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হয়, যতক্ষণ না তোমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের আধার ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইবে না।

এই সম্বৎসর পরে উৎসব করিতেছি, গত বৎসর অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান, প্রেম, উৎসাহ কতদূর বর্দ্ধিত হইল তাহা দেখিতে হইবে। যখন দেখিব প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি বৎসরে, আমাদের সমস্ত জীবন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বাস, প্রীতি, উৎসাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন জানিব আর আমাদের উন্নতভাব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার নহে। উন্নতি না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। উন্নতি আমাদের জীবন, উন্নতি আমাদের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রতিদিন আমাদের জীবনে উন্নতির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়।

উন্নতির স্রোত যেন ভয়ানক অলঙ্ঘ্য গিরি, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে আমাদের সেই উচ্চতম লক্ষ্য স্থানে টানিয়া লইয়া যায়। কিয়ৎকাল চলিয়া যেন পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া না থাকি। যতক্ষণ না ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি, ততক্ষণ যেন কিছুতেই মনের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং উৎসাহের হ্রাস না হয়।

হে ঈশ্বর, আমাদের প্রাণের ভিতর যে তুমি গভীর আশা দিয়াছ যে, তোমাকে লইয়া আমরা সুখী হইব, বাহিরের প্রতিকূলতা দেখিয়া কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যে দিন দিন তোমার দিকে উন্নত হইতে বলিতেছ, আমরা শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে বসিয়া পড়িলে চলে কেন? তুমি এমন পিতা নহ যে, তোমাকে একবার দেখিলে আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি এমনই পিতা যে, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে, ইচ্ছা হয় সমস্ত দিন তোমাকে দেখি। তুমি এমনই পিতা, তোমার সঙ্গে একবার কথা কহিলে, ইচ্ছা হয় সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি এমনই পিতা, একবার তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইলে, ইচ্ছা হয় সমস্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে আনিয়া সুখী করি। প্রেমসিন্ধু, কেবল তোমার দুই এক বিন্দু প্রেম আমাদের মনে পড়িয়াছে। এখনও আমাদের তেমন উন্নতি হয় নাই, যাহা হইলে মনুষ্যের আর কোনও ভয় থাকে না। এখনও আমাদের মন সশঙ্কিত। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জীবনের অবস্থা দেখ। দেখ আমাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হইয়া না পড়ে। তুমি গুরু হইয়া "অনন্ত উন্নতির মন্ত্র" শিক্ষা দিয়াছ। এখন দেখাও সত্য

অপেক্ষা উচ্চতর সত্য, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর প্রেম এবং উৎসাহ অপেক্ষা অগ্নিময় উৎসাহ আছে। তোমার করুণা-বারিতে তোমার ব্রাহ্মসমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও। তোমার চারিদিকের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সন্তানদিগকে উন্নত, সরস, এবং নির্ম্মল কর। হে প্রেমময় পতিতপাবন, তোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাড়ী।

উপাসনাতে সুখ।

শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

উপাসনাই আমাদের পথ এবং উপাসনাই আমাদের গম্যস্থান। উপাসনাই আমাদের উপায়, এবং উপাসনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে যাইতে হইলে উপাসনা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ইহা যেমন পথ, ইহাই আবার গম্যস্থান। অনেকে মনে করেন, সুখ শান্তি এবং পুণ্যধামে যাইবার জন্য উপাসনা একটী কঠোর ব্রত মাত্র, যতদিন না সেই প্রার্থিত বস্তু লব্ধ হইবে, ততদিন সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া এই ব্রত পালন করিতে হইবে; পরে যথা সময়ে সেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি পুণ্য শান্তির অভ্যুদয় হইবে। যতদিন না শুভক্ষণে ঈশ্বরের স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিব ততদিন দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং আশা অবলম্বন করিয়া পথের

কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যতক্ষণ না গম্যস্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বন্ধুদিগের মুখ দেখিতে পাই, ততক্ষণ পথে চলিবার সময় অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এই তত্ত্ব সকলেই পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি; কিন্তু উপাসনা সম্পর্কে আমরা এই কথা মানিতে পারি না। কেন না আমরা দেখিতেছি, যখনই "সত্যং" বলিয়া আমরা উপাসনা আরম্ভ করি, তখন হইতেই আমাদের মন ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গের দিকে উন্নত হয়। যখনই ঈশ্বরের নাম লইয়া পাঁচজন ভ্রাতা ভগ্নী একত্রিত হইলাম, তখনই আমাদের মন স্বর্গের শোভায় উন্নত এবং পবিত্র হইল, ইহা আমরা বারম্বার পরীক্ষায় জানিয়াছি।

কে বলিতে পারে প্রকৃত উপাসনার সময় আমাদের মন পাপ দুঃখে জর্জ্জরিত থাকে? যাই কোন বন্ধু সংসার ছাড়িয়া উপাসনা স্থানে আসিলেন, তখন কেবল যে তাঁহার স্থানান্তর হইল তাহা নহে; কিন্তু উপাসনায় যোগ দিতে না দিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তুমি মনে করিলে তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন, কিন্তু তাহা নহে; তিনি পৃথিবী হইতে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে আসিলেন। অতএব কেবল উপাসনা পথ নহে, উপাসনাই আমাদের গম্যস্থান। উপাসনা-পথে যখন চলিতেছি, তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হইতেছে। কেবল যে সেই দূরস্থ ঘর আমাদের প্রেমময় পিতা এবং বন্ধু বান্ধবে পরিপূর্ণ তাহা নহে, কিন্তু পথে চলিতে চলিতেই তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাই উপাসনা করিতে মন স্থির হয় এবং ভক্তি উথলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের আত্মা উন্নত পবিত্র এবং আনন্দিত হয়। যাই

ঈশ্বরের নিকট বসিলাম, তৎক্ষণাৎ কেন সুখের উদয় হইল? সংসার ছাড়িয়া উপাসনা করিতেছি, ইহা জীবনের সামান্য ঘটনা নহে, কিন্তু ইহাতেই হৃদয়ের নিগূঢ় পরিবর্ত্তন হয়। যতই উপাসনাতত্ত্ব ভাবি, ততই উপাসনার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বর এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল তাঁহার সেই দূরস্থ পবিত্র গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, কিন্তু নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য পথের ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং তাঁহার শীতল প্রেমবারিপূর্ণ সরোবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন। পথিকেরা ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইলেই তাঁহার সকল প্রসাদ ভোগ করিয়া সুখী হয়।

যেদিকে পথিক নেত্রপাত করেন, সেই দিকে দেখিতে পান তাঁহার অভাব মোচনের রাশি রাশি উপায় রহিয়াছে। আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার উপাসনাকে এমন মধুময় এবং ধর্ম্ম-পথকে এমন সুন্দর করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা জানিতাম, ক্রমাগত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর স্তব স্তুতি এবং কঠোর সাধন করিতে হইবে, পরে ঈশ্বরের ঘরে গিয়া সুখী হইব, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এতদিন সহিষ্ণু হইয়া সেই সুখের প্রতীক্ষা করিয়া এত কঠোর সাধন করিত? তাই দয়াময় আমাদের প্রকৃতি জানিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই মনুষ্য ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি তাঁহার নিকট সুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইবেন। ঈশ্বর যখন স্বয়ং এই বলিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর নিজে যাহাকে সুখী করিলেন, পৃথিবী কিরূপে তাহাকে দুঃখী করিবে? উপাসনাতে যতদিন সুখী হইব, ততদিন কোন বিপদ পরীক্ষা ভয়

দেখাইতে পারে না। ধন্য ঈশ্বর যে, তিনি উপাসনার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে স্বর্গের মিষ্টতা ঢালিয়া দেন! উপাসনারূপ অমূল্য অধিকারের যেন আমরা চিরকাল সদ্ব্যবহার করিতে পারি। মধুপূর্ণ উপাসনা করিতে করিতে আমাদের প্রাণ পবিত্র হইতেছে, ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে যদি আমরা ভালরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, আমাদের কোন দুঃখ অভাব থাকিবে না। পিতা যখন উপাসনা দ্বারা আমাদিগকে এমন প্রচুররূপে সুখ বিধান করেন তখন আমরা কাঁদিব কেন? এস আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে, উপাসনারূপ এমন অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

দাস্য ভাব। *

রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের তনয়ত্ব উপলব্ধি করি এবং সেই প্রকারে তাঁহার সঙ্গে আমাদের পিতা পুত্রের যোগ নিবদ্ধ করি, ইহা অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রভু দাসের সম্পর্ক অনুভব করি এবং তখন আমরা তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করি। তনয়ত্বের অনিবার্য্য ফল দাসত্ব। একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিলে, তাহার পরে মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রভু বলিতেই

হইবে। পিতা বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি যতই ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই স্বভাবতঃ তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা হইবে এবং ততই আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া আত্মা কৃতার্থ হইবে। যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভালবাসিব, তেমনই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া তাঁহার সেবা করিব। ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হইলে স্বভাবতঃই সেবার ভাব স্ফূর্ত্তি পায়। একটী বিকশিত হইলেই অন্যটী আপনা আপনি উদিত হয়, কেন না এই দুটী ভাব মনুষ্য-স্বভাবে একত্র রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলে, পাছে নিজের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হয়, অথবা পাছে বিষয়সুখ ছাড়িতে হয়, এইজন্য পুত্রের সম্বন্ধ এবং দাসের সম্বন্ধ এক সময়ে প্রকাশ হইতে দেয় না। তাহারা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া সেই সম্বন্ধের মিষ্টতা আস্বাদ করে; কিন্তু তাঁহার দাস দাসী হইলে আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, এই ভয়ে ইহা কঠিন ব্রত মনে করিয়া তাহারা ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করে না। আবার চিরক্রীত দাস দাসী হওয়া তাহাদের পক্ষে আরও কঠিন। কিন্তু দাস্য-ভাবটী যখনই অঙ্কুরিত হয়, তখনই স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দাসী হইতে ইচ্ছা হয়।

যখন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলাম, তখনই ইচ্ছা হইল চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঐ চরণ সেবা করিব। এমন দয়াল প্রভু যিনি দুদিন তাঁহার সেবা করিয়া কিরূপে বিরত হইব? তাঁহার সেবা করিতে করিতে মনে এই বাসনা হয় যে, চিরদিন ঐ পদ সেবা করা হস্তের ভূষণ হউক। এই সত্য শিখাইবার জন্য গুরুর প্রয়োজন নাই। স্বভাবের স্রোতে যে ভাসিতেছে,

যে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, সে যথা সময়ে আপনাকে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস বলিয়া বিশ্বাস করিবেই করিবে। ঈশ্বর নিজে গুরু হইয়া তাঁহার সাধককে এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেন। এইরূপে যখন কোন ব্যক্তি চিরকালের জন্ত আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ঈশ্বরের ক্রীত দাস দাসী হয়, তখনই দেখিতে পাই তিনি চিহ্নিত হন। কে ঈশ্বরের চিহ্নিত? যিনি বিবেকের আজ্ঞানুসারে জগতের জন্ত জীবন ধারণ করিবেন বলিয়া, আপনার স্বাধীনতা এবং সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন। ঈশ্বরের ক্রীত দাস দাসী হওয়ার নামই ঈশ্বরের চিহ্নিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হয় ততক্ষণ আমরা চিহ্ন দেখিতে পাই না। ঈশ্বর যে দিকে লইয়া যান, অনন্তকাল সেই দিকে যাইব, যাঁহার অন্তর এতদূর প্রস্তুত হইয়াছে, তিনিই কেবল স্বভাব কর্তৃক সেই চিহ্ন পাইয়াছেন। যিনি স্বর্গীয় প্রভুর নিয়োগ পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন—আমার প্রতি তাঁহার এই আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, আজ হইতে আমি অমুক কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, আমার আর অন্ত কার্য্য নাই, অন্ত ব্রত নাই—তিনিই কেবল চিহ্নিত।

রাজার আজ্ঞা জীবনে পরিণত করা প্রজার মহোচ্চ অধিকার। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিয়া কেবল তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিলে কেহই তাঁহার নিয়োগ পত্র এবং সেই চিরক্রীত দাস দাসীর চিহ্ন পাইতে পারে না। আমরা সকলেই তাঁহার সেই নিয়োগ পত্র পাইবার অধিকারী। আমরা কাহারা? প্রত্যেক মনুষ্য। কেন না ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান, যথা সময়ে

সেই উন্নত অবস্থা লাভ করিবেন যখন ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রভু হইয়া তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে এক একটী বিশেষ কার্য্যের নিয়োগ পত্র দিয়া, তাঁহার দাস দাসী বলিয়া "চিহ্নিত" করিয়া লইবেন। এই অবস্থায় না আসিলে পরিত্রাণের সহস্র ব্যাঘাত। নিয়োগ পত্র লাভ করিয়া যিনি দাস অথবা দাসী হইলেন তাঁহার সম্বন্ধে যে ঈশ্বর কেবল প্রভু হইলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি গুরু হইলেন। যিনি নিয়োগ-পত্র দিলেন, তিনিই—কিরূপে সেই নিয়োগ পত্র অনুসারে জীবনের বিশেষ ব্রত সাধন করিতে হইবে—গুরু হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার উৎকৃষ্ট প্রণালী সকল শিখাইতে লাগিলেন। প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্য সাধন ভিন্ন কখনও যথার্থ পরিত্রাণ নাই। শরীর মন যদি আলস্য-সাগরে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে আর পরিত্রাণ কোথায়? প্রাতঃকালে উঠিয়া যদি অন্ধকার দেখি, আজ কি করিব, ইহা যদি না জানিতে পারি, তবে আমাদের আর গতি মুক্তি কোথায়? আমি কি করিব? যখন এই সংশয় আসে কে আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবে? যখন ব্যাকুল মন জিজ্ঞাসা করে, এখন আমি কি করি, তখন পৃথিবীর গুরু আচার্য্য উপাচার্য্য সকলেই নিস্তব্ধ। সন্দিগ্ধ, দুর্ব্বল, অবিশ্বাসী মন, ঈশ্বরের আলোক দেখিল না। পৃথিবীর মনুষ্য-গুরু, তুমি তাহাকে বলিলে, অমুক স্থানে প্রচার করিতে যাও; কিন্তু কি ভাবে কাহাদের কাছে প্রচার করিবে সেই ভাবী প্রচারক তাহা জানে না।

পৃথিবীর গুরুরা দাম্ভিক হইয়া অনেক সময় উপায় সকলও দেখাইয়া দেয়; কিন্তু তাহাতে শিষ্যের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। এইজন্য ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া দাস দাসীরা কিরূপে তাঁহার কার্য্য সাধন করিবে তাহার

প্রণালী সকলও বলিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। প্রভুর সাহায্য ভিন্ন একাকী দাস দাসীরা তাঁহার কার্য্য করিতে পারে না, পদে পদে তাহাদের প্রভুর আদেশ এবং উপদেশের প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী টীকা বুঝিতে না পারিলে সেই বিশ্বগুরুর নিকট তাহা বুঝাইয়া লইতে হয়। প্রভু দাস দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা ঐ সুন্দর প্রেমঘরে যাও।" কিন্তু কেবল ঘরে যাইতে বলিলে হইবে না, পথ দেখাইতে হইবে; কেবল পথ দেখাইলেও হইবে না, বল দিতে হইবে। এইরূপে প্রভুর সহায়তা ভিন্ন দাস দাসীরা এক মুহূর্ত্ত জীবন-পথে চলিতে পারে না। সন্তান সময়ে সময়ে দূরে থাকিতে পারে; কিন্তু দাস প্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দাস শিষ্য হইয়া দিন দিন জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। পুত্র দাস হইলেন, দাস শিষ্য হইলেন, শিষ্য আবার শাস্ত্রী হইলেন। পাছে কোন বিষয়ে ভ্রান্তি হয় এইজন্য ঈশ্বর ভক্তসন্তানের, ভক্তদাসের, ভক্তশিষ্যের হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্য্যকে উদিত হইতে বলিলেন। এইরূপে সাধক তাঁহার কৃপাতে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি এবং পুণ্য, আনন্দে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিষ্য গুরুর নিকটে যাহা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার চিরজীবনের সম্পত্তি হইল। যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিবেন ততদিন তাঁহার এই শাস্ত্র। পৃথিবী হইতে চলিয়া যাওয়া তখনই শ্রেয় হইবে যখন তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইবে। ক্রীত দাসেরা এইরূপে চিহ্নিত হইয়া চিরজীবন সেই চিহ্নিত কার্য্য করেন।

এই কয়জন চিহ্নিত হইলেন বলিয়া, জগতের হিংসা অথবা দুঃখ হইবে না, কেন না জগতের অবশিষ্ট লোককেও সাধন দ্বারা এই

অবস্থায় আসিতে হইবে। সকলকেই যে এক সময়ে চিহ্নিত হইতে হইবে তাহা নহে। চিহ্নিত হইয়াছ কি না, নিয়োগ-পত্র পাইয়াছ কি না, তাহা অন্যকে বলিয়া দিতে হয় না। চিহ্নিত-কার্য্য না করিলে বাঁচিতে পার না, এই ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ। যখনই ভক্ত দাস্য-মুক্তি লইলেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপরে জগতের অধিকার হইল। যিনি ঈশ্বরের দাস হইলেন তিনি জগতের ভৃত্য হইলেন। কিন্তু কেবল চিহ্নিত হইলেই যে, পরিত্রাণের অধিকারী অথবা পরিত্রাণ হইল তাহা নহে, চিহ্নিত শব্দের অর্থ এই যে, চির-জীবনের জন্য এমন একটী বিশেষ কার্য্যভার হইল, যাহা ছাড়িয়া পলায়ন করিবার আর পথ নাই। চন্দ্র সূর্য্যও যদি ভূতলে পতিত হয় তথাপি চিহ্নিত ব্যক্তি পলায়ন করিতে পারে না। চিহ্নিত হইলেই যে মনুষ্য নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক হইল তাহা নহে। উপধর্ম্মের লোকেরা ইহা মানিতে পারে, ব্রাহ্মেরা ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু পরিত্রাণ দিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার দাস দাসীদিগকে এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই কার্য্য সাধনেই মনুষ্যের পরিত্রাণ। তাঁহার বিশেষ বিধানে, আবার এক ব্যক্তি কদাচ অন্য ব্যক্তির কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

শরীর সম্পর্কে যেমন কর্ণ দেখে না, চক্ষু শুনে না ; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে, সেইরূপ ঈশ্বরের বিধানের অনুগত লোকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকে এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধন করে। সে কার্য্য যদি এক দিন কেহ না করে, তাহার মুক্তির দ্বার অবরুদ্ধ হয় এবং সেই ব্রত ছাড়িলেই তাহার জীবনের শেষ হইয়া গেল। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে বিদ্যালয় স্থাপন

করা আমার জীবনের বিশেষ কার্য্য, যেহেতু জ্ঞান বিস্তার দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তার হয় এবং ধর্ম্ম বিস্তার দ্বারা কল্যাণ বিস্তার হয়, তাহার পরিত্রাণ হইত না, ঈশ্বর যদি তাহাকে সেই ব্রত পালন করিতে আদেশ না করিতেন। কাহার আত্মার কি বিশেষ প্রকৃতি মনুষ্য তাহা জানে না; কিন্তু আত্মার স্রষ্টা ঈশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম চক্ষুতে সকলের স্বভাব বুঝিয়া প্রত্যেককে তাহার উপযুক্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন। ঈশ্বর আমাদের হস্তে কি ঔষধ বিতরণ অথবা কি জ্ঞান, কি প্রেম, কি ধর্ম্ম কি কুশল বিস্তার, যে কোন কার্য্য ভার দেন, তাহাতেই আমাদের পরিত্রাণ। কে বলিল কার্য্যের মহত্ত্ব নাই? তবে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দাসীদিগকে কেহই অন্ধ যন্ত্র বলিও না। চিহ্নিত ব্যক্তিরা যদি বিশ্বস্ত ভাবে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে, নিশ্চয়ই সেই সেই কার্য্যে তাহাদের পরিত্রাণ হইবে। অতএব যদি পরিত্রাণ চাও, তবে চিহ্নিত হও।

কিন্তু মনে করিও না, যে ব্যক্তি চিহ্নিত হয় নাই, সে চিরকাল পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, অথবা যাহারা চিহ্নিত হইয়াছে তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ লোক। চিহ্নিত ব্যক্তির নিজের কোন গৌরব নাই। দুঃখ পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর এক একটী ব্রত দিয়া যাহাদিগকে চিহ্ন দিয়াছেন, তাহাদের আবার নিজের প্রশংসা কি? প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য এ সকল নাম যাঁহারা লন নাই তাঁহারা অচিহ্নিত এই ভয়ানক মিথ্যা দ্বারা যেন ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত না হয়। সকল দেশে এবং সকল যুগে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই চিহ্নিত। ইদানীং দেশ বিদেশে

যতগুলি ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন তাঁহারা সকলেই চিহ্নিত, যদিও তাঁহারা এখন পরস্পরের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন ; কিন্তু সময় আসিবে, যখন তাঁহারা পরস্পরকে চিনিয়া লইবেন। ঈশ্বর পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কল্যাণের জন্য যতগুলি লোককে তাঁহার ঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন, যুবা হউন, বৃদ্ধ হউন, ধনী হউন, গরিব হউন, জ্ঞানী হউন, মূর্খ হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অট্টালিকার চিহ্নিত ইষ্টকের ন্যায় "চিহ্নিত।" আমরা চিরকাল ঈশ্বরের ক্রীত দাস। আমাদের ব্রত ভঙ্গেই মৃত্যু। আমরা মরিব না, কেন না ঈশ্বর আমাদের চিরকালের প্রভু। ঈশ্বরের দাসত্ব করিলেই আমাদের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের চিহ্নিত দাস দাসী হইয়া যখন তোমরা তাঁহার কার্য্য করিবে, তখন জগৎ তোমাদিগকে নমস্কার করিবে। তখন ঘরে ঘরে তোমাদের আদর হইবে, এবং সুখ আনন্দ তোমাদের হৃদয়ে ধরিবে না।

হে প্রেমময় প্রভু! বড় ইচ্ছা হয় চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকি। তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি। সেই পিতা তুমি এখন প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছ। ইচ্ছা হয় এই অসাধু জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই শরীর কোন্ দিন ভস্ম হইবে জানি না। যদি মৃত্যুর দিন বুঝিতে পারি প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করিয়াছিলাম, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। অবশিষ্ট জীবন আর কোন্ প্রভুর দাসত্বে নিক্ষেপ করিব? আমরা যে ব্রাহ্ম নাম ধরিয়া জগতের কাছে অহঙ্কার করিয়া বেড়াই ; কিন্তু কেমন করিয়া আমরা আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব, যখন জানি নাই

কি কার্য্য করিতে আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াই, কখনও কখনও একটু একটু পরোপকার করি এইজন্য কি আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি? কি জন্য পৃথিবীতে আসিল, দাস দাসীরা জানিল না। কি কার্য্য করিলে আমাদের পরিত্রাণ হয় বলিয়া দাও। যখন পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছ তখন অবশ্যই আমাদের জন্য কোন কার্য্য স্থির করিয়া রাখিয়াছ। যদি কোন কাজ না দিবে তবে কেন বাঁচিয়া আছি? তোমার কাজ করি না অথচ তোমার কাছে ধন ধান্য লই। প্রভু! তাই কাতর প্রাণে নিজের জন্য এবং সমুদয় ভাই ভগ্নীদের জন্য প্রার্থনা করি এক একটী কাজ সকলের হাতে দাও। নিয়োগ-পত্র দিয়া সকলকে চিহ্নিত করিয়া লও। ধন্য দয়াময় প্রভু, ধন্য দয়াময় প্রভু বলিয়া, তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করি এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রেমময় পিতা বলিয়া প্রেম অনুরাগ যোগে তোমার সঙ্গে বদ্ধ থাকিব, আবার প্রভু বলিয়া, তোমার কার্য্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সমস্ত দিন তোমার মিষ্ট আদেশ শুনিব। এইরূপে তোমার সঙ্গে দুই যোগে আবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণ পাইব। তোমার শ্রীচরণ বুকে বাঁধিয়া পিতা বলিয়া ডাকিয়া তোমার তনয়ত্বের মধুরতা আস্বাদ করিব, আবার তোমাকে প্রভু বলিয়া ডাকিয়া তোমার শ্রীমুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া, দাস দাসী হইয়া সকলে তোমার স্বর্গে থাকিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার ঐ চরণে বারবার প্রণাম করি।

অনন্তকাল-সাগর।

নিশীথকাল, রবিবার, ৩১শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
১২ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আমরা ব্রাহ্ম, কাল পূজা করি না; কিন্তু আমরা কাল মানি। অনন্তকাল অতি গম্ভীর ব্যাপার। যখন কিছুই ছিল না, তখনও অনন্তকাল। পৃথিবীর সৃজন হইল অনন্তকাল-সাগর মধ্যে। ঈশ্বরের যত মহাব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সকলই এই অনন্তকাল-সমুদ্রের মধ্যে, আরও কত সহস্র, অযুত, লক্ষ্য ঘটনা এই অসীম সমুদ্রে বিলীন হইবে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? সেই অনন্তকাল যাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহা আনন্দের ব্যাপার। এইজন্য যে দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং সেই অনন্তকাল-সাগরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, অনন্তকাল-সাগর-শয্যায় সেই অতি পুরাতন অনাদি অনন্ত ঈশ্বর শয়ান রহিয়াছেন, অনন্তকালরূপ মহাসাগরে ঈশ্বর ভাসমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই অনন্ত সময় ভাবিতে পারি না। এই অনন্তকাল-সমুদ্রের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বর বর্ত্তমান। এই যে চারিদিকে অনন্তকাল ধূ ধূ করিতেছে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কোন দিকে যাহার কূল কিনারা অথবা সীমা নাই, বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ কে সেই সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন? অনন্তকালের সঙ্গে যে কেবল আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বরের সম্পর্ক, তাহা নহে; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ-পদ্ম এই অনন্তকালরূপ মহাসমুদ্র হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া চিরকাল জগতের চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে।

মলিন পৃথিবীর সরোবর হইতে স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ-পঙ্কজ উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য, যাহা ব্রাহ্মেরা এত আদর করেন, চিরকালই থাকিবে। সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, জগতে যে ধর্ম্ম ছিল, যদি তাহার চিহ্নমাত্রও না থাকে, তথাপি দেখিবে স্বর্গের ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্মের ন্যায় সেই অনন্তকাল-সাগরে ভাসিতেছে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার নহে, আমার নহে, প্রথম শতাব্দীর নহে, বর্ত্তমান শতাব্দীর নহে, কোন বিশেষ দেশের নহে, কোন বিশেষ কালের নহে, কোন মনুষ্যের নহে; কিন্তু ইহা মনুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অনন্তকাল অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে কোন বিশেষ মনুষ্য কিম্বা কোন বিশেষ জাতির নাম খোদিত নাই। আবার ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে যোগ আছে বলিয়াই যে, অনন্তকাল আমাদের এত আনন্দের ব্যাপার তাহা নহে, কিন্তু এই অনন্তকাল-সমুদ্রে আমাদের স্বর্গরাজ্যের নৌকা ভাসিতেছে। এই ব্রহ্মমন্দির যদি নৌকার ন্যায় ক্রমাগত অনন্তকাল-সাগরে ভাসিত, আমরা ইহা কত আনন্দের ব্যাপার মনে করিতাম। কেন না তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্য এই মন্দির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মধুর প্রেমযোগ নিবদ্ধ করিতাম, এবং ইহারই মধ্যে সেই অনন্তকালের স্বর্গরাজ্য, প্রেমরাজ্য এবং আনন্দরাজ্যের অভ্যুদয় হইত। তাহা হইলে আর পাপ এবং অপ্রেমের কষাঘাত সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু আমাদের জীবনে অদ্যাবধি সেরূপ সাধন হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে, আর কল্পনা দ্বারা আমরা সেই সুন্দর প্রেম-পরিবার চিত্রিত করিতাম না। আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই মহাকাল-সাগরে ভাসিতেছে। যদি একবার

সেই স্বর্গে প্রবেশ করি, আর ফিরিতে পারিব না। তাই ভগ্নীদের সঙ্গে একবার সেই অনন্তকালের প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে আর বিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেখানে পরিবর্ত্তন নাই। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মাস, বৎসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনন্তকাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে। আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই অসীম সাগরে ভাসিতেছে।

যদি আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই পরলোকবাসী এবং এই পৃথিবীর সমুদয় ঈশ্বর-পরায়ণ আত্মাদিগের সঙ্গে, আমরা এক হৃদয় হইয়া সেই মহাসাগরে ভাসিতাম। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ স্বর্গের পদ্ম, এবং আমাদের স্বর্গরাজ্য। এ সমুদয় যে মহাকাল-সাগরে ভাসিতেছে, যতই গম্ভীর হউক না, তাহা কদাচ ভয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, বরং ইহা আমাদের আশা, আনন্দ এবং জীবনের বস্তু। যখনই আমরা এই অসীম সাগরে প্রবেশ করিয়া আত্মার অমরত্ব অনুভব করি, তখন পৃথিবীর এ সমুদয় ব্যাপার বাল্যক্রীড়া বোধ হয়। কেহ আজ, কেহ কাল সেই মহাসাগরে যাইতেছেন, সকলকেই এই সাগরে ভাসিতে হইবে। ইহার হুঙ্কার এবং তর্জ্জন গর্জ্জন তোমরা কি শুনিতেছ না? আজ একটী বৎসর শেষ হইতেছে, অল্পক্ষণ পরেই আর একটী নূতন বৎসর আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। এই এক বৎসর কি করিলাম তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার বিচারাসনে আনিয়াছেন। এই এক বৎসর সাধনের দ্বারা আমরা তাঁহার অমৃতসাগরে থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছি কি না, তাহা দেখাইয়া দিবেন। গত বৎসর পিতাকে কত পরিমাণে ভক্তি করিয়াছি এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে যেরূপ ভালবাসা উচিত ছিল আমরা

কি তাঁহাদিগকে সেরূপ ভালবাসিয়াছি? গত বৎসর যদি ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিতাম, আজ লজ্জা এবং ঘৃণাতে আমাদের মুখ এরূপ অবনত হইত না; এবং আজ তাহা হইলে যতগুলি প্রার্থনা এই মন্দির হইতে উত্থিত হইল, সে সকল গভীর দুঃখের ক্রন্দন না হইয়া আশা এবং আনন্দের ঘটনা হইত।

আজ ঈশ্বর তাঁহার সেই পুরাতন সুন্দর মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মগণ, তোমরা লজ্জিতবদন কেন? কেন আজ তাঁহাকে তোমরা মুখ দেখাইতে পারিলে না? কেন আজ ব্রহ্মের চরণ ধরিয়া, আশা এবং সুখের কথা বলিলে না? সমস্ত বৎসর কি ঈশ্বর তোমাদিগকে একটীও আশার কথা বলেন নাই? যদি তাঁহার চরণতলে দুই একটী ভাই ভগ্নীকে লইয়াও স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক, তবে কেন আজ তোমাদের ভয়ানক দুঃখের কথা ব্রহ্মমন্দির বিদীর্ণ করিল। তোমাদের দুঃখ লজ্জা দূর করিতে পারেন কেবল ঈশ্বর, তিনি আসিয়া যদি তোমাদের মুখ তোলেন, তবেই আবার তোমরা মুখ দেখাইতে পার। অনন্তকাল-সাগরে এই একটী ঢেউ চলিয়া গেল। যত বৎসর যায় যাক, প্রাণেশ্বরের ঘরে যাইবার, পিত্রালয়ে আনন্দ ভোগ করিবার সময় নিকটে আসিতেছে। কিন্তু কি দুঃখের কথা যত বৎসর যাইতেছে, ততই আমাদের পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জীবনপুস্তক খুলিয়া দেখি সহস্র সহস্র পাপে আমাদের অন্তর মলিন হইয়াছে। সেই যে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এই কার্য্য করিও না, দেখি আমি অবাধ্য হইয়া সেই কার্য্য করিয়াছি। এইরূপে পিতার অবাধ্য হইয়া যত কুকর্ম্ম করিয়াছি, সকলই সেই

পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আত্ম-প্রবঞ্চনায় সমস্ত বৎসর গিয়াছে ; কিন্তু শেষ দিন গেল না। বৎসরান্তে সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া এখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে। যে বৎসর ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে এত আক্রমণ করিলাম, তাহাকে বলিলাম, রে পুরাতন বৎসর! শীঘ্র চলিয়া যা। এখনই চলিয়া যাইবে ; কিন্তু পাপ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এইরূপে যখন জীবনের শেষ রাত্রি আসিবে, মৃত্যুর সময় সেই অর্দ্ধ ঘণ্টা তখন কোন মতেই কাটিবে না। আজ দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার বক্ষ দেখাইতেছেন, কে তাহা কত বাণে বিদ্ধ করিয়াছে। এমন সুখের বৎসর কবে আসিবে, যখন দেখিব ঈশ্বরের কাছে আর আমাদের লজ্জার কারণ নাই। এবং, আর অনায়াসে ভাই ভগ্নীদিগকে পদাঘাত করিয়া সহজে চলিতে পারি না? অনেক পাপ করিয়াছি, পুরাতন বৎসর দেখাইয়া দিতেছে। সত্যকে পদাঘাত করিলে, ভাই ভগ্নীদিগকে অনাদর করিলে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়, পুরাতন বৎসর তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। অনেক কথা মুখে বলিয়া, কার্য্যে করি নাই, পুরাতন বৎসর গুরু হইয়া সেই কপটতার শাস্তি দিতেছে।

(বারটা বাজিয়া গেল।)

এই বৎসর শেষ হইল, এই পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইবে না। শিক্ষা দিয়া গেল যে, এক বৎসরের মধ্যে আমারা প্রাণের মধ্যে কত কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি। লজ্জা ঘৃণায় কাঁদাইয়া আমাদের মস্তক অবনত করিয়া গেল। এস, নূতন বৎসর! তোমাকে বুকে লইয়া পিতার অনন্তকাল-সমুদ্রে ভাসি ; কিন্তু ভয় হয়, ভাবী সন্তাপে মন সন্তপ্ত হইতেছে, পাছে তোমার মৃত সহোদরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তোমার প্রতিও সেইরূপ দুর্ব্যবহার করি। তুমি আমাদিগকে

কি শিখাইতে আসিতেছ? তোমার মধ্যে কত ঘটনা আছে জানি না। বল, ব্রাহ্মেরা মরিবে কি বাঁচিবে? শরীরের মৃত্যুর কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের সকলের ধর্ম্মজীবন থাকিবে, না বিনষ্ট হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলে হৃদয়ের রক্তপাত হয়, প্রাণ বিকম্পিত হয় যে, আগামী বৎসর আমাদের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মজীবন থাকিবে না। ভাই ভগ্নী বাঁচিবেন কিরূপে যদি কেহ তাঁহার হস্ত হইতে ধর্ম্মরত্ন কাড়িয়া লয়। চারিদিকে দয়াময়ের জয়ধ্বনি শুনিব, অথচ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এক বিন্দু ভক্তি থাকিবে না, ভাই ভগ্নীদিগকে কাছে দেখিব অথচ আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে পারিব না, যে সকল মধুর সঙ্গীত গাইয়া আমি নিজে বৃক্ষতলে, কিম্বা সরোবরতটে বসিয়া সুখী হইতাম, ভাই ভগ্নীরা সরল ভক্তির সহিত সে সকল গাইবেন, কিন্তু আমি শুনিয়া হাসিব, ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইতে পারে?

বন্ধুগণ, যদি তোমরা ইহার বিপরীত কথা বলিতে পার, তবে তোমাদের দুর্গতির শেষ নাই। যদি বিশ্বাস থাকে বল যে, কোন শত্রুই তোমাদের ধর্ম্মজীবন বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি তেমন বিশ্বাস প্রেম না থাকে, এই তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে হয় ত ভয়ানক অধোগতি হইবে, নতুবা প্রাণে মরিবে, এ বৎসরকে বিদায় দিতে আর এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিবে না। হয় ত বীরের মত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বল, আমরা মরিতে পারিব না, আমাদের ধর্ম্মজীবনের মৃত্যু নাই, কেন না ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়াছেন। এক বৎসর কেন সহস্র বৎসরেও

আমরা মরিব না। তোমাদের গত জীবনে শত শত পাপ থাকে ক্ষতি নাই, কেবল তোমরা যদি এই কথা বলিতে পার, আমাদের আত্মা যে এখন স্বর্গীয় জীবন পাইয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই, তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ং প্রবঞ্চনার দিন শীঘ্র শেষ করিয়া দিতেছেন, এখন ঠিক বিশ্বাসের কথা বল। এই কথা কি তোমরা সত্য করিয়া বলিতে পার যে, আমরা আর কিছু হই না হই, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা অমর হইয়াছি, আমাদের পক্ষে প্রাণে মরা তিনি অসম্ভব করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, "সন্তানগণ! তোমাদিগকে মরিতে দিব না।" এই আশার কথা প্রাণের মধ্যে শুনিয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে এত ভালবাসি। যাঁহারা আজ অধোবদনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহারাই দৃষ্টান্ত হইয়া বলুন যে, আমরা অমৃতত্ব পাইয়াছি। যদি তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশ্বর বিশেষ কোন কার্য্য সম্পন্ন না করিবেন, তবে তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন কেন? তাঁহারা যদি এ বৎসর স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত না দেখান, তবে কি তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবেন? ঈশ্বর যাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত করিলেন, তাঁহারা আসুন। এবার যেন বৎসরের শেষ দিন তাঁহারা বলিতে পারেন, "এই দেখ আমরা সুখী হইয়াছি, স্বর্গ হইতে প্রেমবারি আসিয়া আমাদের উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে অশান্তি নাই।"

এস বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, প্রেম অনুরাগে তোমরা সকলেই আমাদের গুরু এবং শাসনকর্ত্তা হইলে। যদি তোমরা বল, আমাদের চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ, তবে নিশ্চয়ই আমরা যথার্থ পরিত্রাণপথে যাইতেছি; কেবল প্রেমপূর্ণ শাসন

দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ বাঁচিবে। এইজন্যই দয়াময় ঈশ্বর পরস্পরের শাসনে পরস্পরকে নিযুক্ত করিয়া দিতেছেন। তুমি ভাই হইয়া যদি আমাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ না কর, পরম পিতা যিনি এত বড় অন্তর্যামী, তাঁহার নিকটে কিরূপে সাধু বলিয়া গৃহীত হইব? যদি ভাই ভগ্নীর মনে কিছুমাত্র সুখ না দিলাম, তবে কিরূপে স্বর্গীয় পিতাকে এ মুখ দেখাইব? অতএব তোমরা যাহাদিগকে গ্রহণ না করিবে তাহারা পিতার কাছেও অগ্রাহ্য থাকিবে। তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বল, অমুক ভাই স্বর্গে চলিবেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিবেন। এইরূপে একটী একটী করিয়া প্রত্যেক ভাই ভগ্নীকে তোমরা প্রসন্নতা প্রদায়ক এক এক খানি নিয়োগ-পত্র দাও। ঈশ্বরের প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে অবহেলা করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। সমুদয় বিশ্বাসীমণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া যে স্থানান্তরে কিম্বা পরলোকে যায়, সেখানেও তাহার বিরুদ্ধে স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবরুদ্ধ হয়। অতএব সকলেই বিশ্বাসীদিগকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস এবং প্রেম দাও; তাঁহাদের শাসনে শাসিত হও। পরস্পরের শাসনে সংশোধিত এবং পবিত্র হইয়া পবিত্র প্রেমময় পিতার রাজ্য সাধন কর। এস, অহঙ্কার বিনাশ করিয়া সকলে দাস দাসী হইয়া পরস্পরকে প্রভু বলি, এবং প্রেমে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করি, তাহা হইলে যিনি প্রভুর প্রভু, জগতের পরম প্রভু, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিব। বিনীতভাবে দাসত্ব করিয়া ভাই ভগ্নীদের প্রসন্নতা লাভ করিলে দেবতাদিগের জয়ধ্বনির মধ্যে আমরা স্বর্গরাজ্যে গৃহীত হইব। সাধু ভ্রাতাদের সাধ্বী ভগ্নীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের দাস দাসীদের দাসত্ব করা সামান্য অধিকার

নহে। স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই, যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া প্রেমেতে এবং কুশলে বাস করেন।

এখনই স্বর্গে গমন।

রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ; ১৯শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্য চতুর, কি তাহার রিপুগণ চতুর? মনুষ্যের বুদ্ধি অধিক, না তাহার রিপুদিগের বুদ্ধি অধিক? অহঙ্কারী মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক, তাহার জীবন ইহার পরিচয় দিতেছে যে, তাহা অপেক্ষা তাহার রিপুগণ অধিক চতুর। আমরা মনে করি আমরাই অধিক চতুর এবং অধিক বুদ্ধিমান; কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি রিপুদিগেরই অধিক, নতুবা তাহাদের হস্তে আমরা পরাস্ত হইব কেন? তাহাদের বুদ্ধি চতুরতা এত অধিক যে, তাহারা আমাদের অন্তরে থাকিয়া, কি করিলে আমাদিগকে জয় করিতে পারে সে সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব শিখিতেছে, এবং তাহাতে অনায়াসেই আমাদের উপর তাহারা আধিপত্য করিতেছে। আমরা এই মনে করি রিপুকুল দমন করিব; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সম্মুখযুদ্ধে আর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি না। রিপুরা জানে যে, আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে অস্ত্র ক্রয় করি না। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এ সকল লোক মুখে বলে আমাদিগকে এখনই বধ করিবে; কিন্তু ইহাদের মনে তেমন বল পরাক্রম কিছুই নাই, ইহাদের বাস্তবিক তেমন ইচ্ছা নাই, এবং তেমন সরল অভিপ্রায়ও নাই; কিন্তু যে দিন ইহাদের যথার্থ ইচ্ছা হইবে সেই দিন নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। মন মনকে চিনিতে

পারে। আমরা বাস্তবিক এখনই রিপু সকলকে দূর করিতে চাই না, তাহারা তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পায়। কেবল সেই ব্যক্তিই পাপকে তাড়াইতে পারে যে বীরের ন্যায় বলে এখনই তোমাকে ছেদন করিব। যাহার ভিতরে তেমন বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞার বল, পরাক্রম নাই, তাহার কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া রিপুকুল তাহাকে উপহাস করে। সমস্ত রিপুকুল ধ্বংস করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা আছে ; কিন্তু আজ রাত্রি হইতে না হইতে সমুদয় পাপ দূর করিবই তাহার এরূপ সঙ্কল্প চাই। পাপকে ছিন্ন ভিন্ন করিবই, যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত এরূপ ইচ্ছা করে সে পাপকে দূর করিবে কি, তাহার পাপ যে ইচ্ছা করিবা মাত্র তখনই দূর হইয়াছে। অতএব যিনি বলেন পাপ দূর করিতে পারিলাম না, তিনি রিপুর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন।

সেই অবস্থায় রিপু দমন কিরূপে হইবে, যখন অন্তরে অকৃত্রিম ইচ্ছা ও যত্ন নাই। আমরা যদি যথার্থই শত্রুর বল ও কৌশল কত বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা কেবল এই মন্ত্র সাধন করিব যে, "আমি এখনই পাপকে বিদায় করিয়া দিব।" পাপ তাড়াইবার চেষ্টা করিব এই কথা আর মুখে আনিব না। "এখনই পাপ দূর করিব।" পরিত্রাণের এই মূল মন্ত্র সাধন ভিন্ন কেহই চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারে নাই, পারে না, এবং কখনই পারিবে না। এখনই, অদ্য, কল্য নহে। কল্য কিম্বা ক্রমে ক্রমে রিপু দমন করিব এ সকল কথা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিতে চায় বলুক। তাহারা একটী একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে ক্রমে মাসের পর মাসে, বৎসরের পর বৎসরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, যাহাতে সোপান

পরম্পরায় উঠিতে পারে, সেইরূপ সাধন করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, আমি সমুদয় সোপান বিনাশ করিব। একেবারে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ হয়। এই সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম জানেন পরিত্রাণ কাহাকে বলে। জগতের আর সমুদয় ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে উন্নতি শিক্ষা দিতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে ব্রাহ্মেরা কি ক্রমে ক্রমে উন্নত হন নাই? পূর্ব্বে তাঁহারা কত পাপী ছিলেন, এখন কি সেই অবস্থা হইতে তাঁহারা অনেক উন্নত নহেন? এখন তাঁহারা সুন্দররূপে উপাসনা করিতেছেন, অন্যকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, দেশ বিদেশে সত্য প্রচার করিতেছেন, আবার গৃহ মধ্যে সপরিবারে কত ধর্ম্মের সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এ সমুদয় দেখিলে উন্নতি স্বীকার করিতেই হইবে।

যদি চক্ষু কর্ণ থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, ব্রাহ্মেরা যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক উন্নত হইয়াছেন, এবং ইহা দেখিয়া কে না আশা করিবে যে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মেরা আরও ভাল হইবেন? কিন্তু সত্য কি, ভালবাসা কি, বৈরাগ্য কি, শান্তি কি, সাধন দ্বারা অল্পে অল্পে এ সকল বুঝিতে পারিব, ইহা অতি সামান্য কথা; পৃথিবী চিরকালই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মেরাও যদি এই পুরাতন কথা বলেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর বিশেষ গৌরব কি? অল্পে অল্পে স্বর্গে যাইব, যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পথে নিদ্রা যাইবে। তাহাদের উপাসনার মধ্যে শুষ্কতা আসিবেই। যাহারা মনে করে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু শীঘ্র

তাঁহাকে লাভ করা যায় না ; সেইরূপ স্বর্গও আছে, কিন্তু সেখানে যাইতে অনেক বৎসরের সাধন আবশ্যক, তাহারা যে পথের মধ্যে বারবার অন্ধকার দেখিবে, তাহাদের পক্ষে ইহা কিছুই নূতন বিভীষিকা নহে। যদি বল, এখনই যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তবে ত আর এ পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য লাভ হইল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, জানিবে, সকলেই এই মনে করিতেছে, এই পৃথিবীতে আমরা আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব। অতএব অল্পে অল্পে ভাল হইব, একেবারে ভাল হইব কেন? কিছু কিছু সুখ ভোগ করিয়া লই, ঢের সময় আছে, বিস্তৃত কালরাশি সমক্ষে পড়িয়া আছে, দ্রুতবেগে চলিবার প্রয়োজন কি? এই সাংঘাতিক যুক্তি পৃথিবীর পরিত্রাণপথে কণ্টক আরোপ করিতেছে। পথ অপেক্ষা কাল অধিক, বন্ধুগণ, ইহা মনে করিয়া যদি তোমরা ধীরে ধীরে ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে আর কেন বলিতেছ, দুঃখে পুড়িতেছি! তাহা হইলে তোমরা যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখের পথ লইতেছ। এই পথে আরও কত দগ্ধ হইবে কে বলিতে পারে? তোমরা নিজের ইচ্ছায় যে পথে গেলে শীঘ্র পাপ দুঃখের শেষ হয়, সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছ, এবং যে পথে গেলে কত শতাব্দী পরে স্বর্গধামে পৌছিতে পার তাহার ঠিকানা নাই, সেই পথে চলিতেছ।

পরিত্রাণ কবে হইবে জানি না, সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হওয়া কি বুঝিলাম না, অথচ দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি, ইহার অর্থ কি? আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছি, এখনই নিশ্চিত পরিত্রাণ গ্রহণ করিব না, অথচ বলিব পরিত্রাণের জন্ত প্রাণ কাঁদিয়া ভাসিয়া গেল, এ কথা অতি

জঘন্য মিথ্যা। আমাদের এই মহাপাপের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ এখন পর্য্যন্ত, জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ বল এবং স্বর্গীয় উচ্চতা দেখাইতে পারিতেছে না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম কিম্বা কোন ব্রাহ্মিকার মুখে এই কথা শুনিলাম না যে "আমি এখনই স্বর্গে যাইব।" আমাদের সরল ইচ্ছা নাই, উদ্যম নাই, নতুবা পরিত্রাণ পাওয়া এমন ভয়ানক ব্যাপার কি? আমাদের ঈশ্বর কি সন্তানের হৃদয়মধ্যে মহারোগ দেখিয়া এই কথা বলিতে পারেন, "পাপিষ্ঠ! আর কিছুকাল রোগে দগ্ধ হও, পরে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।" আমাদের ঈশ্বর তেমন দেবতা নহেন, কাহাকেও তিনি কালবিলম্ব করিতে বলেন না; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এই বলেন, বৎস, তুমি যদি স্বর্গে যাইতে চাও, এখনই চল। বিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় না। যিনি নিতান্ত কাতর এবং সন্তপ্ত ব্যক্তিকে এই কথা বলিতে পারেন, "রে দুরন্ত! তুমি আর পাঁচ মিনিট ঐ নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হও," তিনি কদাচ ঈশ্বর নহেন; কিন্তু নিতান্ত ভয়ানক নিষ্ঠুর দৈত্য। আমাদের দয়াময় পিতা, এই কথা কদাচ বলিতে পারেন না যে, "সন্তানগণ, তোমরা অল্পে অল্পে পাপে তাপে দগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হও।" কিন্তু তিনি পরিত্রাণ হস্তে লইয়া প্রতিজনকে এই কথা বলিতেছেন, "বৎস, ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছা কর, এখনই পরিত্রাণ পাইবে।"

যাহারা বলে আমরা মহাপাতকী, এইজন্য আমাদিগকে ঈশ্বর পরিত্রাণ করিলেন না, তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি আমরা সত্যবাদী হই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা পরিত্রাণ চাই না;

এখনও আমাদের এই অভিলাষ আছে যে আরও কিছুদিন আমরা পাপের অপবিত্র আমোদের মধ্যে থাকি, আরও কিছুদিন আমরা নিজের ইচ্ছা এবং নিজের বুদ্ধির পূজা করি। পাছে কাতর প্রাণে চাহিয়া না পাইলে এক নিমেষের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়, এইজন্য ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রত্যেকের কাছে অমৃত হস্তে লইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করিয়া অবশেষে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, প্রেমময় ঈশ্বরের মুক্তিপ্রণালী এরূপ নহে। পরিত্রাণ কিম্বা অনন্ত উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে, আমরা এখন একটু একটু নিদ্রা যাইব, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না, ভবিষ্যতে অনন্ত-কালরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, অতএব কাল কিম্বা কোন দিন পরিত্রাণ হইলেই হইবে। কিন্তু অনন্ত উন্নতির অর্থ এই যে, আজ যেমন আমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে এখনই পরিত্রাণ লাভ করিব, এইরূপে কাল, এবং অনন্তকাল তাঁহার চরণতলে বসিয়া দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর সুধা পান করিব। সরল প্রার্থনায় বিনিময়ে ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই যদি তাঁহার কাছে পরিত্রাণ চাই, এখনই তিনি পরিত্রাণ করিবেন। যদি পাপকে জানাইয়া দিতে পারি যে ঈশ্বরের বলে নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব, সে পাপ কি আর অন্তরে থাকিতে পারে? এইরূপে যখন মনুষ্য পাপকে তাড়াইয়া দেয়, তখন ঈশ্বর সেই বীর পুত্রের সাহস দেখিয়া স্বর্গ হইতে তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করেন। সেই পুত্র তখন আপনি জয়লাভ করে এবং তাহার জয়ধ্বনি চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া জগতের সহস্র সহস্র লোকের মনে পরিত্রাণের আশা উদ্দীপন করিয়া দেয়।

এইরূপে তোমরা পাঁচজন যদি বদ্ধপরিকর হইয়া বল, আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি, দেখিবে শত শত লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, নতুবা তোমরা যদি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে এই বিশ্বাস কর, ইহাতে আপনারাও মরিবে অন্যকেও মারিবে। যতদিন কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, অহঙ্কার, অপ্রেম ইত্যাদি কাল একটু তার পর একটু, এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিব মনে করিবে, ততদিন তোমাদের যথার্থ পরিত্রাণ অনেক দূরে। যদি মনে কর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অনেক, সুতরাং তাহা ক্রমে ক্রমে পালন করিতে হইবে, তাহা হইলে শেষের দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে। বাস্তবিক দিন ত কিছুই নাই; দিনের শেষে এই মিনিটের সমক্ষে, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, বাস্তবিক এখনই যে ঈশ্বরের কাছে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে আর কেন রিপুদিগকে বিনাশ করিতে বিলম্ব কর। অদ্যকার কাম, ক্রোধ, অথবা পুরাতন বৎসরের পাপ মস্তকে লইয়া কি নূতন বৎসরে প্রবেশ করিবে? হে ব্রাহ্ম, যদি বুঝিয়া থাক যে তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিবেন, এখনই তোমার সমস্ত পাপ কাটিয়া ফেলিবেন, তবে আর কেন ক্রমে ক্রমে ভাল হইবে, এই নীচ ভাব গ্রহণ করিয়া যন্ত্রণা পাইবে? এখনই সমুদয় পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের কাছে বসিয়া তাঁহার অগ্নিময় জ্ঞান, অগ্নিময় প্রেম, এবং অগ্নিময় পুণ্য উপার্জ্জন কর। জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া অদ্যকার পাপ অদ্যই কাটিয়া ফেল, সাবধান অদ্যকার পাপে যেন আবার কল্য কলঙ্কিত হইতে না হয়।

সেই ব্রাহ্ম ধন্য, যিনি বলিতে পারেন, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

সকলই ব্রহ্মবলে হয়। বিশ্বাসেই পরিত্রাণ, কথায় পরিত্রাণ নাই। বিশ্বাস কর, এই নিমেষেই প্রেমধামে যাইতে পারিবে। দেখিবে সত্য সত্যই এক নিমেষের মধ্যে প্রেমধামে উপস্থিত হইয়াছ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আলস্যপরতন্ত্র, পৃথিবীর সুখ-বিলাসোন্মত্ত মনুষ্যের মতে আমাদের পরিত্রাণ না হয়; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামতে যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। অতএব সময়, যুক্তি এবং মন্ত্র সম্বন্ধে সকলই ঈশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দাও। মনুষ্যই মনুষ্যের নিজের পরিত্রাণের প্রতিকূল। ঈশ্বর তাঁহার দুঃখী, পাপী সন্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তিনি সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন, "এই লও, এখনই লও।" তাঁহার নিকটে আশু পরিত্রাণ, অতএব এস সকলে মিলিয়া এই আশু মুক্তির মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সশরীরে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাই।

হে প্রেমসিন্ধু, যখন তুমি কৃপা করিয়া কুসংস্কার, পাপ হইতে আমাদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে, তখন কি বলিয়াছিলে তুমি শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে হইবে; পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেকবার আরও পাপ করিতে হইবে? প্রেমময়, তোমার মুখে কেবল এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, "বৎস, কেন আর যন্ত্রণায় পুড়িতেছ, এখনই স্বর্গে চলিয়া এস।" অতি দুষ্ট পামর আমরা, অনেক দিনের প্রিয় পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই না। এখনও মনের ভিতর পাপের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকিত, নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইতাম। ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের এত দুর্গতি।

এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে আশু উদ্ধার কর! এখনই তোমার এই দুঃখী সন্তানদের জন্য স্বর্গধামে স্থান করিয়া দাও। মরিবার পূর্ব্বে শান্তিধামে সকলে একত্র হইয়া তোমার প্রেমময় নামের জয়ধ্বনি করি। জগদীশ, যদি একদিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথা বলিয়াই পরিত্রাণ পাইতাম; কিন্তু নাথ, তুমি প্রেমামৃত মুখে ঢালিয়া দিতে এত নিকটে আসিলে, আমি তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

নির্লিপ্ত ঈশ্বর।

রবিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক; ২৬শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আমাদের গুরু, আমাদের পরম আচার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর। যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি, তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়? তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। যদি গুরুর স্বভাব অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে যে কেবল গুরুর প্রতি অমর্য্যাদা করা হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ হয়। যদি যথার্থ শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গুরু যাহা করেন তাহা করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। গুরুকে ভালবাসিলে, গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবনকে গঠন করিতেই হইবে। ঈশ্বর যিনি আমাদের গুরু, তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, জগতের প্রতি গৃহের তিনি অধিবাসী, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। স্বয়ং

ঈশ্বর, যিনি নিজ হস্তে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে অধিবাস করিতেছেন। এই পৃথিবী যাহা মনুষ্যের রাশি রাশি পাপ দুঃখ এবং কলঙ্ক যন্ত্রণায় নিতান্ত কদাকার এবং দুর্গন্ধময় নরক হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেই স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক পরম দেবতা স্বয়ং বাস করিতেছেন, কখন কখন বা ইহার কোন কোন স্থানে বাস করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সকল সময়ে এবং সকলের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। পৃথিবীর পাপ দুঃখরাশির ভিতর দিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন, অথচ পাপ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সমস্ত মনুষ্যজাতি প্রতিদিন সহস্র সহস্র পাপ দুঃখে মুহ্যমান হইতেছে; কিন্তু ইহার কিছুতেই ঈশ্বরের স্বভাব কলঙ্কিত হয় না। তিনি জগতের প্রতিগৃহে এবং প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। যদি গুরুর এই স্বভাব হইল, তবে তাঁহার শিষ্যদিগের কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর এই আদেশ যে, আমরা এই পরীক্ষাপূর্ণ পাপ দুঃখময় ভবসমুদ্রে বাস করিব, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার স্বভাব স্মরণ করিয়া, ইহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিব। এখানে থাকিব অথচ এখানকার বিপদ মৃত্যু কদাচ আমাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারিবে না। যদি গুরুর আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে শিষ্যকে হয় ত ভয়ানক জঘন্যতম স্থানেও যাইতে হইবে; কিন্তু যাঁহার আজ্ঞাতে শিষ্য সেই স্থানে যাইবেন, তাঁহারই বলে শিষ্যের মন সেখানে নির্লিপ্ত থাকিবে। সংসারের সকল প্রকার সুখ সম্ভ্রম, এবং ধন মর্য্যাদার মধ্যে থাকিব অথচ কিছুতেই আসক্ত হইব না। এইরূপে যতই গুরুর স্বভাব অনুসারে শিষ্যের চরিত্র গঠিত হইবে,

ততই শিষ্যের অন্তর হইতে সকল প্রকার পার্থিব ভাব চলিয়া যাইবে।

জগতে বাস করিতে হইবে; কেন না ইহা আমাদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অমৃতরাজ্যে যাইতে হইবে। আমরা পৃথিবীর নানাপ্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া পরীক্ষিত এবং উন্নত হইব, এইজন্য আমাদের গুরু পথের মধ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সহস্র বিঘ্ন বিপদ এবং সহস্র প্রকার নিরাশা মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে হইবে। শত শত প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অথচ কিছুতেই আত্মা মুগ্ধ এবং মৃতপ্রায় হইবে না। সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক ইত্যাদি সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা শিক্ষা দেন বিনীতভাবে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে; এ সকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ঈশ্বর কদাচ আমাদিগকে সৃজন করেন নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় যে আমরা এ সমুদয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিব। পৃথিবীর ভয়ানক পাপ দুঃখ নিরাশা এবং অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মের ন্যায়, (আমাদের স্বর্গীয় পিতার ন্যায়) আমরা নিষ্কলঙ্ক, অনাসক্ত এবং সদানন্দ থাকিব, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ। পৃথিবী কাহাকেও কখনও আশার উপদেশ দেয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মসন্তান আশা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশাই তাঁহার প্রাণ। যতই তিনি পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি করেন, ততই তিনি তাঁহার জীবনের পূর্ণ আদর্শ, এবং আশা ও অনন্ত উন্নতির ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত ও উৎসাহী হন। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে কেবলই

অন্ধকার, পাপ নিরাশা এবং নিরানন্দ। কিন্তু উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে ক্রমাগত ঈশ্বর হইতে আশা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। যত কেন বিপদ উপস্থিত হউক না, কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। আশাময় ঈশ্বরের রাজ্যে যে পরিমাণে নিরাশা সে পরিমাণে গুরুর প্রতি অবমাননা। যে পরিমাণে আশান্বিত সে পরিমাণে আমরা গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। যদিও পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য সুখী করে, কিন্তু যাই মৃত্যু স্মরণ হয় তৎক্ষণাৎ নিরাশার অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়, কেন না পার্থিব সুখ চিরকালই সরলভাবে আত্ম-পরিচয় দিতেছে যে তাহা দুদিনের জন্য। সেই অনিত্য সুখে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে।

পৃথিবীর মধ্যে কে এমন সাধু আছেন, সময়ে সময়ে যাঁহার উপাসনার ভাব ম্লান না হয়, এবং যিনি সম্মুখে কোটী কোটী বিপদ দেখিলেও সাহসে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন? পৃথিবীতে নানা প্রকার বিপদ আছে, তাহাতে সমস্ত সাধুতা পরাস্ত হইয়া যায়, এবং মনের আশাপ্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ যে, আমরা পৃথিবীর এই নিরাশা-বিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করিব, অথচ ইহা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের আশার কথা শুনিব। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনার আপনার জীবন পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন, একবার পাপের জয়, আবার ইহার পরাজয়। একবার কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া মনকে কলঙ্কিত করিল, পবিত্র প্রেম কোথায় দগ্ধ হইয়া গেল, আবার পুণ্যের জয় হইল; এইরূপে ক্রমাগত পুণ্যের

পর পাপ, পাপের পর পুণ্য, উন্নতির পর অনুন্নতি, অনুন্নতির পর উন্নতি, ক্রমাগত মনুষ্যজীবনে এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এমন ব্রাহ্ম নাই যিনি সময়ে সময়ে নিরাশ হন নাই। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম যদিও জানেন যে তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, তথাপি একটী কথা তিনি স্মরণ রাখেন, যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের মুখে তিনি এই কথা শুনিয়াছেন যে "আজ হইতে তুমি আমার আশ্রিত হইলে, তোমাকে বাঁচাইবার ভার আমি নিজে গ্রহণ করিলাম।" বিপদ প্রলোভন হইতে আশ্রিত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, তোমাদিগকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা তাঁহার কাছে এই অঙ্গীকার শুনিয়াছ কি না? যদি ঈশ্বরের মুখে তোমরা এই কথা শুনিয়া থাক তবে পৃথিবী সহস্র প্রকারে প্রতিকূল হইলেও তোমাদের পতন অথবা বিপদের ভয় নাই। এই সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভবসাগরের ঢেউ তোমাদের কিছুই করিতে পারে না। যদি বিশ্বাস করিতে পার যে ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয়দাতা, তবে আর তোমাদের ভয় কি? আশ্রিত ব্যক্তির দুর্দ্দশা হয়; কিন্তু মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। কেন না তাহার মস্তকে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লিখিত রহিয়াছে যে "এই ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান।"

যে মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করে, ঈশ্বরের শরণাগত ব্যক্তির উপর সেই মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ কর নিরাশ হইবে; কেন না আজ পর্য্যন্ত কোন নর নারী ভাল করিয়া বলিতে পারিল না, যে চিরজীবনের জন্ত সমুদয় পাপ দূর করিলাম। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল নিরাশার কথায়

পরিপূর্ণ। যেখানে নিরাশা, অন্ধকার, সত্যবাদী হইয়া তাহা স্বীকার কর। বাস্তবিক ইতিহাসের অধিকাংশে কেবলই নিরাশার কথা। স্বর্গরাজ্য যে শীঘ্র আমাদের মধ্যে আসিবে ইতিহাস দেখিয়া তাহা মানিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনি, যখন দেখি আমরা তাঁহার শরণাগত হইয়াছি, তখন সাহস করিয়া বলি আমাদের মারিবে কে? হয় ত সহস্র বিঘ্ন বিপদে আমাদের অস্থি পর্য্যন্ত পেশিত হইতেছে; কিন্তু দেখি এই ডুবিতেছিলাম এই আবার ভাসিয়া উঠিলাম। এই উপাসনা হয় না আবার উপাসনা সরস এবং সতেজ হইয়া উঠিল, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাস্ত হইতেছিলাম আবার ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম। ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু নাই; কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে আমি ঈশ্বরের আশ্রিত। যিনি ইহা বিশ্বাস করেন, পাপী হইয়াও তিনি অভয়পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, বল আর তোমাদের কোন ভয় নাই, কেন না তোমরা "ঈশ্বরের আশ্রিত।" সরল ভাবে বল আমরা পাপ করিয়াছি, হয় ত আরও পাপ করিতে পারি, কিন্তু আমরা মরিব না। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তখন অবশ্যই আমাদের শেষে কিছু গতি করিয়া দিবেন। আমরা জানি না কিরূপে আমরা বাঁচিব, কিন্তু ঈশ্বর যাহা বলেন আমরা তাহাই করিব।

কে বলিতে পারে, পরলোকে যাইবা মাত্র আমরা সকলেই একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইব? কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, ঈশ্বর যাহাকে আশ্রিত করিয়াছেন সে মরিবে না। সহস্র বৎসর অগ্নি মধ্যে থাকিলেও সেই ব্যক্তি দগ্ধ হইবে না। কেন না তিনি প্রতিদিন

ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিতে পান যে "তুমি আমার আশ্রিত, তোমাকে আমি ছাড়িব না।" যে সন্দেহ করে যে, হয় ত আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারি, হয় ত এমন দিন আসিতে পারে যখন উপাসনাবিহীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব, সে কদাচ বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বর তাহার আশ্রয়দাতা। সাবধান, তোমাদের মধ্যে কেহই এই সাংঘাতিক সন্দেহকে অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়দাতা, এই আমাদের মন্ত্র, এই আমাদের সাহস, ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বীরের ন্যায়, পাপী নিদ্রিত ভাইদিগকে জাগ্রত এবং উত্থিত করিব। প্রত্যেক বিপদ গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়দাতা, ইহাই আমাদের আশার ভূমি। যত কেন ভয়ানক বিপ্লব আসুক না, কিছুতেই আমরা অস্থির হইব না। আমি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান ; ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পারি প্রত্যেক বিপদ সম্পদে এবং প্রত্যেক দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। তখন দেখিব যে পৃথিবী আমাদিগকে মারিতে আসিয়াছিল, যে দুঃখ নিরাশার বিদ্যালয় আমাদিগকে ঘোর বিপদ পরীক্ষায় ফেলিয়াছিল, সে সকলই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি না। তখন বুঝিব এই দুঃখ বিপদময় পৃথিবীই বিদ্যালয় হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। যেমন পঙ্ক হইতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় এই পৃথিবীর পাপ হইতে পুণ্য, দুঃখ হইতে সুখ, নিরাশা হইতে আশা উৎপন্ন হয়। কিছুতেই ঈশ্বরের শরণাগত ব্রাহ্মদিগের মৃত্যু হয় না ; কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই তাঁহারা ঘোর বিঘ্ন বিপদ এবং পাপ

প্রলোভনে নির্লিপ্ত থাকিয়া ঈশ্বরের কৃপাবলে পরিত্রাণ লাভ করেন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

প্রার্থনার উত্তর অবশ্যম্ভাবী।

শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক; ২রা মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

যিনি কথা না কন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভিক্ষা চাহিলে যদি ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধনীর দ্বারেও আমরা ভিক্ষা চাহি না। কাঁদিলে যদি কাঁদিবার ফল না হয়, সেই রোদন, সেই ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? অরণ্যে রোদন করিতে কে যুক্তি দিবে? ভিক্ষা চাহিলে অবশ্যই ভিক্ষা পাইব, এইজন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। প্রার্থিত বস্তু যদি মনুষ্য না পাইত, তাহা হইলে মনুষ্য প্রার্থনা করিত না। তাই বন্ধুদিগকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি কেন? এইজন্য কি নহে যে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্য প্রার্থনা করিলেই তাহার অধমতা দূর হইবে? ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর পাপভার দূর করিবেন, ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই সার বিশ্বাস সমুদয় প্রার্থনার মূল। কিন্তু অনেকে কেবল

প্রার্থনার প্রথম অংশ সাধন করে। তাহারা প্রার্থনার উত্তর প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু আগে সাধক প্রার্থনা করিবেন, পরে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। আগে তুমি বলিবে, পরে তিনি বলিবেন। প্রার্থনার এই দুই অঙ্গের সমষ্টি না হইলে, ধর্ম্মজগতে প্রার্থনার যথার্থ উন্নতি হয় না। সহস্র প্রার্থনা কর, অথবা মধুর স্বরে এবং সুললিত ভাষায় ক্রমাগত প্রার্থনা কর, অবশেষে দেখিবে জীবনের শেষ হইয়া গেল, অথচ একটী প্রার্থনারও ফললাভ হইল না। উন্মাদের ন্যায় নির্জনে বিলাপ প্রকাশ করাই কি প্রার্থনা? প্রার্থনা করিয়া তুমি নিজে কেবল অর্দ্ধ অঙ্গ সাধন করিলে; কিন্তু তোমার প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর কি ফল বিধান করিবেন যদি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা না কর, তবে তোমার প্রার্থনায় কি হইবে?

ব্রাহ্ম, প্রার্থনা করিয়া আগে তুমি আপনার কার্য্য করিলে, পরে দীননাথকে তাঁহার কার্য্য করিতে সময় দাও। তুমি অন্তরের সহিত একটী প্রার্থনা করিলে, এখন ঈশ্বরকে তাহা পূর্ণ করিতে সময় দাও। এই যে চক্ষুর জল ফেলিলে, দেখ পিতা স্বর্গ হইতে ইহার বিনিময়ে প্রেমজল বর্ষণ করেন কি না? তোমরা কি জান না, "ঈশ্বর! বিপদ হইতে উদ্ধার কর," এই কথা বলিয়া কোন প্রার্থী তাঁহাকে ডাকিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই প্রার্থী সন্তানকে উদ্ধার করেন? এইজন্যই ভক্তবৎসল চিরদিন ভক্তের সঙ্গে রহিয়াছেন, পথে পথে যেই ভক্ত চলিতেছে, মঙ্গলময় ভক্তবৎসলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ভক্ত যদি চতুর হয়, প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিতে পারে, যে এই আমার প্রার্থনার উত্তর আসিতেছে। ঈশ্বর কিরূপে তাঁহার প্রার্থী সন্তানের মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ

করেন, অভক্ত কিরূপে তাহা বুঝিবে? যদি ভক্তের বিশ্বাস-চক্ষু উন্মীলিত থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পান, প্রার্থনা করিবা মাত্র স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থী সন্তানকে আপনার দিকে টানিতে থাকেন। প্রার্থনা না করিলে নিশ্চয়ই তিনি পাপগ্রাসে পড়িতেন। ঈশ্বর সর্ব্বদা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে ধরিতেছেন। যতই বিশ্বাস-চক্ষু বিস্তারিত হয়, ততই সাধক স্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে, তাঁহার সমুদয় প্রার্থনার উত্তর এতদিন পর স্বর্গ হইতে গভীররূপে আসিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার জীবন ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর তাঁহার অন্তরে পাপের অন্ধকার নাই। প্রার্থনার ফল অনিবার্য্য; এই সত্যে বিশ্বাস তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান হইল। যে এক নিমেষের জন্যও প্রার্থনা করে তাহা শূন্যে বিলীন হয় না, অথবা কেবল অরণ্যের পশু পক্ষীর কর্ণে যায় না; কিন্তু সেই কথাটী ঈশ্বরের দিকে চলিল, সেই সামান্য কথাটী স্বর্গের দিকে উড়িতে লাগিল। দয়াময় কি কখন আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন? বন্ধুগণ, তিনি তোমাদের প্রার্থনার কি ফল বিধান করেন তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা কর, তিনি কি উপায়ে তোমাদের মন ফিরাইবেন, কিরূপে তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন তাহা জানিবার জন্য সর্ব্বদা সচকিত থাক। নতুবা শূন্যের সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? বায়ুর কাছে স্তব স্তুতি করিলে কি হইবে? ঈশ্বর সর্ব্বদাই হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন, সেই আকর্ষণ কখন আমরা বুঝিতে পারি? বিপদের সময়, যখন দেখি তিনি

ভিন্ন আর আমাদের কেহই সহায় নাই। চারিদিকে ঘোরান্ধকারের রাজ্য, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তোমাদের মন ফিরাইয়া দিবেন। পিতার কাছে আমাদের কোন প্রার্থনাই বিফল হয় না! মৃত্যুশয্যায় সমুদয় প্রার্থনার ফল গণনা করিয়া দেখিতে পাইবে। প্রার্থনারূপ পরলোকের সম্বল হস্তে লইয়া, আনন্দের সহিত শান্তিধামে চলিয়া যাইবে।

এই জগৎ সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রার্থী এমন একটী প্রার্থনা করেন নাই, ঈশ্বর যাহার ফল বিধান করেন নাই। দুঃখের বিষয় প্রার্থনাবৃক্ষ হইতে কেমন ফল ফলে আমরা সর্ব্বদা দেখি না। আমরা যে এতগুলি প্রার্থনার কথা বলিলাম তাহার শেষ কি হইল? পত্র লিখিলাম, স্বর্গে গেল; কিন্তু স্বর্গ হইতে কি ইহার উত্তর আসিবে না? ক্রমাগত দশ বিশ বৎসর প্রার্থনা করিলে কি হইবে, যদি ঈশ্বর তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ না করি? আমার কথা এবং তাঁহার কথা এই দুটীর যোগ না হইলে, কিরূপে আত্মার পরিত্রাণ হইবে? সরল অন্তরে যতটুকু প্রার্থনা করি তাহার ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। প্রার্থনা করিয়াছি, অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, হিংসা ইত্যাদি রিপু সকল পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনই প্রবল রহিল, পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় গেল না, প্রেমময় ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিলেন, অথচ তাঁহার দুঃখী সন্তানেরা দুঃখের অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল, ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, এবং তাহা হইলে কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত না। যে পরিমাণে সরল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছি, সেই পরিমাণে কাম, ক্রোধ, স্বার্থ, অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছে, প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, যতদিন বাঁচিব

ততদিন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যখনই দেখিয়াছি কতকগুলি লোক প্রেমজলের জন্ত কাঁদিলেন, তাহার পরেই দেখিয়াছি স্বর্গ হইতে প্রেমবৃষ্টি হইয়া তাঁহারা প্রেমসাগরে প্লাবিত হইলেন। ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি আপনাদিগের জীবনে এরূপে প্রার্থনার ফল দেখাইতে পার, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব প্রচারিত হইবে, এবং তাহা হইলে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, নদীতটে, বৃক্ষতলে, নির্জনে, সজনে, হিমালয় পর্ব্বতে শত শত লোক প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার মূল্য যাহাতে জগতে প্রকাশিত হয়, এইজন্ত তোমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, কেন না বিশেষ দয়া করিয়া তিনি তোমাদিগকে প্রার্থনা-রত্ন দান করিয়াছেন। যদি একটী কথা বলিয়া তোমরা ঈশ্বরের কাছে সেই কথার উত্তর পাইয়া থাক, তাহা হইলে ঘরে ঘরে প্রার্থনা সমাদৃত হইবে, এবং সকলেই প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্ত সচেষ্ট হইবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পাপের অন্ত আছে পুণ্যের অন্ত নাই।

রবিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক; ৩রা মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আশ্রিত ব্যক্তির উপর মৃত্যুর কিছুমাত্র অধিকার নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রথম আশার কথা। যত কেন পাপী হই না, যদি বিনীত মনে আশ্রিতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি, আর আমাদের

ভয় নাই। আশার আর একটী কথা বলি, পাপ করা কখনই অসীম হইতে পারে না, পাপের অন্ত আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল পুণ্যই অসীম। মনুষ্য-জীবনের মধ্যে দুটী পথ আছে, একটী পাপের আর একটী পুণ্যের। যে দিকে পাপ সেই দিকে অন্ধকার, যে দিকে পুণ্য সেই দিকে জ্যোতি। স্বাধীন মনুষ্য হয় ঈশ্বরকে লাভ করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হয়, নতুবা সংসারের অধীন হইয়া পাপের পথে গমন করে। উভয় পথেই শক্তি এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, কোন্ দিকে যাইবে তাহা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুটী পথ যে আছে তাহা মানিতেই হইবে; কিন্তু দুই পথই কি সমান দীর্ঘ, এবং সমান দূরে? দুটীতেই কি মনুষ্য অনন্তকাল চলিতে পারে?

গূঢ়রূপে আলোচনা করিলে দেখিব একটী পথ অনন্ত, আর একটী পথ যদিও দীর্ঘ, তথাপি ইহার সীমা আছে। পাপের পথে তোমরা দেখিয়াছ একটী পাপের শেষ হইতে না হইতে আর একটী পাপ উৎপন্ন হয়। পাপের সোপান আছে, যতই নিম্ন স্থানে যাই, ততই দেখি গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্ক আছে। যখন মনে করিয়াছিলাম আর বুঝি ইহা হইতে জঘন্যতর পাপ নাই, তখন আবার দেখি আরও দুশ্চরিত্র হইতে পারি; এইরূপে মন্দ সাহস অবলম্বন করিয়া যতই পাপাচরণ করি, ততই দেখি সম্মুখে নূতন নূতন পাপক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এইজন্য মন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে কোথায় গেলে পাপের শেষ হইবে? কিন্তু পাপের অন্ত নাই, পাপীর এই কথা বলিবার অধিকার নাই।

বস্তুতঃ পাপের অন্ত নাই, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, অনন্তকাল

আমরা পাপ করিতে পারি; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, অনেক কাল আমরা পাপে উন্মত্ত থাকিতে পারি। কেবল পুণ্যের পথই অনন্ত, পুণ্যের অন্ত নাই, অনন্তকাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অন্ত হইবে না, কেন না ঈশ্বর অনন্ত পুণ্যের আধার; কিন্তু ভূলোক কিম্বা দ্যুলোকে, অসীম পাপ কিম্বা অসীম দুঃখের মহাসাগর নাই। তবে যে অনন্ত পাপ এবং অনন্ত নরকের কথা শুনিতে পাই, এ সকল কল্পনার কথা। অনন্ত পুণ্য একটী পদার্থ আছে, তাহা হইতে চিরকাল পুণ্যের আলোক বাহির হইতেছে। অসীম পাপ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, এবং কোন কালেও আসিবে না। কোন মনুষ্য অসীম পাপের আধার ছিল, আছে কিম্বা কখনও থাকিবে ইহা মানিতে পারি না। মনুষ্য যতই কেন গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্কে কলঙ্কিত হউক না, একদিন তাহার অপরাধ নিশ্চয়ই সীমাপ্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি কে কতদিন অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারে? দশ কিম্বা চল্লিশ বৎসর পাষণ্ডের ন্যায় যতদূর পার, ঈশ্বরের অবমাননা করিবে এবং ভয়ানক নিষ্ঠুর হইয়া ভাই ভগ্নীদিগকে মনের ভালবাসা দিবে না, বরং তাঁহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিবে; কিন্তু প্রত্যেক নিষ্ঠুর এবং পাপাচরণের সীমা আছে। তোমার মন পাপ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইবে, তোমার রসনা নির্দ্দয় বাক্য বলিতে বলিতে বিরক্ত হইবে, তোমার চক্ষু নিষ্ঠুরভাবে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইবে। এইরূপে পাপ করিতে করিতে শরীর মন একদিন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু পুণ্যের দিকে অন্ত নাই। পুণ্য করিতে করিতে কেহই অবসন্ন হয় না। ভাই ভগ্নীকে যতদূর প্রেম দেওয়া উচিত, আমাদের

মনে যদি তাহার এক বিন্দু আসিয়া থাকে, ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিন্দু সিন্ধু হইবে; সিন্ধু কেন, সিন্ধু হইতেও প্রশস্ততর এবং গভীরতর হইবে। সেই গভীরতর সাগর আবার ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আবার সেই প্রকার সহস্র সাগর-তুল্য প্রেম হইলেও ঈশ্বরের তুলনায় তাহা বিন্দুমাত্র হইবে; কিন্তু পাপ সেরূপ নহে। কেন না অনন্ত পাপের আধার কিছুই নাই। প্রেম পুণ্যের আদর্শ অনন্ত। যদি ইহা প্রতিবাদ করিবার জন্য তোমরা এই কথা বল যে, দেখ অমুক ব্রাহ্মের প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অমুকের পুণ্য ও উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতেছে, এই কথা মানিব না; কেন না যদি কাহারও উৎসাহ ও প্রেমের অন্ত হইয়া থাকে তাহা কদাচ ঈশ্বরসম্ভূত নহে। যেখান হইতে যাহা আসে সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে। ঈশ্বর হইতে যাহা নিঃসৃত হয়, তাহা—যাঁহার চরণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—অনন্তকাল তাঁহারই দিকে যাইবে। এইজন্য সকল সাধুভাব ঈশ্বরের দিকে যাইবেই। পাপ করিলে পাপের শেষ আছে, কিন্তু পুণ্যের শেষ নাই। রাশি রাশি পাপ করিয়া অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছি। কিন্তু চিরকাল কাঁদিবার জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। অনন্তকাল মনুষ্য হাসিবে, অনন্তকাল মনুষ্য প্রফুল্ল হইবে, এইজন্য তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা আছে; কিন্তু শান্তির দিকে অন্ত নাই। অনন্তকাল আমরা সুখ শান্তি সম্ভোগ করিব ইহা কি সামান্য আশার কথা? ঈশ্বর যে প্রকার প্রকৃতি মনুষ্যকে দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পাপ যন্ত্রণার ভিতরে মৃত্যুর বীজ রাখিয়া দিয়াছেন।

পাপ জন্মে মৃত্যুর জন্য, কিন্তু পুণ্য উঠে চিরকাল বাঁচিবার জন্য। পুণ্যের ভিতর অনন্ত জীবন, পাপের ভিতর মৃত্যু ; পুণ্যের চিরকাল, অনন্তকাল উন্নতি হইবে।

এই যে, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রেমিকের মনে আজ একটী প্রেমতারা মিট্ মিট্ করিতেছে, ক্রমে ক্রমে ইহা এত উজ্জ্বল হইবে যে, ইহার কিরণে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে অপ্রেম পাপ প্রবেশ করে, সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু দেখিতে পাই। পাপকে ঈশ্বর অমর করিয়া সৃজন করেন নাই। আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা পাপকে বধ করিতে পারি। যাঁহারা মনে করেন পাপের জন্য অত্যন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাঁহারা জানেন না যে, পাপের ভিতরে মৃত্যুর বীজ রহিয়াছে। আপনি আপনার বুকের ভিতরে গরল ধারণ করিয়া পাপ জন্মগ্রহণ করে। পরহত্যা করা যেমন পাপের স্বভাব, আত্মহত্যা করাও তেমনই তাহার অদৃষ্টে লেখা রহিয়াছে। পৃথিবী যদি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সংসৃষ্ট হয়, পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি মারিবে। পুণ্য জন্মিয়াছে পৃথিবীর সমুদয় পাপ শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে। পুণ্যের জয় হইবেই হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র ; এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সমস্ত জগতে যে একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে—ইহা সেই প্রশস্ত আশার ক্ষেত্র দেখাইয়া দিতেছে। মনুষ্য চিরকাল পাপ করিতে পারে না। ঈশ্বর তাহাকে এরূপ স্বভাব দিয়াছেন যে, পাপ করিতে করিতে আপনা আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িবে। একদিন তাঁহাকে এই কথা বলিতেই হইবে,

হে ঈশ্বর, আর যে পাপ করিতে পারি না। তখন চক্ষু বলে, আর অভদ্র দর্শন কত করিব? কর্ণ বলে, আর অভদ্র কথা শুনিতে পারি না। প্রাণ বলে, আর কতকাল অসাধুতার মধ্যে থাকিব?

কিন্তু এ কথা কেহ বলে না, পুণ্য আর কতদিন করিব? চক্ষু কতকাল আর ভদ্র দর্শন করিবে? কর্ণ কতকাল আর দয়াল নাম শুনিবে? মন কতকাল আর ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ থাকিবে? এ কথা যদি ব্রাহ্মসমাজ বলে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নহে। আমি আর পুণ্য করিতে পারি না, মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরের কুসন্তান হই, তাহা হইলে এই কথা বলিতে পারি—যৌবনকালের পাঁচ বৎসর উৎসাহের সময়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় একটু একটু ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের পুত্র হইতে এই কথা বাহির হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পুণ্যের শেষ আছে, তবে মানিতে হইবে, পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরেরও মৃত্যু আছে; এবং অবশেষে পাপ অন্ধকারের জয় হইবে; অথবা পৃথিবী পাপেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আর এতকাল দয়াময় নাম বহন করিতে পারি না, রোজ রোজ কেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভক্তিপুষ্প দিয়া পূজা করিব? সরস উপাসনা কেহই চিরকাল করিতে পারে না, এ ঘোর অপরাধের কথা কোন ব্রাহ্মের মুখে শুনিতে পারি না। যে ধর্ম্মরাজ্যে আছি, এখানে কেবল আশার কথা শুনিতেছি, সেই আশার কথা এই, চিরকাল পাপ করিতে পারিব না। পাপের অন্ত আছে, যে সংসারের চারিদিকে মরুভূমি ইহা হইতেই সেই প্রেম পুণ্য বীজ মস্তক উত্তোলন করিবে। কি আশার কথা, এই পাপ দুঃখময় পৃথিবীর মধ্যেই আমরা সশরীরে

স্বর্গ সম্ভোগ করিব! ব্রাহ্মের সম্মুখে স্বর্গ হাসিতে লাগিল। স্বর্গ আপনার আকর্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল, স্বর্গ বলিল, আমারই রাজ্য চিরদিনের জন্য। জন্মিয়াছি যে ধর্ম্ম পাইবার জন্য সেই ধর্ম্ম বলিয়া দিতেছে আমরা অমর। সুখী, পুণ্যবান্ হইব অনন্তকালের জন্য; অসুখী হইব কিয়ৎক্ষণের জন্য। চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া হাসিব। তাঁহার মুখ দেখিতে দেখিতে এই চক্ষু হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইবে। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম! এত আশার কথা আর কোথাও শুনি নাই।

অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

ঈশ্বর-দর্শন।

বৃহস্পতিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক ;
২রা অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

এই মাত্র আমরা কঠোপনিষদের একটী শ্লোকে শ্রবণ করিলাম "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে।" যে ব্যক্তি বলে যে ঈশ্বর আছেন, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন। ঈশ্বর আছেন জগতের অনেক লোক এই কথা বলেন ; কিন্তু ইহার অর্থ কি, অতি অল্প লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদী অনেক, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী অল্প। ঈশ্বর আছেন জ্ঞান দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত কঠিন নহে ; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, এই মধুময় সত্য হৃদয়ের দ্বারা সম্ভোগ করা পাপীদিগের পক্ষে তত সহজ নহে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরকে এইরূপে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছ কি না, তোমাদের জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি হৃদয়ের মধ্যে সেই গম্ভীর সত্তা অনুভূত না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের যে ঈশ্বরে বিশ্বাস সে প্রকার বিশ্বাসে প্রত্যয় নাই। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতায় হৃদয়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই জীবের পরিত্রাণ হয় না। যাঁহারা নিশ্চয়রূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই নিকট তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তেজোময় দীপ্যমান সূর্য্য, কিম্বা জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র যেমন যথার্থই জগৎ আলোকিত

করিতেছে, তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত্তারূপ জ্যোতি অনন্তগুণে উজ্জ্বলতর। ভক্তহৃদয়ে তাঁহার যে আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর আছেন বলা, এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখা এই দুই সমান। পৃথিবীর বস্তু সকল যেমন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্যও ভক্তের নিকট ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের নিকট অতি গূঢ়ভাবে, নিকটতম জড়বস্তু হইতেও নিকটতর রহিয়াছেন। অবিশ্বাসীরা অন্ধ, ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পায় না; কিন্তু যেখানে তাহারা অন্ধকার দেখে, বিশ্বাসীরা সেখানে ধর্ম্মরাজ্য দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জগতের পরিত্রাণ না হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কেবল মুখে এবং জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে; কিন্তু যেখানে মধুময় বিশ্বাসের রাজ্য সেখানে তাহারা উপস্থিত হয় না। যাঁহারা সেই স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে বসিয়া তাঁহারা যতবার ব্রহ্মোপাসনা করেন, প্রত্যেকবার হৃদয় ভরিয়া ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্যের শোভা সম্ভোগ করেন। সেই স্থানে বসিলেই ঈশ্বরের সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, এবং মন সহজেই তাঁহার পবিত্র প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। সেখানে ঈশ্বর-দর্শন এবং তাঁহার সুনির্ম্মল শান্তিজলে সন্তরণ করা একই কথা।

অনেকে বলেন উপাসনা করিলাম, অথচ অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, ইহার কারণ প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব। যাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাসের উদয় হয় নাই, তাহারা না ঈশ্বরের নিকট, না জগতের নিকট—কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ বিশ্বাসী তাঁহারা এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত,

তেমনই অন্য দিকে বন্ধুগণের সঙ্গে অভিন্নহৃদয়। যতদিন সেই অবস্থা না হয় আমাদের হৃদয় শুষ্ক থাকিবেই; ততদিন না ঈশ্বরের প্রেমে আত্মা সুখী হইবে, না ভাই ভগ্নীদিগকে যথার্থরূপে লাভ করিয়া আত্মা পবিত্র হইবে। ততদিন না ঈশ্বর, না জগৎ কাহারও নিকট তৃপ্তি নাই। যাঁহারা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা কেন ঈশ্বর-দর্শনে অধিকার পাইবেন না? যাঁহারা নিমীলিত নয়নে কেবল অন্ধকার দেখেন তাঁহারা জগৎকে জানিতে দিন যে, তাঁহারা কেবল অন্ধকারই দেখেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মরূপ-সামগ্রী পাইয়াছেন, তাঁহারা তেমনই স্পষ্টরূপে তাঁহাকে দেখিতেছেন যেমন আমরা পৃথিবীর বন্ধুদিগকে দেখিতেছি। যিনি বিশ্বাস-নয়নে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন এই আমার ঈশ্বর। দশ পনর বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের পর আমরা কি এখন ন্যায় যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিব, না তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিব? এখনও যদি আত্মার অতি নিকট এবং প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই, তবে এতকাল কি আমরা শূন্য, অন্ধকারের সাধন করিলাম?

ধন মান যেমন যথার্থই মনুষ্যের মনকে টানে, সেইরূপে কি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করে? যদি সেইরূপে আমাদের মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, তবে কি কাহারও উপাসনা নীরস হইতে পারে, না কদাচ এরূপ ভাবিতে পারি—কখন উপাসনা শেষ হইবে, কখন উপাসনা শেষ হইবে? যদি যথার্থরূপে আমাদের মন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার প্রেম পবিত্রতাতে নিশ্চয়ই আমাদের মনকে আকর্ষণ

করিবে। যাঁহার মন যথার্থতঃ ঈশ্বরানুরাগী হইয়াছে, উপাসনা শেষ হইলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়, তিনি বলেন কেন হঠাৎ এত শীঘ্র প্রেমময় ঈশ্বরের উৎসব শেষ হইল? তাঁহার পক্ষে মধুময় ঈশ্বরের উপাসনা সর্ব্বদাই মধুময়। যিনি এইরূপে ব্রহ্মপ্রেমে মুগ্ধ, উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। ধনের জন্য পৃথিবীর লোক দিবারাত্রি কত কষ্ট বহন করে, ধন সঞ্চিত হইতেছে ইহা মনে করিলে তাহাদের কত আনন্দ হয়; কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম সংসারীদিগের মত সেইরূপ লোভী এবং উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মধন অন্বেষণ করিতেছেন? বিষয়ীরা যেমন তাহাদের স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির মায়ায় বশীভূত, আমাদের অন্তরেও যদি সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি মায়া জন্মে, তবে কি আমরা তাঁহার ধর্ম্মসাধন করিতে কষ্ট মনে করিতে পারি? যাহার মন ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্র হইয়াছে, সে কি নিমেষের জন্য তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? সমস্ত দিন যে কেবল বাক্য দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমানতা ভক্তহৃদয়ের পরশমণি, তাঁহার অপরূপ-রূপ-মাধুরী ভক্তের চক্ষুর অঞ্জন, তাঁহার নাম ভক্তের ভূষণ, এবং তাঁহার চরণ সেবা ভক্তের হস্তের ভূষণ। ভক্তের প্রাণ মন হৃদয় আত্মা সর্ব্বস্ব তাঁহাতে মগ্ন রহিয়াছে।

ব্রাহ্মগণ, যদি সুখী হইতে চাও, এই ভক্তির সাধন গ্রহণ কর; ইহা ভিন্ন আর কোনও মতে অন্তরের পাপ তাপ এবং অন্তরের মৃতভাব দূর হইবার নহে। ঈশ্বরকে না দেখিয়া যিনি একদিন থাকিতে পারেন, তিনি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন। প্রকৃত ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন "যে দিন ব্রহ্মদর্শন হয় নাই,

সে দিন জগতের কেহই আমাকে সুখী করিতে পারে নাই। কি স্ত্রী পুত্র কন্যা, কি প্রিয়তম বন্ধু বান্ধব, কেহই আমার মনে শান্তি আনিয়া দিতে পারে নাই। পৃথিবীর লোক যাহাকে সুখের রাজ্য বলে, তাহাতে আমার দুঃখ অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যে দিন পিতার প্রেমমুখ দেখি নাই, সে দিন যে কি দুঃখের দিন, পৃথিবীর লোক তাহা বুঝিতে পারে না। দুই ঘণ্টা কাঁদিলাম, সমস্ত দিন বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কাতর হইলাম, তথাপি ঈশ্বর-দর্শন হইল না।" এইরূপে ব্রহ্ম-অদর্শনের যে কত কষ্ট তাহা সাধক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। যখন পাপ এবং পৃথিবীর কষাঘাতে প্রাণ অস্থির হয়, তখন যদি পিতার মুখ না দেখি, চারিদিক অন্ধকার দেখি। কে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? পুণ্যের সাগর মুক্তিদাতার কাছে না গেলে, কে আর পাপক্ষয় করিবে? মৃত্যুঞ্জয়কে কাছে না দেখিলে কে মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে? অতএব, ব্রাহ্মগণ, যথার্থ বস্তু অন্বেষণ কর।

বিশ্বাস চক্ষুতে তাঁহাকে না দেখিয়া যদি পাঁচজন মিলিয়া মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত কর, তাহাতেও যথার্থ পরিত্রাণ এবং সুখ শান্তি নাই। একটী দিন যদি ঈশ্বর-দর্শন না হয়, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ না তাঁহার দেখা পাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সাধন ছাড়িবে না। এই বিশ্বাস করিবে, জীবনে অবশ্যই কোন পাপ হইয়াছে, তাহা না হইলে সন্তান কেন পিতাকে দেখিতে পাইবে না? পৃথিবীর সকলকে দেখিলাম; কিন্তু যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, বন্ধুর বন্ধু, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দেখা হইবে না, ভক্ত ডাকিলে ভক্তবৎসল দেখা দিবেন না, কদাচ ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলেই

যদি তাঁহার দর্শন না হয়, তবে কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? ঈশ্বর-দর্শনে যদি সামান্য পরিমাণেও সংশয় থাকে, তবে সেই কালসর্পের দংশনে একদিন সমস্ত ধর্ম্মজীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব, বন্ধুগণ, বিশেষ সাবধান হইয়া নিঃসংশয় বিশ্বাস সাধন কর, কোন ভয় থাকিবে না। কেবল উৎসবে একদিন ঈশ্বরকে দেখিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিন কি নির্জনে, কি সজনে, দীননাথ বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। "পিতা আমার নিকটে" এই মূল সত্যই পরিত্রাণ শাস্ত্রের মূল মন্ত্র; দীর্ঘ উপাসনা এবং আড়ম্বরে মুক্তি নাই। লোককে দেখাইলে কি হইবে? বাহিরের চাক্‌চিক্যে বাহিরের লোক ভুলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি ঈশ্বরকে ভুলাইতে পার? তিনি যে অন্তরের বিশ্বাস দেখেন। গোপনে তাঁহাকে ডাক। বল এই ঘরে, এখনই এখানে ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিবে। এইরূপে যদি একবার তাঁহাকে দেখ, অনুমান, সন্দেহ অসম্ভব হইবে; অবিশ্বাস ত দূরের কথা। যেখানে বাহিরের কোন অবস্থা অনুকূল নহে, বিশ্বাসী হইলে সেখানেও তাঁহাকে দেখিবে। আর যদি বিশ্বাস না থাকে, সহস্র ভক্তমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইলেও তাঁহাকে দেখিবে না। মন যদি বলে ঈশ্বর নাই, মধুর সঙ্গীত কি ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে? অতএব পূর্ণ বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে উজ্জ্বল এবং স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রতিজ্ঞা কর প্রতিদিন অন্ততঃ একটীবার প্রেমচক্ষে পিতাকে দেখিব। দেখিবে স্বর্গের শোভা আসিয়া তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারস্থ সকলের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তখন যে দিকে ফিরাও আঁখি—কি দক্ষিণে, কি বামে, কি ভ্রাতার প্রতি,

কি ভগ্নীর প্রতি, কি নিজের প্রাণমন্দিরে, সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়কে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

বেরিলী।

রোহিলখণ্ড ব্রাহ্মসমাজ।

নিরাকার ঈশ্বর-দর্শন।

বুধবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক ; ৮ই অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন, এখন আমরা চারিদিকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপন দেখিতেছি। যে ব্রহ্মসাধন নিতান্ত কঠিন বলিয়া বহুকাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সেই ব্রহ্মসাধনের পুনরুদ্দীপন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। নিরাকার ঈশ্বর সাধন করা সামান্য নহে, মনুষ্যের মন বাল্যকাল হইতে বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু সকল যেমন মনুষ্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়াতীত নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখিতে পায় না। মনুষ্যজীবনে এখন যে শরীর সাধনই প্রধান হইয়াছে, কে ইহা অস্বীকার করিবে? বাহিরের বস্তু মনুষ্য সহজেই সম্ভোগ করিতে পারে, সুতরাং বাহিরের বস্তুর জন্যই তাহার মন সর্ব্বদা লালায়িত হয়। বিষয়রসে তাহার মন এমনই গূঢ়ভাবে মুগ্ধ যে, অতীন্দ্রিয় সামগ্রী তাহার লালসা উদ্দীপন করিতে পারে না। এইজন্যই কি

কিন্তু শেষ ভাগ অতি সহজ এবং সুধাময়। প্রথমে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে যাওয়া কঠিন। প্রথমাবস্থায় কি নির্জ্জনে, কি পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ কর—মনকে স্থির করা নিতান্ত কঠিন; কেন না তোমার মনের সঙ্গে সংসারের সেই স্ত্রী, সেই সন্তানগণ সংযুক্ত রহিয়াছে। এইজন্যই পূর্ব্বকার সাধুরা বলিয়াছেন, ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দুর্জ্জয় বিষয়বাসনা সকল বারম্বার জয় করিতে হইবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের দুর্দ্দান্ত কুপ্রবৃত্তি সকলকে বধ করিতে হইবে। এইজন্যই সাধককে প্রথমাবস্থায় অনেক কঠিনতা, এবং বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা বহুকাল কাম, ক্রোধ ইতাদি জঘন্য রিপুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি কঠিন ব্যাপার। পাপ দমন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে হইবে, মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইতে হইবে, এই দুই প্রকার সাধন কঠিন বলিয়া অনেক পাপাচারী শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে। চিরকাল যাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ জিতেন্দ্রিয় হওয়া তাহাদের পক্ষে অতি কঠিন। এইজন্য বারম্বার বলিতেছি ধর্ম্মপথের প্রথমাবস্থায় অনেক ভয়, নিরাশা এবং নিরুৎসাহ দেখিবে; কিন্তু ভীত না হইয়া অগ্রসর হও, দেখিবে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথ অতি সুলভ এবং আলোকময় হইবে।

আমাদের এই দোষ যে, শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য থাকে না। আমরা মনে করি নদীর উপরিভাগে মুক্তা, কিন্তু তাহা নহে; মুক্তা লাভ করিতে হইলে গভীর জলে নিমগ্ন হইতে হইবে। যতই গভীর হইতে গভীরতর সাধনে নিযুক্ত হইব ততই ধর্ম্ম মধুময়

হইবে। এখন সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের হওয়া কঠিন, তখন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আসক্ত হওয়া কঠিন হইবে। যখন ধর্ম্মের মধু আস্বাদন করিব তখন উপাসনা না করা অসম্ভব হইবে। তখন জানিব ব্রহ্ম কেমন সুমিষ্ট নাম। এখন সংসারের মোহে অচেতন থাকা সহজ, তখন ব্রহ্মপ্রেমে মোহিত হওয়া নিশ্চয় সহজ হইবে। এখন যেমন অনায়াসে বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করি, তখন এইরূপ সহজে আত্মা ঈশ্বরে জীবন ধারণ করিবে। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে এখন চিন্তা করা কঠিন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলে ব্রহ্মধ্যান অতি সহজ। পরিবার পরিত্যাগ করিতে ব্রাহ্মসমাজ কখনও উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মেরা বলেন—যদি দুই মিনিট প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাকিতে না ডাকিতে পরিবারের মধ্যেই তাঁহার পবিত্র সিংহাসন দেখিতে পাই—তাঁহাকে ডাকিলে পাপযন্ত্রণা দূর হয়—যদি ঈশ্বরের নাম গান করিয়া সুখী হইতে পারি, তবে কেন আর নিত্য সুখে বঞ্চিত হই।

সুখ এ পৃথিবীতে নাই, অসার বিষয়সুখে জীবের তৃপ্তি হয় না, প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে আত্মার শান্তি নাই। যদি দুটী পয়সা লাভ করিবার জন্য আয়াস এবং সাধন আবশ্যক, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বররূপ-পরম-ধন তাঁহার জন্য কি পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না? সাধন কর, নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইবে। পরিবার রক্ষা করিবার জন্য জীবনের রক্ত শেষ করিতেছ, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য কি কিছুই করিবে না? প্রেমফুল লইয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণতলে উপহার দাও, সকল দুঃখ পাপ দূর হইবে। স্ত্রী পুত্র সকলকে লইয়া তাঁহার পূজা কর, পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ ভোগ

করিবে। মনের চক্ষু যদি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে পায় তবে সকল অবস্থাতেই নিত্য সুখে সুখী থাকিবে। যদি উপদেশ চাও, তিনি গুরু, তাঁহার নিকট যাও; যদি পরিত্রাণ চাও, তিনি পরিত্রাতা, তাঁহার শরণাপন্ন হও; যদি পরিবার চাও, তিনি পিতা মাতা, তাঁহার সন্তানগণ ভাই ভগ্নী, তাঁহার গৃহে প্রবেশ কর। বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিও না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখ। পাঁচ দিন সাধন কর, নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় পিতাকে দেখিয়া সুখী হইবে। অমৃতপাত্র হাতে লইয়া হৃদয়ের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দগ্ধ মনের উপর প্রেমের শীতল জল বর্ষণ করিবেন এই তাঁহার সঙ্কল্প। কি কলিকাতা, কি বেরিলী, কি হিমালয়, কি ভারতের অন্য স্থানে, কি নির্জ্জনে, কি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যেখানে তাঁহাকে ডাকিবে, সেইখানেই প্রেমময় দেখা দিবেন। একবার যদি তাঁহার মুখের প্রেম-জ্যোতি দেখিতে পাও, ইচ্ছা হইবে চিরকাল সকলে একত্র হইয়া দয়াময় দয়াময় বলিয়া দিন যাপন করি।

মশুরী পর্ব্বত।

অভিন্ন-হৃদয়ত্ব

রবিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ১২ই অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

এই পর্ব্বত হইতে কত নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহির্গত হইয়া কত দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে; কিন্তু সমুদয় নদীর উৎপত্তিস্থান

এক পর্ব্বত। এইরূপ এক পিতার প্রেম আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে এক প্রেম-গঙ্গা বহির্গত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া জগতের কত লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমাদের জীবনের অন্য সহস্র প্রকার প্রভেদ থাকে থাকুক; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে সেই এক অটল পর্ব্বত হইতে প্রেম-নদীর জল আসিতেছে, ইহা দেখিলে আমাদের জীবনের অন্য সহস্র প্রকার অনৈক্যের কারণ আমাদিগকে ভীত করিতে পারে না। যিনি আমাদের সকলের সাধারণ দয়াময় পিতা, তাঁহার মধ্যে আমাদের মিল হইলে আমাদের জীবন কদাচ বিবাদের ভূমি হইতে পারে না। সমুদয় জগতের কর্ত্তা সেই ভক্তবৎসলের চরণে সম্মিলিত হইলে সকল অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া যাই, এবং তাঁহার প্রেম সকলের অন্তরে আসিতেছে ইহা অনুভব করিলে হৃদয়ে আর আনন্দ শান্তির সীমা থাকে না। অতএব ভাই, ভগ্নি, সকলে এস, যেখান হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে, সেই উচ্চ অটল পর্ব্বতরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার পূজা এবং সেবা করি।

সেই সময় শীঘ্রই আসিতেছে, যখন আর আমরা ভিন্ন থাকিতে পারিব না। ভিন্নতা মহাপাপ। এতকাল একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও যদি আমরা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারি, তবে মহাপাতকী বলিয়া অচিরেই আমরা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব। পিতার নামে এক না হইলে কদাচ আমাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার হইবে না; অদ্যাবধি আমরা পিতার চরণে একপ্রাণ হই নাই, ইহা ভাবিলে অন্তর দুঃখে বিদীর্ণ হয়। ভাই ভগ্নীরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং

আমরা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করি ইহা, আমরা ইচ্ছা করি না; কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ অভিন্ন-হৃদয় না হইব, ততদিন স্বর্গ ও পরিত্রাণ আমাদের পক্ষে মিথ্যা। যে দিন সকলের জ্ঞান বুদ্ধি একত্র হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে, এবং সকলের প্রেম ভক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবে, এবং আমাদের সমুদয় বল শক্তি এক হইবে, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে, সে দিন দেখিব যে পৃথিবীতেই ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রকারে যদি এক প্রাণ, একাত্মা এবং অভিন্ন-হৃদয় হইয়া পৃথিবীতে প্রভুর কার্য্য করিতে পারি, অনতিবিলম্বে আমাদের মধ্যেই তাঁহার স্বর্গরাজ্য দেখিয়া সুখী হইব। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই আমাদের পক্ষে ঘোর বিপদ এবং পরীক্ষা। ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু; আমাদের সকলের আত্মা যদি সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সার এবং স্বর্গীয়, সকলই ঈশ্বরের, কেন না আমরা সকলেই পিতার সাধারণ সম্পত্তি, সুতরাং আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এইরূপে যখন বিশ্বাস এবং প্রেমনয়নে আমাদের মধ্যে পিতাকে দেখিব, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলেই তাঁহার অধীন হইব, তখন আমরা সহজেই একপ্রাণ হইব। এবং আমাদের মধ্যে আপনা আপনি শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। অতএব যদি এ জীবনে সুখ শান্তি চাও, তবে ত্বরায় একপ্রাণ হও, অভিন্ন-হৃদয় হও। এক ঈশ্বরকে যদি সকলে দেখ, সকলের চক্ষু এক হইবে; এক ঈশ্বরের কথা যদি সকলে শ্রবণ কর, সকলের কর্ণ এক কর্ণ হইবে; এক ঈশ্বরের প্রেম যদি সকলে আস্বাদন কর, সকলের প্রেম এক প্রেম হইবে; এক নামামৃত যদি সকলে পান কর, সকলের রসনা

এক রসনা হইবে। এইরূপে যখন সকলের রসনা এক রসনা হইবে, এইরূপে যখন সকলের জীবন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এক হইবে, তখন সেই জীবন-গঙ্গা নদীর স্থায় চারিদিকে ধাবিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবে, এবং যাঁহারা একপ্রাণ এবং অভিন্ন-হৃদয় হইবেন, তাঁহারাও তখন সহস্র গুণে ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন।

দেরাদুন।

নাম সাধন।

রবিবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক; ২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীতে এমন সময় ছিল যখন সাধন প্রণালী অতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতেছে, সাধন প্রণালী ততই সহজ এবং সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। এই সামান্য সূক্ষ্ম সূত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি, তবেই আমাদের পরিত্রাণ। যাহারা অল্প বিশ্বাসী, যাহারা ধর্ম্মের প্রথম সোপানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সহজে ঐ ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদের জন্য দীর্ঘ প্রণালী আবশ্যক, কিন্তু যাঁহারা অধিক দিন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য একটী শব্দই যথেষ্ট। দয়াময় কিম্বা প্রেমময়, কি পিতা এইরূপ একটী নাম কিম্বা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তাঁহাদের অন্তরে ভক্তি প্রেম উথলিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা লাভ না করিলে বাঁচিবার

আর অন্য পথ নাই। জগতের সমুদয় ভক্তবৃন্দই এই সহজ পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদেরও ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বহুকাল কঠোর সাধনের সময় অতীত হইয়াছে। এখন জীবন্ত বিশ্বাস এবং জীবন্ত প্রেমের সময়, এ সময় ভক্তি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতাভরে কেবল ঈশ্বরের নাম করিলেই জীবের পরিত্রাণ হইবে। তাঁহার নাম গ্রহণ করিবা মাত্র যদি নিতান্ত জঘন্য হৃদয়ের মধ্যেও স্বর্গ প্রকাশ হইল দেখিতে না পাই, তবে ঈশ্বরের নামে বিশ্বাসের উপর আর জগতের বিশ্বাস থাকিবে না।

যথার্থ সাধক যাঁহারা, তাঁহারা নাম করিতে করিতে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ভক্তের অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি এবং পাপ সকল নিস্তেজ হয়। তাঁহার নাম স্মরণ মাত্র ভক্তের অন্তরে দিব্য জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য জ্যোতি প্রকাশিত হয় এবং সকল প্রকার অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায়। তাঁহার নাম করিবা মাত্র কিরূপে আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন হয়, সাধক নিজেই বুঝিতে পারেন না, অন্যকে কিরূপে বুঝাইবেন? ভক্ত ঈশ্বরকে ডাকিবা মাত্র কেবল তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পান তাহা নহে, কিন্তু ইহ পরলোকবাসী সমুদয় ভক্তমণ্ডলীকে তিনি তাঁহার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী দেখিতে পান। যিনি নাম গ্রহণ করিবা মাত্র ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য নিকটে দেখিতে পান, পাপ, দুঃখের সাধ্য কি তাঁহাকে সন্তাপিত করে। অতএব যদি বিশ্বাস ভক্তি পরীক্ষা করিতে চাও, আত্মার মধ্যে গভীর স্বরে ঈশ্বরের নাম করিও। যদি নাম করিবা মাত্র তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া অন্তরে প্রেম ভক্তি উথলিয়া না পড়ে, সমুদয় দুঃখ পাপহারী ঈশ্বরকে ভাবিলেও যদি অন্তরের

রিপু সকল অবসন্ন না হয় তাঁহার নামে যদি কঠিন পাষাণ-তুল্য অপবিত্র হৃদয় প্রেমের উত্তান না হয়, তবে জানিও এখন তোমার সেই বিস্তৃত দীর্ঘ সাধন প্রণালীর সময় অতীত হয় নাই। অতএব পরিশ্রান্ত অল্পবিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের একটী নাম গ্রহণ করিবা মাত্র তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে, এবং তাঁহার শ্রীচরণে একটী প্রণাম করিলেই তোমাদের আত্মা তাঁহার পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ করিবে।

দেরাদুন।

দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ।

মঙ্গলবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক; ২৮শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

পরিশ্রান্ত পথিক পথে রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যখন বৃক্ষতলে ছায়া লাভ করে, তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, তোমরাও সেইরূপ অনেক দিন সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার কষ্ট ক্লেশ পাইয়া আজ ব্রাহ্ম পরিবাররূপ-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইলে। সংসারের নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা এবং বাধা বিপত্তি বহুকাল তোমাদের সুখ হানি করিয়াছে, অনেক প্রকার পাপ অপরাধে তোমাদের মন বিদ্ধ হইয়াছে, সংসারের কণ্টকে তোমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়াময় ঈশ্বর বিশেষ সময়ে তোমাদিগকে পুত্র কন্যা বলিয়া তোমাদের হাত ধরিলেন। বিশ্বাসচক্ষু

খুলিয়া দেখ, কে তিনি। যিনি দয়া করিয়া তোমাদের হস্ত ধারণ করিলেন, ভাল করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লও। এরূপ দৃঢ় করিয়া তাঁহার চরণ বক্ষে বাঁধিয়া লও যে, কখনও তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যিনি পাপ দুঃখের অবস্থা হইতে তোমাদিগকে পুণ্য এবং সুখ সম্পদের অবস্থায় লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, সাবধান, কখনও তাঁহাকে ভুলিও না। যিনি এত দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে স্থান দিলেন, কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া এই পরিবারে কলঙ্ক আনিও না।

এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য সময় আসিয়াছে, দেশ দেশান্তরে এখন সত্যের জয় বিস্তার হইতেছে, শত সহস্র আত্মাতে এখন স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেমনদী প্রবাহিত হইতেছে। তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে, এ সময়ে তোমরা দীক্ষিত হইলে। এই যে সম্মুখে পুষ্পগুলি, যদিও ইহারা অতি সুন্দর, কিন্তু পিতার কৃপায় যখন তোমাদের মনের মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তি-ফুল সকল ফুটিবে, সেই সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহাদের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। পিতার দয়াগুণে আমাদের ব্রহ্মমন্দিরের অনেকগুলি ভাই ভগ্নীর অন্তরে এ সকল মধুময় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই স্বর্গের উদ্যান দেখিয়া প্রেমধারা বহিতে থাকে। দয়াময় আমাদের ন্যায় পাতকীদিগকে এত দয়া করিবেন, ইহা ত জানিতাম না। তাঁহার করুণাগুণে যে সকল স্বর্গের ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা কি বাক্যে বলিতে পারি? (বলিতে বলিতে আচার্য্যের বাক্‌রুদ্ধ হইল, এবং ক্রমাগত প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল) আমাদিগকে স্বর্গের পিতা কি জন্য এমন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন? স্বর্গের শোভা দেখাইয়া

আমাদিগকে তাঁহার প্রেমে একেবারে ভুলাইয়া রাখিবেন, এই কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে ?

যদি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ, কেমন সুন্দর তিনি, যিনি তোমাদের হাত ধরিয়াছেন, একবার দেখিলে কি কাহারও ইহাঁকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় ? ইনি যে পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ক্রমাগত ইহাঁর সঙ্গে সেই পথে চলিয়া যাও, ভয় নাই, বিপদ নাই। যাহাদিগকে তোমরা আত্মীয় এবং আপনার লোক বল, তাহারা তোমাদিগকে পাপ পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিয়া পিতাকে ছাড়িও না। জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে দয়াময় নাম দিয়াছেন তাহা পাপী তাপীর একমাত্র ধন। এই নাম দিন দিন সাধন কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে এই নামের কত মহিমা। এই ত সামান্য একটী ক্ষুদ্র নাম, ইহাতে কত পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, ভাবিলে মন স্তব্ধ হয়। ঈশ্বর আপনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কি তোমরা দেখিতেছ না ? ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা ডাকিবা মাত্র স্বর্গ ছাড়িয়া তিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিবেন। তাঁহাকে ডাকিলে আমাদের ঈশ্বর এই কথা বলেন না যে, এখন তুমি কিছুকাল কষ্ট পাও, পরে দেখা দিয়া আমি তোমাকে সুখী করিব। আমাদের ঈশ্বরের মুখে কেহই কখনও এ কথা শুনে নাই। যখনই তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি দেখা দিয়া তোমাদের আত্মাতে প্রেমামৃত বর্ষণ করিবেন, এবং মাতার ন্যায় পুণ্য সুধা পান করাইবেন।

তাঁহার কৃপায় কদাচ নিরাশ এবং ভগ্নোৎসাহ হইও না।

প্রতিদিন মনের সহিত প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকিও, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া তোমাদিগকে দেখা দিবেন। মানুষ তাঁহার পরিচয় দিতে পারে না। কেবল উপাসনার সময় তিনি তোমাদের কাছে আসিবেন তাহা নহে, যেখানে তোমরা থাক, কি সজনে, কি নির্জনে, কি সাংসারিক কোন কার্য্যে, সর্ব্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যথন দেখিবে কেহই কাছে নাই, সেখানেও দেখিবে একজন কাছে বসিয়া আছেন। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা অতি আত্মীয়, এমন কি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা তাঁহারাও পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর কখনও তাঁহার পুত্র কন্যাকে দূরে ছাড়িয়া যান, ইহা কি তোমাদের মধ্যে কেহ শুনিয়াছ? তিনি যেমন নিমেষের জন্য তাঁহার কোন সন্তানকে ছাড়িয়া যান না, তোমরাও চিরকাল অবিশ্রান্ত তাঁহার সাধন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র "দয়াময় পিতা আমার কাছে বসিয়া আছেন," প্রত্যহ তোমরা এই মহামন্ত্র সাধন কর। ইহা সাধন করিতে করিতে গভীর প্রেমতরঙ্গে এবং মহানন্দে তোমাদের প্রাণ গলিয়া যাইবে। যদি অন্তরে রিপু প্রবল হয়, তৎক্ষণাৎ কোথায় দয়াময় বলিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, দেখিবে ডাকিবা মাত্র তোমাদের নিস্তেজ মন পুণ্যবলে পরিপূর্ণ হইবে।

আজ তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিলে ইহা সামান্য ব্রত নহে, ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল জীবনের এই মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। ভাই ভগ্নী সকলে মিলে সদ্ভাবে থেক। আজ যাঁহারা স্বামী স্ত্রী সর্ব্বসাক্ষী পিতার নিকটে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রহ্মপরিবারভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় আজ নূতন স্বর্গীয় সম্পর্ক

সংস্থাপিত হইল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আজ পবিত্রভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মিলিত হইলেন। এইরূপে যদি দুই আত্মার মিলন হয়, ইহা হইতে আর পৃথিবীতে সুন্দরতর দৃশ্য কি আছে? ভাই, ভগ্নী, বিনীতহৃদয়ে তোমাদিগকে বলিতেছি, এক ধর্ম্মকে পরস্পরের প্রাণ করিয়া চিরকালের জন্য ঈশ্বরের দাস দাসী হইয়া থাক। দয়াময় তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। যেখানে পৌঁছিলে পাপ যন্ত্রণা থাকিবে না, ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই পবিত্র শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাউন। তাঁহার কৃপায় আজ তোমরা আমাদের হইলে এবং আমরা তোমাদের হইলাম। বল চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সেই এক দয়াময় পিতার পবিত্র প্রেম-গৃহে বাস করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লাহোর।

দর্শন ও শ্রবণ-যোগ।

রবিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক; ১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগকা ধর্ম্ম হয়। যোগ তিন প্রকার। পহলা দর্শন-যোগ, দুস্‌রা শ্রবণ-যোগ, তিস্‌রা প্রাণ-যোগ। জয়সী শরীরমে আঁখ হয়, ভিতর ভী বৈসীহী আঁখ হয়, জিস্‌মে ঈশ্বরকী শক্তি, প্রেম, জ্ঞান অওর পুণ্য দেখ্‌নে কী শক্তি হয়। উসী শক্তিকা নাম বিশ্বাস

হয়। উসী আঁখ্সে ভক্ত ব্রহ্মকা বর্ত্তমানতা, অওর উস্‌কী খুবী দেখ্‌তা হয়, অওর আঁখ চরিতার্থ হোতা হয়। ইস্‌কা নাম দর্শন-যোগ; জব পূর্ণ দর্শন-যোগ হোবে তব ব্রহ্মকা আদেশ মালুম হোতা হয়, ইস্‌কা নাম শ্রবণ-যোগ। আত্মাকী জিস্ শক্তিসে ব্রহ্মকে উপদেশকী উপলব্ধি হোতী হয়, উস্‌কা নাম বিবেক। বিশ্বাস আত্মাকী আঁখ, পর বিবেক আত্মাকা কাণ হয়। বিশ্বাসসে আত্মা ব্রহ্মকো দেখ্‌তা হয়, অওর বিবেকসে উহ উস্‌কী দেববাণী শুন্‌তা হয়। পরন্তু ইহ দর্শন অওর ইহ শ্রবণ ভৌতিক নহি। ব্রহ্ম নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত হয়। উস্‌কা কোই জড় আকার অথবা মূর্ত্তি নহি। উস্‌কা কোই ভৌতিক মুখ নহি, জিস্‌সে উহ শব্দ উচ্চারণ কর্‌তা হয়। উস্‌কা সারা স্বভাব আধ্যাত্মিক হয়। বেদ, বাইবেল, কোরাণ ঈশ্বরনে অপনে মুহসে কহেথে, ইহ গলৎ হয়। পরন্তু বিবেকসে যো ঈশ্বরকী বাণী শুনি যাতী হয়, ওহী অভ্রান্ত শাস্ত্র হয়। জব পূর্ণ দর্শন অওর পূর্ণ শ্রবণ-যোগ হোতা হয়, তব প্রাণ-যোগ আরম্ভ হোতা হয়। প্রাণ-যোগ্‌সে ঈশ্বর চিরধন হো যাতে হঁয়, ইহ যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হয়। দর্শন অওর শ্রবণ-যোগ্‌কা বিচ্ছেদ হো সক্‌তা হয়; পরন্তু প্রাণ-যোগ্‌কা বিচ্ছেদ নহি হোতা। জব কিসী ভক্তমে প্রাণ-যোগ পয়দা হুয়া উহ ঈশ্বর বিনা জী নহি সক্‌তা। দর্শন অওর শ্রবণ-যোগ্‌কা পীছে প্রাণ-যোগ হোতা হয়, জয়সী মছ্‌লি জলসে অলগ হোকে স্থলমে নহি রহ সক্‌তী, প্রাণ-যোগ হোনেকে পীছে ভক্ত ঈশ্বর বিনা প্রাণ ধারণ নহি কর সক্‌তা। ঈশ্বর ভক্তকা জীবন সর্ব্বস্ব হয়। ঈশ্বরসে জুদা হোকে উহ আধা ঘণ্টাভী জীবন ধারণ নহি

কর সক্‌তা। দর্শন অওর শ্রবণ যোগমে আনন্দ হোতা হয়; পরন্তু প্রাণ-যোগ্‌সে নিত্যানন্দ হোতা হয়। সবকে ওয়াস্তে প্রাণ-যোগ দরকার হয়, ইহ সারে উপদেশকা সার হয়। সবসে শ্রেষ্ঠ যোগ প্রাণ-যোগ হয়। ব্রহ্মভক্ত অওর ব্রহ্মপ্রেমী যোগী হয়, প্রাণ-যোগ হোনেসে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মযোগী হোতা হয়। উহ ব্রহ্মকো ছোড়কে এক পল প্রাণ ধারণ নহি কর সক্‌তা। জিসকী ইহ অবস্থা হুয়ী, উহ পুণ্যবান্‌ হোতা হয়। জিস্‌কা প্রাণ-যোগ নহি হুয়া, থোড়ে দিন পীছে পাপ প্রলোভনমে গির্‌তা হয়। যো যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম জান্‌তা হয়, উহ ইস প্রাণ-যোগ্‌কে লিয়ে ব্যাকুল হোতা হয়। ব্রহ্মকী কৃপাসে উহ পূর্ণানন্দ পাতা হয়। এ ভাইয়োঁ! ইস প্রণে-যোগ্‌কে ওয়াস্তে যতন্‌ করো। দুঃখ পাপ নহি রহেগা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সশরীরে স্বর্গে গমন।

রবিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

সশরীরে স্বর্গে গমন করা যায়, এ কথা তোমরা অবশ্যই শ্রবণ করিয়াছ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিয়াছ? না ইহা নিতান্ত অসম্ভব এবং অসার কথা বলিয়া একেবারে ইহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ? ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে আমি বলিতেছি ইহা সার কথা। ঈশ্বরের কৃপায় অনেকে

ইহা আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বর্গে যাওয়া যায় ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; কিন্তু শরীর লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই হয় ত অনেকে উপহাস করিবেন। প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ সাধু ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতেছি না; কিন্তু আমরাই শরীর লইয়া স্বর্গে গমন করিব ইহারই বিষয় বলিতেছি। ব্রহ্মমন্দিরে এই নূতন কথা শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন; কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া, ইহার মধ্যে যে মধু আছে, তাহা পান করিলে ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। শরীর থাকিতে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কেবল বিশ্বাস এবং আশার কথা নহে; কিন্তু অনেকের পক্ষে ইহা সাধন এবং জীবনের ঘটনার কথা। ইহার গূঢ়তত্ত্ব যতদিন না আমাদের সকলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইবে, ততদিন আমাদের সুখ অসম্ভব। যতদিন দেহ লইয়া আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারিব, ততদিন কোন মতেই আমাদের দুঃখ পাপ দূর হইবার নহে। অল্পবিশ্বাসীরা হয় ত বলিবে, কি শরীর থাকিবে, অথচ আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহাও কি কখনও সম্ভব? কিন্তু যাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস করা হইল।

শরীর থাকিতেই আমরা স্বর্গে যাইব ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গে যাইবার জন্য আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না; কিন্তু দেহ নাশ হইবার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে থাকিতেই আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহা আমাদের স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায়। ঈশ্বর

নিরন্তর আমাদিগকে স্বর্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এই শরীর থাকিতে থাকিতেই ব্রাহ্মদিগকে সেই স্বর্গ দেখিতে হইবে। যদি মৃত্যুর পরে স্বর্গ দেখিতে হয় এবং শরীর থাকিতে স্বর্গের সুখ ভোগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর মিথ্যা এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মও মিথ্যা। যদি বল আমরা এ জীবনে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব না, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব হ্রাস হইল। শরীর থাকিতে থাকিতেই ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মেরা স্বর্গের প্রেম আস্বাদ করিতে পারেন ইহাতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এত গৌরব। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া ইহার অর্থ কি ? ইহা নহে যে শরীর ব্রহ্মভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে।

যখন আত্মা অনিত্য সুখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ব্রহ্মানন্দ রস পান করিবার জন্য স্বর্গে চলিয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে পারিব, যথার্থ অনাসক্ত কাহাকে বলে। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাওয়া পাপ, আবার সংসারে থাকিয়া বৈরাগী না হওয়াও পাপ। শরীরের মধ্যে থাকিয়াই আত্মা যখন ঈশ্বরের নাম গান, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার প্রার্থনা এবং তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত হয়, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া কি তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না ? মৃত্যুগ্রাস হইতে শরীরকে উদ্ধার করিয়া কোন উৎকৃষ্টতর স্থানে চলিয়া যাওয়া সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নহে। জগতের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়

ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মেরা কদাচ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, শরীর যতদিন জীবিত থাকে, ইহারই মধ্যে আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায় এবং সশরীরে স্বর্গের সুখ উপভোগ করে। শরীর আত্মার দাস, আত্মা যদি সংসারী হয়, শরীরও সংসারের সুখ সাধনেই নিযুক্ত থাকে। আত্মা যদি ঈশ্বরের হয়, শরীরও ভক্তের অনুগত হইয়া ধর্ম্মসাধনের অনুকূল হয়। আত্মা যদি ঈশ্বরের দিকে যায়, শরীরের ক্ষমতা কি যে, সেই গতি নিবারণ করে? এইজন্যই বলা হইয়াছে আত্মা শরীর লইয়া স্বর্গে গমন করে। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব।

ভক্ত যখন প্রকৃত উপাসনায় নিমগ্ন হন, সেই সময় জগতের লোক মনে করে তিনি পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি শরীর লইয়া পৃথিবী হইতে এতদূর চলিয়া গিয়াছেন যে, সেখানে পৃথিবীর বস্তুকে আর ডাকিয়াও আনা যায় না। বাস্তবিক উপাসনাশীল আত্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে ছাড়িয়া যে কতদূর এবং কেমন সূক্ষ্মতম স্থানে চলিয়া যান, অবিশ্বাসীরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। উপাসক যখন ব্রহ্মসহবাসের গভীর আনন্দ সম্ভোগ করেন, তখন কোথায় থাকে তাঁহার শরীর, কোথায় বা থাকে এই পৃথিবী! সাধক সেই অবস্থায় সশরীরে একাকী হইয়া চারিদিকে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতে পান, আর কিছুই দেখিতে পান না; চারিদিকে বন্ধু বান্ধব এবং শত শত ভাই ভগিনী; কিন্তু ভক্ত অনিমেষ নয়নে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছেন, কেন না ঈশ্বর তাঁহার নিজের রূপ-মাধুরী দেখাইয়া ভক্তের চক্ষু কাড়িয়া লইয়াছেন। যে দিকে দেখেন সেই দিকেই ঈশ্বর। সেই গম্ভীর আধ্যাত্মিক অবস্থায় সাধকের পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, এবং

ইহকাল পরকাল ভেদ নাই। তিনি এক অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া যান। জীবের এই অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থিতির নামই অনন্ত স্বর্গ।

সকল দিকে কেবলই ব্রহ্মের অনতিক্রমণীয় অনন্ত সত্তা, তখন তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে বাস করেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি কোন দিকে আর কিছুই দেখিতে পান না। ঈশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাই ব্রাহ্মের স্বর্গ। ইহা ভিন্ন যদি আর কোনও স্বর্গ থাকে তাহা মিথ্যা, তাহা অসার কল্পনা। অতএব যাঁহারা যথার্থ প্রমাণের ভূমিতে স্বর্গকে স্থাপন করিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার সময় যে ঈশ্বরের এই গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করেন, তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস সংস্থাপিত করুন, স্বর্গধাম চিরকালের জন্য তাঁহাদেরই হইবে। বিশ্বাসচক্ষু যদি নিঃসংশয়-রূপে এই সত্তা দেখিতে পায়, তবে মনের অন্ধকার দূর হয়, হৃদয় স্বর্গের প্রেমে উন্মত্ত হয়, আত্মা পবিত্র এবং প্রফুল্ল হয়, জীবন সার্থক হয়। যাঁহারা ইহার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। ব্রহ্মনাম লইয়া ভক্ত যখন নিমীলিত নয়নে তাঁহার ধ্যান করেন, তখন শরীর আছে কি না কে ভাবে? শরীর আছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, অথচ সশরীরেই তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত মন্দিরে বাস করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার এই অর্থ নহে যে, নিজের শরীর দেখিতে দেখিতে কিম্বা ইহা স্পর্শ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানেন যে, স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না, এবং কিছুমাত্র ইহার বিষয় চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই, ইহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয় না, অথবা ইহার রক্তস্রোত থামাইতে হয় না; কেন না শরীর আত্মার দাস, আত্মা ঈশ্বরের

সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুমাত্র বাধা দিতে পারে না। মৃত্যুকে ডাকিয়া বলিতে হয় না আমার শরীর বিনাশ কর। নতুবা শরীর থাকিতে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মমতে স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে কোন প্রকারেই কষ্ট দিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। দেখ ব্রাহ্মদিগের কত উচ্চ অধিকার। শরীর অন্নে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তি-পুষ্প সকল আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। আত্মা সবল হইলে শরীরও সবল হয়, আত্মাকে বাঁচাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না। শরীর কি করিতে পারে? চক্ষু নিমীলিত হইল, ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে দেখিলেন, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হইল। শরীর কোথায় রহিল তিনি জানিলেন না। অতএব মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে হয় না, সশরীরেই আমরা স্বর্গে যাইতে পারি। যখন ঈশ্বরের কৃপায় ভক্তির উদয় হয়, তখন শরীর কোন মতেই ভক্তের স্বর্গসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ভক্তির সহিত যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করি, তখন আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায়, শরীর আছে কি না বোধ থাকে না; শরীর পবিত্র মন্দির হয়, মন্দিরকে আর ভাবি না। যখন ব্রহ্মের প্রেমমুখ ভক্তের চক্ষে প্রকাশিত হয়, তখন কোন্ স্থানে আছি তাহা কে ভাবে? শরীর ছাড়িয়া যখন ব্রহ্মকে দেখিব, তখনও সুখী হইব। শরীর থাকিতেও তাঁহার সুন্দর মুখের রূপ-মাধুরী দেখিয়া ধন্য হইব। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হই, তখন সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে আছি, না পর্ব্বতশিখরে আছি, না

সমুদ্রের বক্ষে আছি, কিছুই ভাবি না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, শরীর থাকিতে থাকিতে সেই স্বর্গকে আয়ত্ত কর। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়—যদি তোমরা ইহার দৃষ্টান্ত জগৎকে না দেখাও, তবে বল কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? জিতেন্দ্রিয় এবং ভক্ত হইয়া দেখাও, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। প্রতিদিন সশরীরে স্বর্গে বাস কর, পতনের দ্বারগুলি একে একে সমুদয় বন্ধ হইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে এমন মধুময় অধিকার দিলেন।

সপরিবারে স্বর্গে গমন।

রবিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৫ শক; ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যেখানে পর্ব্বতমালা উন্নত-মস্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণা করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে জলস্রোত সুমন্দ বেগে প্রবাহিত হইয়া দেশকে উর্ব্বরা করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে সুকোমল পুষ্প সকল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যের মন হরণ করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে বিচিত্র পক্ষী সকল নানা প্রকার মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের প্রাণ সুশীতল করে, সেখানেও স্বর্গ নহে। তবে স্বর্গ কোথায়? দয়াময় ঈশ্বরের স্বর্গ বাহ্যিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নাই। স্বর্গ বাহিরে নহে, কিন্তু ইহা অন্তরে, এ কথা তোমরা অনেকে বারম্বার শুনিয়াছ; কিন্তু এই স্বর্গ কি তোমরা সকলে সম্ভোগ করিয়াছ? যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম, জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে

ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। অতএব কেহই বহির্ব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে।

যদি ক্রমাগত বাহিরে স্বর্গ পাইবে বলিয়া ধাবিত হও, এমন সময় আসিবে যখন নিরাশ হইয়া হৃদয়ের দিকে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে। নিতান্ত শোচনীয় তাহাদের অবস্থা, যাহারা ঘর ছাড়িয়া নির্ব্বোধের ন্যায় বহির্ব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করে; কিন্তু ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে দয়াময় পিতাকে অনুসন্ধান করেন! শরীর থাকিতে থাকিতে যখন আত্মার মধ্যে সেই সুন্দর স্বর্গরাজ্য দেখি, তখন অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ হয়। বহির্জ্জগতে যে সৌন্দর্য্য তাহার কবি অনেক, কিন্তু আত্মার মধ্যে যে পরম সুন্দর প্রেমময়ের রাজ্য তাহার কবি নাই। কেবল যিনি তাহা দেখেন তিনিই তাহার কবি, যিনি সেই শোভা দেখেন তিনিই মোহিত হন। অতএব সকলেই অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই শোভা দর্শন কর এবং বল এই যে স্বর্গ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। চক্ষু খুলিয়া কখনও নির্ব্বোধের ন্যায় এ কথা বলিও না, স্বর্গ কোথাও নাই। বল এই যে হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য,

ইহাই আমাদের স্বর্গ। ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল আমরা এই স্বর্গেই বাস করিব, অন্য স্বর্গ আমরা চাহি না। সশরীরে স্বর্গ ভোগ করা যায়, ইহা তোমরা বুঝিয়াছ; কিন্তু সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই? এতকাল সবান্ধবে একত্র উপাসনা করিয়া এখন কি এই কথা বলিবে যে, যখন সাধক একাকী অন্তরে প্রবেশ করিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করেন, তখন তাঁহার চারিদিকের লোকেরা স্বর্গে কি নরকে আছে, ইহা তিনি কিরূপে জানিবেন? ভিতরে প্রবেশ করিয়া যিনি জীবনের গূঢ়তম স্থানে তাঁহার সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাহিরে জগতের লোকেরা কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহার জানিবার উপায় কি? একাকী নির্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করাই যাহার স্বর্গ, এবং যতই কেন আত্মা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হউক না, অন্য লোকের সমাগমেই যাহার যোগ ভঙ্গ হয়, অথবা ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে, সে ব্যক্তি কিরূপে সপরিবারে স্বর্গসাধন করিবে? জনসমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে হইলে অনেক লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন; কিন্তু ধ্যানের অর্থই এই যে একাকী ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, দশ জনের কথা দূরে থাকুক, দুজন থাকিলেও যথার্থ ধ্যান হয় না; সকলে স্বর্গে যাইতে চান যাউন, বন্ধুর পথে কিম্বা ভগ্নীর পথে বাধা দিব না। কিন্তু যে সোপানে আমি স্বর্গে যাইব তাহাতে কিরূপে অন্যকে আসিতে দিব? কেন না, তাহা হইলে যে একাগ্রতার ত্রুটি হইবে। একাকী ধ্যান করিব ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম, যোগশাস্ত্রের মধ্যে সমাজের কথা নাই। কিন্তু একাকী স্বর্গ সাধন করাই যদি প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সপরিবারে

স্বর্গে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? এবং এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য কোথায়?

বন্ধুগণ, সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, কেহই ইহা অসম্ভব মনে করিও না। মনে কর একজন সশরীরে স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিলেন, ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া তিনি সেখানকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলেন; পৃথিবী তাঁহাকে বলিল দেখ, তুমি বল যে স্বর্গ নাই, নতুবা তোমার প্রাণ বধ করিব; কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বরং দিন দিন আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি স্বর্গ দেখিয়াছি এবং স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছি। এইরূপে তিনি যেমন স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমসুধা পান করিয়া সুখী হন, সেইরূপ আরও কত শত শত লোক ঠিক এইরূপে অন্তরে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করেন। অনেকবার শত সহস্র লোক একত্র হইয়া আমরা কি স্বর্গে যাই নাই? এক একটী ব্রহ্মোৎসবে, এবং প্রতি রবিবারে কি জন্য আমরা এতগুলি লোক একত্রিত হই? একজনের পক্ষে যদি সশরীরে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব হয়, তবে আরও শত শত ভাই ভগ্নী সশরীরে ঈশ্বরকে দেখিবেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে? আমাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ কখন সম্ভব হয়? পৃথিবীর নিম্নভূমিতে নয়; কিন্তু ঈশ্বরের এই উচ্চতম স্বর্গে। যখন মন সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ করে, সেখানে পাপ প্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে না; এবং যে অবস্থা হইতে মন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, যেখানে সকলের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেখানে যে পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই আত্মার যথার্থ

যোগ। যখন এই যোগের আরম্ভ হইবে তখনই বুঝিবে সপরিবারে স্বর্গভোগ করা কি।

একজন সাধক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিলেন, সঙ্গীত করিতে করিতে ইহার ভাবে দশ জনের মন প্রাণ ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইল, এবং নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মরূপ-অনন্ত-সমুদ্র হইতে এক ঢেউ আসিয়া সকলকে প্রেম এবং পুণ্যজলে অভিষিক্ত করিল। যাঁহারা ইহা অনুভব করিলেন তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত, কাহারও সঙ্গে আর ব্যবধান রহিল না; সশরীরে একজন আসিলেন তাহা নহে; কিন্তু সকলেই একত্রে সেই সাধারণ ভূমি লাভ করিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে যাঁহাদের সঙ্গে একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি, পরলোকে গিয়া ইহাঁদের সঙ্গে কি পুনর্ম্মিলন হইবে? হৃদয় ত বলে হইবেই; কিন্তু যদিও হৃদয়ের মমতা পবিত্র কিম্বা নির্দ্দোষ হইতে পারে, কেবল মমতার উপরে আমাদের স্বর্গীয় আশা স্থাপন করিতে পারি না। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে বিশ্বাসের অখণ্ড প্রমাণ চাই। হৃদয়ের প্রেমযোগে বিচ্ছেদ আছে; আজ যাহাকে ভালবাসি কাল তাহাকে ভালবাসি না, আজ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইলাম, কাল তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল না; এইরূপে সর্ব্বদাই প্রেমযোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু প্রাণযোগে পরিবর্ত্তন নাই, প্রাণযোগ নিত্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণযোগ, কেন না তাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী হইয়া রহিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না; কিন্তু সেইরূপ আমাদের কি এমন কোন প্রাণের বন্ধু কিম্বা প্রাণের ভগ্নী আছেন, যাঁহাকে ভিন্ন আমি বাঁচিতে

পারি না, যাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর আমার ধর্ম্মজীবন থাকে না ?

দুঃখের সহিত আমি বলিতেছি, কোন ভাই ভগ্নীর সঙ্গে অদ্যাবধি আমাদের সেরূপ সম্পর্ক হয় নাই। তোমরা বলিতে পার কতবার আমরা ভাল উপাসনা এবং উৎসবের আনন্দের সময়, হৃদয়ের বন্ধুদিগের জন্য কাঁদিয়া বলিয়াছি, "প্রাণেশ্বর! ধন্য তুমি, আমার মত পাপীকে তুমি এত সুধা পান করাইলে! কিন্তু দাঁড়াও, প্রভু, আমার প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে তোমার কাছে ডাকিয়া আনি, কেন না একাকী আমি কিরূপে এত সুখ ভোগ করিব, আগে তাঁহাদিগকে এই অমৃত পান করাই, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সশরীরে আমি স্বর্গে যাইব।" এইরূপে যতই অধিক পরিমাণে তোমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিয়াছ, সেই সুখে বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য ততই তোমাদের প্রাণ আকুল হইয়াছে। ইহা ভক্তিরাজ্যের অব্যর্থ নিয়ম যে, যাই ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম পতিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা জগৎকে দিবার জন্য তিনি ব্যাকুলিত। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের জীবন ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রিয় বন্ধু বান্ধব এবং জগতের নর নারীরা নরকে ডুবিয়া মরে মরুক, আমি স্বর্গে থাকিলেই হইল, যে ব্যক্তি এরূপ মনেও করিতে পারে সে উদাসীন, স্বার্থপর, অধার্ম্মিক লোক, কদাচ প্রকৃত স্বর্গে যাইতে পারে না।

ভক্তের প্রাণ জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে পারেন না; কিন্তু কাহারা তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারে? সকলের একমাত্র-গতি-ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের

প্রত্যক্ষ প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে, অথবা যাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতেই দিবানিশি বাস করেন, তাঁহারাই কেবল সশরীরে ভক্তের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদের সেই যোগই যথার্থ স্বর্গীয় এবং অনন্তকালের যোগ, এবং দেহত্যাগের পর পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্মিলন হইবে। কি স্বামী স্ত্রী, কি পিতা পুত্র, কি মাতা কন্যা, কি ভাই ভগ্নী, কি বাহিরের লোক, অন্ততঃ দুজনেও যদি এই কথা বলিতে পারেন "তুমি এবং আমি এই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দুজনেই একত্রে অনন্তকাল ইহাঁর মধ্যে বাস করিব, দুজনেই একত্র ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিব, দুজনেই একত্রে ইহাঁর মধুর কথা শুনিব এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া দুজনে একত্রে ইহাঁর সেবা করিব," তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের মধ্যে এক হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সেই নিত্য প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দ্বারা পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্মিলন হইবে। হইবে কেন বলিতেছি? তাঁহাদের মধ্যে সেই অনন্তকালের যোগ হইয়াছে, পরকালে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদের সেই প্রাণযোগ স্থাপিত হইয়াছে, শরীরের বিনাশেও যাহার বিচ্ছেদ নাই। শরীর থাকিতে থাকিতেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বর্গে দেখা শুনা হইতে চলিল। কিন্তু দুঃখের কথা, অদ্যকার বক্তব্য এই বলিয়া শেষ করিতে হইল যে, এখনও কোন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার মধ্যে সেইরূপ নিত্য যোগ স্থাপিত হয় নাই।

ঈশ্বরকে না হইলে যেমন প্রাণ বাঁচে না, সেইরূপ ভাই ভগ্নীকে পিতার গৃহে না আনিলে আমার পরিত্রাণ হয় না, অদ্যাবধি

এই সহজ সত্যও অনেকে বিশ্বাস করে না। আমাদের মধ্যে এমন কি কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন, এই আমরা কয়জন অনন্তকাল ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিবার জন্য একত্র হইয়াছি ; তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী, তাঁহাকে ভিন্ন প্রাণান্তেও আর কাহারও সেবা করিব না, তিনি আমাদের প্রাণ, আমরা তাঁহার প্রাণে প্রাণী, আমাদের প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব দিয়া কেবল তাঁহারই সেবা করিব ? এই প্রকার বন্ধন ভিন্ন কাহারও পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ, তাহা অসার পৃথিবীর মায়া অথবা নরকের আসক্তি ; পরলোকে, স্বর্গে সেই যোগ থাকিবে না। অতএব বাহিরের সকল প্রকার যোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোগে পরস্পরের সঙ্গে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হও। সেই যোগে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই। সেই যোগে যোগী হইয়া একদিকে যেমন পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া অন্তরের ভক্তি এবং উৎসাহ প্রবলবেগে উদ্দীপিত হইবে। সেই অবস্থায় যতই দেখিবে পিতার চারিদিকে পবিত্রাত্মা সকল দিবানিশি তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার পূজায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, ততই প্রবলতর হইয়া তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এবং ততই প্রখর-বেগে তোমাদের ভক্তি এবং প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া, নিত্য ঈশ্বরের সিংহাসন ধৌত করিবে। সেই ভিতরের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের রথ আসিতেছে, যদি একাকী যাইতে চাও সেই রথ ফিরিয়া যাইবে ; কিন্তু যদি সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে প্রস্তুত হও, তবে সেই স্বর্গের রথ তোমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া

যাইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর! তিনি আমাদিগের ন্যায় পাপী দুঃখীদিগের জন্য এমন সুন্দর স্বর্গের রথ পাঠাইলেন। বন্ধুগণ চল, আর বিলম্ব করিও না, এবার সকলে মিলিয়া চল পিতার শান্তি-নিকেতনে যাই। আমাদিগকে দেখিলে সেখানে দেবতাদিগের আনন্দ হইবে, এবং পৃথিবীর লোকেরা দেখিয়া বলিবে যথার্থই ইহারা সশরীরে এবং সপরিবারে স্বর্গধামে চলিল। যখন আমরা সশরীরে এবং সপরিবারে স্বর্গধামে বাস করিব তখন ব্রহ্মকৃপার জয়ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত বিকম্পিত হইবে।

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, যেখানে স্বর্গ সেখানে তুমি ইহা অসার কথা। তোমা ভিন্ন, আর কি কোথাও স্বর্গ আছে? তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় স্বর্গ অন্বেষণ করিব? হে পবিত্র প্রেমময় পিতা! তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তি-ধাম। যখন তোমার মধ্যে বাস করিয়া সুখী হই, বড় ইচ্ছা হয় সবান্ধবে সে সুখ ভোগ করি; প্রাণ কাঁদিয়া বলে, আহা, এমন সুখের সময় কেহ কাছে নাই। কবে পিতা, তোমাকে তোমার কৃপার সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ পিতা, আমরা এতগুলি পাপী তোমার নামে একপ্রাণ হইয়া সশরীরে তোমার স্বর্গে যাইতেছি। দীননাথ, কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাইবে? যদি না দেখাও, তবে কেহই যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিবে না। কবে পিতা, সশরীরে, সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া "এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন" বলিয়া তোমার পদতলে পড়িয়া তোমার জয়ধ্বনি করিব? আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

স্বর্গ-প্রাপ্তি। *

রবিবার, ১৪ই পৌষ, ১৭৯৫ শক ; ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গ-প্রাপ্তি এবং দেবত্ব-প্রাপ্তি এই দুই একই বিষয়। এই দুই কথার শব্দের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বস্তুভেদ নাই। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই স্বর্গ এবং দেবত্ব এই উভয়েরই উল্লেখ আছে। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা স্বর্গ মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেবত্বও স্বীকার করেন। স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়, ইহা আমরা মানি না। কোন বিশেষ স্থানে আমাদের স্বর্গ আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, স্থান পরিবর্ত্তনে কাহারও স্বর্গ লাভ হয় না ; কিন্তু হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তনেই যথার্থ স্বর্গ লাভ হয়। পশুভাব এবং নরভাব পরিহার করিয়া দেবভাব লাভ করিলেই যথার্থ স্বর্গ লাভ হয়। ভাব পরিবর্ত্তনেই মুক্তি, কিম্বা স্বর্গ লাভ, এই কথা কেবল ব্রাহ্মদিগের পক্ষেই সংলগ্ন হয় ; কেন না তাঁহাদেরই এই বিশ্বাস যে স্বর্গ বাহিরে নহে, ইহা হৃদয়ের মধ্যে নিহিত। পৃথিবীর অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় মনে করেন, ঊর্দ্ধে দেবলোক আছে, মনুষ্য যতদিন সেখানে যাইতে না পারে, ততদিন তাহার পক্ষে দেবত্ব লাভ অসম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মেরা জানেন, মনুষ্যের অন্তরেই স্বর্গ, কেন না, সেখানেই ঈশ্বর অন্তরাত্মারূপে বাস করেন, এবং যতই তাঁহারা অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন, ততই তাঁহারা ঈশ্বরের ভাব, অথবা দেবত্ব লাভ করেন।

স্বর্গ-প্রাপ্তি কি ? পৃথিবীর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ সংস্থাপন করা। যে অবস্থায় পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান

করিয়াও আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, তাহাই স্বর্গ, এবং তাহাই আমাদের দেবত্ব। ব্রাহ্মেরা যখন চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরের গভীর সত্তা-সাগরে নিমগ্ন হন, যখন তাঁহাদের মন ব্রহ্ম-মননে সজীব হয়, এবং হৃদয় হইতে অজস্রধারে প্রেম ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হয়, যখন তাঁহাদের আত্মা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করে, যখন সেই পূর্ণানন্দ প্রেমময় ঈশ্বরের সহবাসে তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয়, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, দেবত্ব কি? অনেকে বলিতে পারেন, সেই উচ্চতম, পবিত্রতম অবস্থাতেও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে, কেন না, দেবত্ব কেবল ঈশ্বরেই সম্ভব। ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক না, মনুষ্য মনুষ্যই থাকে। মনুষ্য কদাচ দেবতা হইতে পারে না। যেহেতু মনুষ্য চিরকালই ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন থাকিবে। তবে দেবত্ব লাভ কি? অথবা মনুষ্যত্ব পরিহার করিয়া দেবতা হইতে হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের ভিন্নতা স্বীকার করে না, তাহারা মনুষ্যই ব্রহ্ম, এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত মত বিশ্বাস করে; দ্বৈতবাদীদিগের মতে, ঈশ্বর মনুষ্য হইতে চিরকাল স্বতন্ত্র রহিয়াছেন এবং চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবেন। ব্রাহ্মেরা দ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈতবাদ মত যদিও ভ্রমমূলক, তথাপি ইহার মধ্যে অতি নিগূঢ় একটী গভীর সত্য-রত্ন নিহিত রহিয়াছে। সেই সত্য জানিলেই দেবত্ব-প্রাপ্তি কি, আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তাহা এই;—যখন আমরা ঈশ্বর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই, তখন আমাদের আত্মাগুলি কেবল যে তাঁহার নিকটস্থ হয় তাহা নহে, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার এরূপ নিগূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয় যে, তখন ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্বের ভিন্নতা থাকে না; তখন

সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারেন যে, তাঁহার প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য সকলই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের সামগ্রী ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই।

সাধনের দ্বারা জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ না করিলে জগতে চিরকালই দ্বৈতাদ্বৈত-বাদের বিরোধ চলিবে। ক্ষণকাল ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলাম, এবং তাঁহার আবির্ভাবে মনের কুবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইল, ইহাতেই মনে করিলাম, স্বর্গলাভ করিয়াছি, কিন্তু ইহাই যে যথার্থ স্বর্গলাভ তাহা নহে। স্বর্গীয় জীবনের প্রধান লক্ষণ এই যে, যিনি ইহা লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, তাঁহার নিজের কিছুই নাই, সকলই ঈশ্বরের; ঈশ্বরের প্রাণে তিনি প্রাণী, ঈশ্বরের জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী, ঈশ্বরের প্রেমে তিনি প্রেমিক এবং ঈশ্বরের পুণ্যে তিনি পুণ্যবান্। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার স্বরূপ হইতে জীবাত্মার মধ্যে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য এবং শান্তি প্রবেশিত করিয়া দিতেছেন, যখনই সাধক ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন, তখনই তিনি দেবত্ব লাভ করেন। ইহাই জীবন্মুক্তি অথবা নবজীবন। এই অবস্থায় পশুত্ব এবং আমিত্ব এই দুই ভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। তখন সাধকের আমার বল, আমার জ্ঞান, আমার ভক্তি, আমার পবিত্রতা বলিবার অধিকার থাকে না। তখন ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্বের এরূপ প্রগাঢ় সম্মিলন হয় যে, মনুষ্যত্বের আর চিহ্ন থাকে না। মনুষ্য দেবতা হয়, এ কথা কেবল এই অবস্থাতেই সম্ভব। ইহা ভিন্ন জগতে যে সাধুতা এবং ধর্ম্মজীবন তাহা কদাচ স্বর্গীয় জীবনের আদর্শ নহে। কেন না, পৃথিবীর পরিমাণে যাহারা অতি উন্নত সাধু এবং

ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত, স্বর্গরাজ্যে তাহারাই হয় ত নিতান্ত দাম্ভিক, অথবা স্বার্থপর বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

কঠোর সাধনের দ্বারা কেবল পশুত্ব জয় করিলে কাহারও দেবত্ব প্রাপ্তি হয় না। যখন ঈশ্বরের দ্বারা মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়, তখনই মনুষ্য দেবতা হয়, এবং তাহার সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের দেবভাব সকল প্রকাশিত হয়। যাহারা মনে করে, আমরা নিজের সাধনবলে আপনার প্রকৃতি হইতেই শান্তি এবং ধর্ম্মবল লাভ করিতেছি, তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর উন্নত মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু স্বর্গের দেবত্ব নাই। মনুষ্যের মধ্যে যতদিন আমিত্ব থাকিবে, ততদিন জগতে তাহার যশঃ-সৌরভ বিস্তৃত হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে তাহার পরিত্রাণ নাই। যে ধর্ম্মে আমি বলিয়া একটী শব্দ নাই, সেই ধর্ম্মই বাস্তবিক ঈশ্বরের ধর্ম্ম। ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াও আমি ধর্ম্মাচরণ করি, আমি দীন দুঃখীদিগকে দয়া করি, আমি ধর্ম্মোপদেশ এবং প্রার্থনা দ্বারা পাপীদিগের পাপ তাপ দূর করি; এবং নিজের চেষ্টায় আমি আমার মনে এবং জগতের অন্যান্য লোকের মনে শান্তি বিধান করি, যাহারা এরূপ মনেও করিতে পারে, ঈশ্বর হইতে তাহাদের ধর্ম্ম অনেক দূরে রহিয়াছে। মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে ধর্ম্ম-সাধন, স্বর্গে তাহা অধর্ম্ম। কেন না যে দিন আমরা ঈশ্বরকে ছাড়ি, সেই দিনই আমাদের পতন। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই রণভেরী নির্ঘোষ দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পৃথিবীতে এই সংগ্রাম চলিতেছে। যতদিন ঈশ্বর এবং আমি এই দুয়ের পুনর্ম্মিলন না হইবে, ততদিন ইহার শেষ নাই।

যখন পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে জীবাত্মাকে অধিকার করিবেন, তখন মনুষ্যের আমিত্ব ঈশ্বরেই বিলীন হইবে; তখন ঈশ্বর হইতে তাঁহার আর কিছুই স্বতন্ত্র থাকিবে না, তাঁহার সমস্ত জীবনে কেবল ঈশ্বরেরই স্বর্গীয় স্রোত প্রবাহিত হইবে। ইহা মনুষ্যের প্রলয় কিম্বা জীবাত্মার ধ্বংস নহে; কিন্তু তিনি পূর্ব্বে যেটুকু তাঁহার বল, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ভক্তি, এবং তাঁহার ধর্ম্ম মনে করিতেন, এখন তিনি দেখিলেন, সে সমুদয়ই ঈশ্বরের। আরও বুঝিলেন, ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার যে বল, তাহা দুর্ব্বলতা; ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার যে জ্ঞান, তাহা মূর্খতা; ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন তাঁহার যে কল্পিত পবিত্রতা, তাহা পাপ, এবং ঈশ্বর-শূন্য যে শান্তি, তাহা ঘোর বিষাদের কারণ। কেবল উৎকৃষ্ট গুণ থাকিলেই কেহ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট গুণ, এবং উচ্চ উচ্চ ভাব আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে জনসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা পরিত্রাণার্থী ব্রাহ্ম, তাঁহারা কদাচ কেবল কতকগুলি গুণ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, ঈশ্বরের মধ্যে বাস করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু যতক্ষণ অহং জ্ঞানের চিহ্ন মাত্র থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে বাস করা অসম্ভব।

যখন "আমি" জ্ঞান দূর হইবে, এবং যাহা কিছু ভাল তাহার কিছুই আমা দ্বারা সম্পন্ন হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখনই জানিব যে, আমি যথার্থ ব্রাহ্ম হইয়াছি। আমি নিজে চেষ্টা করিয়া সরস উপাসনা করিতেছি, এবং আমি প্রার্থনা করিতেছি, এইজন্য ঈশ্বর ফল বিধান করিতেছেন, যতদিন মনুষ্যের মধ্যে এইরূপ আমি জ্ঞান থাকিবে,

ততদিন তাহার পরিত্রাণ অসম্ভব। কিন্তু যখনই সাধক বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরের বল ভিন্ন তিনি একটীও চিন্তা করিতে পারেন না, ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন কাহাকেও এক বিন্দু প্রেম দান করিতে পারেন না, এবং ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন তিনি একটী প্রার্থনা কিম্বা একটী পবিত্র কামনা করিতে পারেন না, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে। যতই তিনি ইহা অনুভব করেন, ততই তাঁহার দেবত্ব লাভ হয়। ঈশ্বর এবং তিনি চিরকালই ভিন্ন থাকিবেন, সৃষ্ট আত্মা কদাচ ঈশ্বর হইবে না, হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া দেবত্ব লাভ করিলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের, নিজের বলিবার তাঁহার কিছুই নাই। যতই ধর্ম্মজ্ঞানে তাঁহার চিত্ত সমুজ্জ্বল হইতেছে, যতই বিশুদ্ধ প্রেমে তাঁহার হৃদয় প্রেমিক এবং উদার হইতেছে, যতই পবিত্র কামনায় তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিতেছে, ততই স্পষ্টরূপে তিনি বুঝিতেছেন, এই জ্ঞান, এই প্রেম, এই পুণ্যের সৌন্দর্য্য সকলই ঈশ্বরের।

এইরূপে যখন সাধক ঈশ্বরের ভাব সঞ্চয় করেন, তখনই তাঁহার পরিত্রাণ অথবা স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। ইহা ব্যতীত কেবল পশুভাব জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইলে কেহই দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। প্রকৃত দেবত্ব লাভ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব অথবা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরত্বে নিমগ্ন রাখিতে হইবে। যেটুকু মনুষ্যত্ব তাহা ঈশ্বরের কৃপা এবং পরিত্রাণের প্রতিবন্ধক। অতএব মনুষ্যত্ব ছাড়, দেবত্ব গ্রহণ কর। দেবত্ব-সাগরে নিমগ্ন হইলে অধমতম ব্যক্তিও দেবতা হয়, এবং

ঈশ্বরের বলে তাহার ভিতরের পদার্থের পরিবর্ত্তন হয়। তখন তাহার চক্ষু যাহা দেখে তাহা স্বর্গ, মন যাহা চিন্তা করে তাহা স্বর্গ, হৃদয় যাহার প্রতি আসক্ত হয় তাহা স্বর্গ, আত্মা যাহা ইচ্ছা করে তাহা স্বর্গ, তখন তাঁহার চারিদিকে সকলই স্বর্গ, সকলই দেবভাব। দেবত্ব ভিন্ন, তাঁহার মধ্যে কোথাও পশুত্ব কিম্বা মনুষ্যত্বের চিহ্ন মাত্র থাকে না। ইহারই মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদের সন্ধি। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, মনুষ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু ঈশ্বর-কৃপা ও মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার যোগ বলে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের এমনই সম্মিলন হয় যে, আর মনুষ্যত্বের চিহ্ন মাত্র থাকে না। যখন এই যোগ আরম্ভ হয়, তখন ভক্ত বলেন, "ঈশ্বর! সর্ব্বস্ব তোমারই, তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, তোমারই জয়।" তখন ঈশ্বর ছাড়া আমি, সাধক ইহা বুঝিতে পারেন না। তখন তিনি দেখিতে পান, মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন তাহা মিথ্যা, জঘন্যতা, মৃত্যু এবং অপবিত্রতা। ঈশ্বর ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্বই সম্ভব হইতে পারে না। স্বর্গীয় জীবন সম্বন্ধীয় কোন পদার্থই নাই, যাহা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, দেবত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

স্বর্গ কতদূর? *

রবিবার, ২১শে পৌষ, ১৭৯৫ শক; ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে পথিকেরা ক্লান্ত হইলেই স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করেন, আর কতদূর? স্বর্গরাজ্যের যাত্রী হইয়া দিবারাত্র

আমরা চলিতেছি ; কিন্তু যখন দেখিতে পাই, চলিতে চলিতে মন অবসন্ন হইল, পথের সম্বল ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল, বহু সাধনের ফল—সেই পুরাতন ভাব সকল ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিল, পূর্ব্বে যাহা অনুকূল ছিল তাহা প্রতিকূল হইল, মিত্র শত্রু হইল, আত্মীয় পর হইল, এমন সময় কি আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করে না, আর কতদূর ? স্বর্ণময় স্বর্গরাজ্যের অট্টালিকা কবে নিকটবর্ত্তী হইবে ? ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কবে হৃদয় শীতল হইবে ? মুখে বলি আর না বলি, সকলেই আমরা মনে মনে এই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, কতদূর আর পথ চলিতে হইবে ? যেখানে ব্রাহ্মমণ্ডলী এখন দণ্ডায়মান, সেই স্থান হইতে স্বর্গরাজ্য কতদূর ? স্বর্গ হইতে যদি কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তিনি বলিতে পারিতেন, আর কতদূর গেলে সেই প্রেমধামে উপনীত হইব। কিন্তু তথা হইতে কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তবে ঈশ্বর কি আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়াছেন ? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে স্বর্গরাজ্য কতদূর, তাহা দেখাইবার জন্য এখানে কি কোন আলোক নাই ?

এমন গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বর আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে ; কিন্তু তাঁহার আলোকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে এই বলিতে পারি যে, ক্রোশ, দিবস বা প্রহরের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের দূরতা পরিমাণ করা যায় না। আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, ইহা হইতে স্বর্গরাজ্য দশ ক্রোশ বা দশ সহস্র ক্রোশ, পঞ্চাশ বৎসর কিম্বা পঞ্চাশ সহস্র বৎসর দূর, এরূপ বলিলে মিথ্যা বলা হয়। স্থান কিম্বা কালের দ্বারা স্বর্গরাজ্যের দূরতা পরিমাণ করা যায় না। স্বর্গরাজ্যের পথিকেরা পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া কি করিবে ? তবে

স্বর্গরাজ্য আর কতদূর, ইহা কিরূপে পরিমাণ করিব? তোমরা শুনিয়াছ, স্বর্গরাজ্য এখানে নহে, ওখানে নহে, কিন্তু হৃদয়ে। অতএব হৃদয়ের অবস্থানুসারে ইহা দূর কিম্বা নিকটবর্ত্তী। তোমরা কি দেখ নাই যে, হৃদয়ের অবস্থানুসারে অৰ্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে যাহা সহস্র বৎসর দূরে বোধ হইতেছিল, অৰ্দ্ধঘণ্টা যাইতে না যাইতে, তাহা অতি নিকটে উপলব্ধি হইল? অঙ্কশাস্ত্র এই ব্যবধান নিরূপণ করিতে পারে না, হৃদয়ের চক্ষুই এখানে একমাত্র অঙ্কশাস্ত্র, চক্ষু যদি পরিষ্কৃত থাকে, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু চক্ষু যদি মলিন হয়, আমরা প্রবঞ্চিত হই; কেন না রুগ্ন চক্ষুর সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হইবেই হইবে। যাহা ভূতকালে ঘটিয়াছে ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিবে। ভূতকালের পরীক্ষায় আমরা অবগত হইয়াছি, আমাদের মনের অবস্থানুসারেই স্বর্গরাজ্য দূর কিম্বা নিকটস্থ; যদি অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি না থাকে, নিকটবর্ত্তী স্বর্গরাজ্য দূরস্থ হইয়া যায়, এবং যদি বিশ্বাস ভক্তি থাকে, তবে দূরবর্ত্তী স্বর্গরাজ্য নিকটস্থ হয়।

যদি জিজ্ঞাসা কর স্বর্গরাজ্য আর কতদূর? সরল অন্তরে এই বলিব, যদি মনে করি, এখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, আর যদি মনে না করি, কোটী বৎসর পরেও প্রবেশ করিতে পারিব না। ইচ্ছা করিলে এখনই স্বর্গরাজ্য লাভ করিব, নতুবা কখন্ জানি না। বিশ্বাস করিলে এখানেই স্বর্গরাজ্য, নতুবা কোথায় যে স্বর্গরাজ্য তাহা বলিতে পারি না। যদি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা না হয়, এমন হইতে পারে, এখন যে স্থানে আছি, ইহা হইতে আরও কত দূরে গিয়া পড়িব তাহার স্থিরতা নাই। যদি ইচ্ছা থাকে, দেখিবে স্বর্গরাজ্য তোমার অব্যবহিত সন্নিধানে

অবস্থিত, আর যদি ইচ্ছা না থাকে, স্বর্গরাজ্য কত দূরে তাহার পরিমাণ নাই। যে পরিমাণে ইচ্ছার প্রগাঢ়তা, সেই পরিমাণে স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। সূক্ষ্মভাবে ইচ্ছাকে পরিমাণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, স্বর্গরাজ্য আর কতদূর। যথার্থই কি "কোথায় স্বর্গরাজ্য কোথায় স্বর্গরাজ্য" বলিয়া তোমরা ব্যাকুল হইয়াছ? ব্যাকুলতা যদি না থাকে, যত কেন সাধনের উপায় অবলম্বন কর না, কিছুতেই কিছু হইবে না। সভ্যতার প্রভাবে এখন আমরা বহু দূর দেশ হইতে সমাচার লাভ করিতেছি, বিজ্ঞানের দ্বারা দূরতা বিনষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মবিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কিরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম এবং ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা নিমেষের মধ্যে বহু দূরস্থ স্বর্গরাজ্যের সম্বাদ লাভ করেন।

যাহাদের অন্তরে বিশ্বাসের আলোক এবং ব্যাকুলতা নাই, যাহারা সর্ব্বদাই কল্পনা এবং সাংসারিক সুখের অধীন, তাহারা কিরূপে স্বর্গরাজ্য নিকটে দেখিতে পাইবে? বল, স্বর্গরাজ্য চাই, দেখিবে, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী; একবার ইচ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দাও, দেখিবে, যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইল। তোমরা দেখিয়াছ, ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে কেমন একটী বৃহৎ বৃক্ষ বহির্গত হইতে থাকে। সেইরূপ একটী সামান্য ইচ্ছা-সূত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রকাণ্ড ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হয়। ইচ্ছা করিলেই অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে যে দয়াময়ের কি নিগূঢ় কৌশল তাহা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে না। যে দিন হৃদয়ে ইচ্ছা হইল যে, পিতাকে দেখিব, দেখি, সেই

দিন সকলই অনুকূল। ডাকিলাম "এস দয়াল দীনবন্ধু" ডাকিতে না ডাকিতে দেখি, তিনি নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ভালরূপে ইচ্ছা হইতে না হইতে দেখি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব। যাহা চল্লিশ সহস্র ক্রোশ দূরে মনে করিয়াছিলাম, স্বর্গরাজ্যের রথে আরোহণ করিয়া পলকের মধ্যে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। কিরূপে ইহা হইল, বেদ বেদান্ত বলিতে পারে না; কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন ইহা জানে। ইচ্ছার বলে দূর নিকট হয়। শত সহস্রবার পৃথিবী এই কথা শুনিয়াছে, ইহা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে আর একটী নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে, কেহই তাহা মনে করিও না, সেই পুরাতন সামান্য সূত্র যদি অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য নিকটস্থ হইবে।

ইচ্ছাই স্বর্গলাভের একমাত্র সহায়। সমস্ত মুক্তি শাস্ত্র এই এক ইচ্ছার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। একটী ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় এই ইচ্ছা, কিন্তু যখন ইহা হইতে প্রকাণ্ড ধর্ম্মজীবন বিনিঃসৃত হয়, তখন মেদিনী কম্পিত হয়। পরিত্রাণের ইচ্ছা সামান্য নহে, কেন না ইহার মূল ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা। এই ইচ্ছার বাস্তবিক এত পরাক্রম যে, ইহার নিকট পৃথিবীর সমুদয় বল পরাস্ত হয়। অতএব পাপী, তুমি সহস্র পাপে কলঙ্কিত, এইজন্য ভয় করিও না; কিন্তু পরিত্রাণ লাভ করিতে, ভাল হইতে, অথবা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি ইচ্ছা থাকে, ঈশ্বর তোমারই জীবনে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীকে সচকিত করিবেন। পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরকে একটী প্রণাম কর, একটী কথা বল, কিম্বা ভাই ভগিনীর প্রতি একবার পবিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, সেই প্রণাম, সেই

কথা এবং সেই দৃষ্টির কত প্রভাব। এই বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম কর যে, এই প্রণামে পরিত্রাণ; হয় ত পৃথিবী তাহা দেখিল না; কিন্তু ইতিহাসে যখন বিশ্বাসীদিগের জীবন লিপিবদ্ধ হইবে, তখন জগৎ জানিবে, এক প্রণামে কি হয়। ইচ্ছা কর, এখনই পরিত্রাণ, এখনই পরিবর্ত্তন হইবে।

ক্রমে ক্রমে আমরা ভাল হইব, ক্রমে ক্রমে স্বর্গে যাইব, এই কথা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আসিল কেন? বুদ্ধি যাহাদের নেতা, ইহা সেই সকল বৌদ্ধদিগের ভাব। যাঁহার নাম অধমতারণ, পতিতপাবন, এখনই তাঁহাকে ডাক, এখনই তাঁহার নাম উচ্চারণ কর, এখনই তিনি উদ্ধার করিবেন। নির্ব্বোধ অবিশ্বাসী জগৎ দয়াময়ের নামের গুরুত্ব বুঝিল না। একবার যে ঐ নামামৃত পান করিয়াছে, আর কি সে তাহা ভুলিতে পারে? বল এই নামে বাঁচিব, এখনই বাঁচিয়া যাইবে। বাহু প্রসারণ করিয়া বল স্বর্গরাজ্য নিকটস্থ, এখনই স্বর্গরাজ্যে যাইয়া সুখী হইবে। আনন্দধামে যাইতে ইচ্ছা থাকিলে আর বিষাদের আশঙ্কা কি? সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নিতান্ত সহজ, আমাদের ইচ্ছা নাই, তাই আমরা বঞ্চিত। ঈশ্বর স্বয়ং স্বর্গরাজ্য লইয়া প্রত্যেকের নিকট আসিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ, ভগিনীগণ, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাক, সকল দুঃখ দূর হইবে, পাপ পলায়ন করিবে। প্রাণেশ্বরের ইচ্ছা নহে যে, আমরা দুঃখে কাল যাপন করি, তাঁহার ইচ্ছা এই যে, এখনই আমরা তাঁহার নিকটে যাই এবং পরম সুখে তাঁহার স্বর্গে বাস করি। এস, সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে বাস করি, তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

যিনি উপাস্য তিনিই প্রভু। *

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৭৯৫ শক; ১১ই জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকাই ভক্তিশাস্ত্রের সার কথা। ইহাই ভক্তদিগের স্বর্গ। কিরূপে ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিয়া হৃদয়কে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখিব, ইহাই ভক্তদিগের নিত্য চেষ্টা। যখন আত্মা পরমাত্মাতে মগ্ন হয়, তখন ব্রহ্মকে পাইয়া মনুষ্য ব্রহ্মবান্ হয়। বাস্তবিক ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইলে আর ব্রাহ্মের ব্রাহ্মত্ব থাকে না। যখন ঈশ্বরে মন এরূপ নিগূঢ়ভাবে নিমগ্ন হয়, তখনই বুঝিতে পারি, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের কেন কলহ হইল, এবং কোথায় এই দুই মতের সন্ধি। ঈশ্বর ছাড়া আমি জীবিত রহিয়াছি তাহা সত্য নহে, অথবা আমি ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছি তাহাও যথার্থ নহে; কিন্তু দুইজন স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমনই প্রাণগত এবং ভাবগত যোগে আবদ্ধ যে, মনুষ্যের পক্ষে আমার বলিবার আর কিছুই থাকে না। ইহাই মুক্তির অবস্থা। অহং জ্ঞান ভয়ানক জ্ঞান, অহঙ্কার যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আত্মার জীবন বিনষ্ট হয়। উপাসনার সময়ে অনেকের মনে এই অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়; কিন্তু যখনই তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করেন, এবং ভাই ভগিনীদের সঙ্গে কার্য্যে সংলিপ্ত হন, তখন আবার অহঙ্কার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। ধন ধান্য সংগ্রহ করিয়া আমি স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রতিপালন করি; আমি দয়া করিয়া দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করি, আমি মূর্খদিগকে জ্ঞান দান করি, আমি অধার্ম্মিকদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাই, এইরূপে সমুদয় সাধুকার্য্যের মূলে আমি, ইহাই সংসারীদিগের শাস্ত্র।

আমি জ্ঞানই সমুদয় বিবাদের মূল। ইহারই প্রভাবে ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, ভগিনী ভগিনীর বিরুদ্ধে, অথবা ভগিনী ভ্রাতার বিরুদ্ধে এক নগর অন্য নগরের বিরুদ্ধে, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে, এবং এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। এই অহঙ্কারের শব্দেই পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। কিন্তু আমরা এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, আমাদের মধ্যে কেন বিবাদ হইবে? যখন জানিতেছি, ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র আমাদের ধন মান কিছুই নাই, তথাপি কেন আমরা অহঙ্কারী হইয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করি? যাহা কিছু আমরা লাভ করিতেছি, সকলই ঈশ্বরের; তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্যই আমরা সকলে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং সকলে নিত্য প্রাণ-যোগে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার মধ্যে বাস করাই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য, তথাপি কেন আমাদের মধ্যে প্রেমের মিলন না হইবে? সত্য সত্যই যদি পাঁচজন এক ঈশ্বরের জয়পতাকা ধারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কি অনৈক্য বিবাদ থাকিতে পারে?

হে ব্রাহ্মসমাজ, তুমি যদি এই পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, তবে সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। এতকাল আমরা একত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, বৎসর বৎসর তাঁহার নামে উৎসব করিলাম, এবং এক পরিবারে আবদ্ধ হইব, এই সঙ্কল্প করিয়া কতকগুলি বন্ধু এক গৃহের মধ্যে বাস করিতেছেন, একত্র উপাসনা, একত্র আহার এবং একত্র সাংসারিক কার্য্য করিতেছেন, তথাপি কি বলিতে হইবে যে, অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল না? অনেকের মধ্যে এক প্রকার হৃদয়ের যোগ হইয়াছে ইহা সত্য। আরাধনা, ধ্যান,

প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের সময়ে তাঁহারা অভিন্ন হৃদয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার অভিমান থাকে না ; কিন্তু জীবনের কার্য্যে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ নাই। উপাসনা অথবা প্রেমভক্তির ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার স্বর্গীয় যোগ সংস্থাপিত হয় ; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উচ্চতম ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মিলন হয় না। জীবনের কার্য্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই। তবে কি এই মনে করিতে হইবে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রেম পরিবার সংগঠনের প্রতিকূল ? আর এই দুঃখ সহ্য হয় না! ব্রাহ্মগণ, কার্য্যে তোমরা দেখাও, যেমন উপাসনার সময়ে জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, তেমনই কার্য্যের সময়েও তিনিই তোমাদের সকলের একমাত্র প্রভু। তাঁহারই আদেশ, এবং তাঁহারই বল তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের নেতা। উপাসনার সময়ে যেমন তাঁহারই দয়াগুণে পাষাণ হৃদয়েও বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম বিনিঃসৃত হয়, কার্য্যের সময়েও তাঁহারই কৃপা অলক্ষিত ভাবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করে।

আমরা আপনারা নির্গুণ, অসার, এবং সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য ; কিন্তু যখন আমরা তাঁহার কার্য্য করি, তখন তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম এবং তাঁহার পুণ্যবল আমাদের সহায় হয়। তখন দেবজ্ঞান, দেবভাব এবং দেববলে আমাদের আত্মা পরিপূর্ণ হয়। তখন দেখি, যে রত্ন আমার অন্তরে নিহিত, তাহা সেই অনন্ত রত্নাকরের সম্পত্তি। নিজের কিছুই নাই যে, অহঙ্কার করিতে পারি, এই ভাবে যদি ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে অন্ততঃ দুটী ভাইও একপ্রাণ হইতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন

যে, তাঁহাদের সমস্ত সাধুতা এবং সমুদয় সাধুকার্য্যের মূল ঈশ্বরের কৃপা। এইরূপে যদি দুইজনের মধ্যেও সেই প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হয়, ইহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করিবে। নতুবা যদি এই ভাব থাকে যে, আমি এই স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিব, তুমি ঐ স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবে; আমি ধর্ম্মরাজ্যের এই কার্য্য করিব, তুমি ধর্ম্মরাজ্যের অমুক কার্য্য করিবে, যেখানে এরূপ অহঙ্কারের আধিপত্য, সেখানে কদাচ প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইতে পারে না। এইজন্যই অতি উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেক বক্তৃতা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, উপাসনা, ধ্যান এবং নিদিধ্যাসনের পরেও প্রেমের সম্মিলন দেখিতেছি না। অহঙ্কার চূর্ণ না করিয়া এই প্রকারে আরও সহস্র বৎসর সাধন করিলেও যে প্রেমরাজ্য নিকটস্থ হইবে, কখনও এরূপ মনে করিও না। সময়ে সময়ে জনসমাজে ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, "ঐ স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী," "ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্য অদ্যাবধি পৃথিবীতে কেন আসিল না? ইহার একমাত্র উত্তর—মনুষ্য আপনার আমিত্ব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

যে সকল কার্য্যে জগতের এবং আমাদের নিজের পরিত্রাণ হয়, তাহা তুমি আমি করি না; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং তোমার আমার দ্বারা তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন করেন, ইহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি, এইজন্যই আমাদের মধ্যে এত বিরোধ এবং অপ্রেম। উপাসনার সময়ে আমরা স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দর্শন করি, কিন্তু উপাসনা ভঙ্গ হইতে না হইতে যেই মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি, অমনই তাহা সুন্দর সুখজনক স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কেবল একটী উপায় এই;—যেমন ধ্যানের

সময় সকলেই আমরা এক ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তেমনই কার্য্যের সময়েও আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সেবা করিব। এইরূপে যদি মূলে আমরা এক হই, তবে আমাদের মধ্যে বিরোধ অসম্ভব হইবে। তখন কার্য্য স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরের মনের মিল থাকিবে। কেন না তখন দেখিব, আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যবিন্দু ঈশ্বর। এখন তুমি মনে কর, তুমি এক, আমি মনে করি, আমি এক; কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের অধীন হইয়া কার্য্য করিব, তখন এই অহঙ্কার থাকিবে না। তখন তুমি আমি কি করিলাম, তাহা দেখিব না; কিন্তু তোমার আমার দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য কতদূর হইল, তাহাই আমরা জিজ্ঞাসা করিব। তখন দেখিব, তুমি এবং আমি মূলে এক। তোমার হস্ত আমার হস্ত নহে; কিন্তু যিনি তোমার হস্তের প্রাণ তিনি আমার হস্তেরও প্রাণ। তোমার পুস্তক আমার পুস্তক নহে; কিন্তু যে স্থান হইতে তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, আমার পুস্তকেও সেই স্থানের জ্ঞান। বাহিরে স্বতন্ত্রতা আছে, কিন্তু মূলে এক। যখন ইহা বুঝিতে পারিব, তখন দেখিব, তোমার মুখ দিয়া আমি কথা বলি, আমার মুখ দিয়া তুমি কথা বল, আমার মধ্যে ভাই ভগিনী বাস করেন, ভাই ভগিনীর মধ্যে আমার মন বাস করে; এবং আমাদের সকলের জীবনের মূলে এক ঈশ্বর বাস করেন; অতএব ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা সকলে সেই এক প্রভুর সেবক হইয়া পরস্পর প্রেম-যোগে আবদ্ধ হও।

চতুশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ভাই ভগিনী অন্তরে।

সায়ংকাল, রবিবার ৬ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পর্য্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনই গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্রাতাকেও লাভ করা যায় না। নিজের আত্মা মধ্যে যদি প্রাণ-শৃঙ্খলে ঈশ্বরের সঙ্গে বদ্ধ হইতে না পার, তবে বাহিরের বিশেষ স্থান কিম্বা বিশেষ কালে যে ঈশ্বর-দর্শন তাহা কদাচ চিরস্থায়ী নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনেক সময় উপাসনার অনুকূল হয় ইহা যথার্থ; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না নিজ ঘরে আত্মার গভীরতম স্থানে গভীর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততদিন ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগ হয় না। যিনি জানেন যে ঈশ্বর ভিন্ন তিনি এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না, তিনি কি স্থান এবং কাল বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভক্ত নিজের প্রাণ ভাবিলেই ইহার মূলে ঈশ্বরকে দেখিতে পান; সুতরাং যেখানে এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, সেখানে এবং তখনই তিনি তাঁহার দর্শন লাভ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার এরূপ নিগূঢ় এবং নিত্য প্রাণ-যোগ, ভাই ভগ্নীর সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক,

এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে একদিন নিশ্চয়ই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভগ্নীরাও বাহিরে নহেন; কিন্তু অন্তরে। বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বর্ত্তমান; কিন্তু অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে দুই নাই, দুই সহস্র নাই; কিন্তু সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা; ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। সেইরূপ যদিও মনুষ্য পরিবার ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সভ্য অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে; কিন্তু মূলে মনুষ্য পরিবার এক।

যখন এই মূলের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি বাহিরের সহস্র প্রকার অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্য সম্ভব। বৃক্ষের কোটী কোটী শাখা সত্ত্বেও মূল এক। এইরূপে বিশ্বাস চক্ষে উপলব্ধি করিতে পারি—কেমন করে সহস্র সহস্র লোক এক হইতে পারে। মূলে একতা রহিয়াছে। বাহিরে তাহা দেখা যায় না। পরিবার অন্তরে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নীদিগকে কোথায় পাইব? ঘরের মধ্যে, বাহিরে নহে। তবে ব্রাহ্মগণ! তোমরা বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখা প্রশাখা দেখিও না, কেন না কোটী কোটী হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ সহস্রের মধ্যে কিরূপ হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে ততই প্রেমের হ্রাস হইবে ইহা অল্প বিশ্বাসীর কথা। পরিবার এক, একজনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয়, তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক

পরিবারই থাকিবে। বাহিরে সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা হউক না কেন, মূলে সকলের প্রাণ এক। বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতি সকলের অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে। পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা চিরকালই ভিন্ন থাকিবে; কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই গম্ভীরতা এবং নিগূঢ়তা যে তখন মনুষ্যের আত্মা এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মিক স্বর্গীয় যোগের অভ্যুদয় হয় তখন তাহারা এক হইয়া যায়।

মূলে সকলেই অভিন্ন-হৃদয়। প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দেখ মূলে একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান এবং প্রেম ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছে। এই অভেদেই পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে দুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিব? তুমি যে ধর্ম্মে দীক্ষিত, আমারও সেই ধর্ম্ম। তুমি যে বলে বলী, আমিও সে বলে সবল। বাহিরে মুখের বিভিন্নতা, অবস্থার বিভিন্নতা; কিন্তু ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রাণ লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে; আর যদি ইহা বিশ্বাস না কর, কোটী বৎসর পরেও তোমার নিকট স্বর্গ আসিবে না। যদি বল যতই মনুষ্যের স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই মিলনের সম্ভাবনা থাকিবে না, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নাই। কেন না যাহা দ্বারা একদিন জগতের সমুদয় নর নারীদিগের মধ্যে মিলন এবং পবিত্র প্রেম-যোগ হইবে, তাহা এই ব্রাহ্মসমাজ; যদি

ইহা দ্বারা সেই লক্ষ্যই সিদ্ধ না হইল, তবে ইহার প্রয়োজন কি? এই যে বঙ্গদেশে গঙ্গা নদীর তীর হইতে "সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে এক পরিবারে বদ্ধ করিতে হইবে" এই মহারোল উঠিল, ইহা কি কেবলই অহঙ্কার এবং কল্পনার কথা? কিরূপে সমুদয় মনুষ্য একপ্রাণ হইবে?

ব্রাহ্মগণ! তোমরা প্রেমের ধর্ম্ম পাইয়াছ বলিয়া কতই গৌরব এবং ভাণ করিতেছ; কিন্তু আমি দেখিতেছি এখনও তোমাদের মধ্যে প্রাণের মিল হয় নাই। মন্দিরে দুই ঘণ্টা একত্রে উপাসনা করিলে কি হইবে? তোমাদের মধ্যে কি যথার্থ প্রাণের অভেদ হইয়াছে? পাঁচ শত লোক কেন এক হয় না? বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা নাই। বিশ্বাস-চক্ষে মূলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলেই এক তানে বলিতে পারেন—যখন সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর এক, তখন সমস্ত মনুষ্য পরিবার একপ্রাণ হইবেই হইবে। যখন দেখিতেছি সকলের প্রেম ভক্তি এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা এক ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে, তখন অহঙ্কার এবং বিবাদের কারণ কোথায় রহিল? অতএব তুমিও থাকিও না, আমিও থাকিব না; কিন্তু ঈশ্বরকে মূলে বসিতে দাও। এইরূপে যখন দেখি তোমার আমার এবং সকলের ধর্ম্মজীবনের মূলে ঈশ্বর বর্ত্তমান, তখন আর দেশ বিদেশের ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে পাই না। তখন ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং আমেরিকাস্থ সমুদয় ব্রাহ্মেরা মূলে এক, ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা এবং ফল ফুলে বৃক্ষ সুশোভিত, কিন্তু নিম্নে বৃক্ষের মূল এক; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রাহ্মসমাজ, কিন্তু সকলের মূল এক ঈশ্বর। যখন ঈশ্বর এক তখন

অনৈক্য আমাদের মধ্যে কিরূপে আসিবে? আর একটী মূল কিম্বা আর এক ঈশ্বরকে স্বজন না করিলে কোন মতেই আমাদের মধ্যে ভিন্নতা হইতে পারে না? প্রেম বল, পরিত্রাণ বল, স্বর্গ বল কদাপি দুই হইতে পারে না। এক ঈশ্বর হইতে একই প্রকার সন্তানের উৎপত্তি সম্ভব। যদি তাহা না হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে সকলের মূল এক নহে। যদি সকলেই এক ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মলাভ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তাহা এক হইবে; যদি না হয়, তবে তাহা তোমাদের বুদ্ধি রচিত এক একটী ক্ষুদ্র আপাততঃ সুরম্য অট্টালিকা, যাহা পরীক্ষার বায়ুতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শত সহস্র খণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরের মধ্যে সেই মূলে উপস্থিত হও; সেখানেই একতা, সেই স্থানে না গেলে যোগ নাই, মিলন নাই, পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বর দেখিতেছেন তোমাদের আত্মা সকল নির্জীব রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই, প্রাণের যোগ নাই—তাঁহার রচিত সুন্দর পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তোমরা একত্র হইলেই স্বর্গীয় লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। এইজন্যই তিনি তোমাদিগকে তাঁহার সন্নিধানে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার নিকট যাও, সকল বিচ্ছেদ, বিবাদ এবং সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আর কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না, কেন না আমার প্রাণ যেখান হইতে আমার ভ্রাতার প্রাণও সেই স্থান হইতে আসিতেছে। সহস্র প্রকার মুখের ভিন্নতা, অবস্থার ভিন্নতা আছে, থাকুক, তাহা পৃথিবীর ব্যাপার; কিন্তু ঈশ্বরের সন্নিধানে, স্বর্গরাজ্যে সকলেই এক। প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যেও দেখিতে পাই, যাহা ভেদের

কারণ তাহা অনিত্য, কেন না তাহা পার্থিব। ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদ জ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে। নির্ব্বোধ প্রচারক! আর বাহিরে ভাই ভগ্নীদিগকে অন্বেষণ করিও না। তুমি কি ভারতের এবং পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর নিকট যাইয়া, স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিতে পার? ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহার সন্তানগণ, প্রেম-চক্ষু খুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাও, দেখিবে তোমার প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল সেখানে। ভক্ত যিনি তিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া বলেন, "এই দেখ আমার বুকের ভিতর ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া বাস করিতেছেন, দূরে যাইতে হয় না; এই নিকটে, আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল, অনন্তকাল আমি তাঁহার এবং তাঁহার সন্তানদিগের সহবাস সম্ভোগ করিব।"

যতদিন এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিবারকে দেখিতে না পাইবে ততদিন মনে করিবে তোমার ভ্রাতা একদিকে, তোমার ভগ্নী একদিকে, এবং তুমি একদিকে, এবং চিরকালই তোমরা তিন জন ভিন্ন থাকিবে; কিন্তু যাই সকলের মূল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে তিন এক হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম দর্শনে আত্মবিস্মৃতি অনিবার্য্য। "প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি" এই সত্য তখনই বুঝিতে পারি, যখন আমরা প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া সেই প্রাণের ভূমি পিতার অন্তরে প্রবেশ করি। তখন কোথায় থাক তুমি, কোথায় থাকি আমি, কোথায় বা ভাই, কোথায় বা ভগ্নী, সকলেই এক; সকলেই অভিন্নপ্রাণ, ভিন্নতা আর তখন থাকে না।

সুতরাং ভ্রাতৃভাব, কিম্বা ভগ্নীভাব বলিলেও ঠিক স্বর্গরাজ্যের ঐক্য প্রকাশ করা হয় না। "আমি" "তুমি" "তিনি" এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলেই এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা। যদি ইহা না হয়, চাই না তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ, চাই না তোমাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও তবে এইটী দেখাইতে হইবে যে, পাঁচ জন পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক; কিন্তু প্রাণে এক। সেই পাঁচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও সেই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে। অভেদ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক ভগ্নী। অবস্থা ভেদে আমরা অনেক; কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক। এই উৎসবের সময় যদি দেখিতে পাই আমরা সকলেই এক হইয়াছি; তুমি যাহা বলিতেছ আমিও তাহা বলিতেছি; তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ আমিও তাঁহাকেই দেখিতেছি; তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি; এমন কি অনন্ত স্থান, এবং অনন্ত কাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে; তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি, এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নর নারী

এক। যতদিন তোমরা এই যোগে সমস্ত মনুষ্য সন্তানদিগকে বদ্ধ করিতে না পার, ততদিন তোমরা ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহ, এবং ততদিন তোমাদের পৃথিবীতে প্রয়োজন থাকিবে।

ব্যস্ত ঈশ্বর।

শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক ; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ব্যস্ত ঈশ্বরের কথা তোমরা কি শুনিয়াছ? ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃজন করেন, তাহাকে রক্ষা করেন, ইহা সকলেই স্বীকার করে; কিন্তু ঈশ্বর দিন রাত্রি তাহার পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত, ইহা কি তোমরা দেখিতে পাও? ঈশ্বরের উৎসব যে কত আনন্দের ব্যাপার আজ তাহা আমরা সম্ভোগ করিব। বন্ধুগণ! আজ ঈশ্বর কিসের জন্য ব্যস্ত? পাপী জগৎকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইজন্য তিনি বাহির হইয়াছেন, সকলের ঘরে যাইতেছেন, সকলকে ডাকিতেছেন, সকলের জন্য ভাবিতেছেন, প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পাপী জগৎকে বাঁচাইবেন, দুঃখী জগৎকে সুখী করিবেন, ইহা ভিন্ন কি তাঁহার অন্য কোনও কাজ আছে? সন্তানদিগের দুঃখ পাপ দূর করা ভিন্ন তাঁহার কি অন্য ভার লইতে ইচ্ছা হয়? আর কাহার সাধ্য এই ভার গ্রহণ করে? এত বড় ভার আর কি আছে? আর কেহ পারে না, এইজন্যই তিনি স্বয়ং সকল পাপীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে প্রকারে পারেন পাপীকে উদ্ধার করিতেই হইবে, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। দুরন্ত পাপী তাঁহার বশীভূত হয় না, তাঁহার দয়ার নির্ভর করে না, বারম্বার তাঁহাকে সন্দেহ করে; যতবার

পাপী তাঁহাকে অবিশ্বাস করিল, ততবার তিনি তাহাকে বুঝাইলেন; আবার পাপী অবিশ্বাসী হইল, আবার তাহার মন ফিরাইয়া দিলেন।

এইরূপে গুরু হইয়া ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, দেশে দেশে, তিনি সকলকে এবং প্রত্যেককে বুঝাইতেছেন। কিন্তু কেবল বুঝাইলে কি হইবে? বুঝাইলেই কি লোক পরিত্রাণ পায়? ঈশ্বর দেখিলেন, পাপী বুঝিল; কিন্তু যাহা বুঝিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার বল নাই। গুরু বলিলেন, ভক্ত হও, জিতেন্দ্রিয় হও, কিন্তু পাপী জগৎ বলিল, আমাদের বল নাই। কেবল উপদেশ শুনিলে জগতের পরিত্রাণ হয় না। কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর, পরিত্রাণ লাভ করিবে; ঔষধ সেবন কর, রোগ দূর হইবে; কেবল এইরূপ সাধারণ উপদেশ দান করিলে জগতের পরিত্রাণ হয় না। বিশেষ বিশেষ রোগের অবস্থায় রোগীরা এইরূপ সাধারণ ঔষধ গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে পারে না। সেই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান এবং চিকিৎসকের সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকা আবশ্যক। আমাদের আত্মা বিশেষ বিশেষ মহারোগে রুগ্ন। যদি আমাদের পরম চিকিৎসক নিকটে থাকিয়া রোগ প্রতীকার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা না করেন তবে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্রাম নাই, কিসে অমুক দেশের অমুক দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে, কিসে অমুক নগরের অমুক পাপীর পাপ দূর হইবে, ইহাই তাঁহার নিত্য চিন্তা। কোথায় কে নরকে ডুবিল, কোথায় কে অসহায় হইল, কে কখন শ্মশানে গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, দিবা রাত্রি তিনি কেবল এই সকলই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার ঘরে গিয়া দেখ, তাঁহার কাছে সমস্ত দিন কেবলই এই সকল সংবাদ আসিতেছে।

কোন্ স্বামী স্ত্রীকে নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কোন্ পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে পাপ-কূপে নিক্ষেপ করিতেছে, আমাদের স্বর্গের পিতার কাছে সর্ব্বদাই এই সকল সমাচার আসিতেছে। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ দিক হইতে তাঁহার কর্ণে রোগ, শোক এবং পাপতাপের আর্ত্তনাদ উঠিতেছে।

কিছুতেই তাঁহার ক্লান্তি নাই, তিনি বলিতেছেন আরও বল। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা, এমন অগাধ প্রেম আর কোথায় দেখিবে? পাপীদিগের ক্রন্দন শুনিবার জন্য তিনি ব্যস্ত; কিন্তু তিনি কখনও অধীর নহেন। এখন যেমন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তিনি এইরূপ গম্ভীর, প্রশান্ত এবং অচঞ্চল থাকিবেন। তাঁহার কি রাত্রে নিদ্রা আছে যে, তিনি পাপীর ক্রন্দন শুনিবেন না? যখন দুইটার সময় ঘোরা রজনী, চারিদিকে নিস্তব্ধ, কোথাও জনমানব নাই, তখন একজন পাপ বিকারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, "প্রাণেশ্বর রক্ষা কর, প্রাণেশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাহার খেদোক্তি স্বর্গে উঠিল। পাপীর ক্রন্দনধ্বনি পিতার কর্ণে পৌছিল। এইরূপ একটী নহে, কিন্তু অসংখ্য অগণ্য পাপীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে উঠিতেছে। কে আত্মহত্যা করিল, কে কোন্ পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইল, পিতার ঘরে দিবা রাত্রি এ সমুদয় সংবাদ আসিতেছে। তিনি কি সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত? না কেবল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন? তিনি স্বয়ং কাছে থাকিয়া যদি স্বহস্তে পাপীর মুখে ঔষধ তুলিয়া না দেন, তবে পাপী মরিল, পাপব্যাধি লইয়া পরলোকে চলিল। এই যে বঙ্গদেশে তোমরা কতকগুলি ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে

প্রতিদিন কাঁদিতেছ, প্রতিদিন তাঁহার স্তব স্তুতি এবং তাঁহার প্রার্থনা করিতেছ, তাহা কি এইজন্ত নহে যে, ঈশ্বর সর্ব্বদাই নিকটস্থ সহায় হইয়া তোমাদিগকে অগ্রসর করিবেন? তোমরা কি বুঝিতে পার নাই যে স্বর্গের চিকিৎসক প্রতিদিন তোমাদের কাছে থাকিয়া ঔষধ না দিলে তোমাদের পরিত্রাণ নাই? কি জন্ত আমরা উদ্যানে, পর্ব্বতে, মন্দিরে, পরিবার মধ্যে সকল স্থানে তাঁহাকে ডাকি? এইজন্ত যে, সর্ব্বত্র এবং সমস্ত দিন দয়াময়ের কাছে পড়িয়া না থাকিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। ইহারই জন্ত জগতের কোটী কোটী লোক তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে।

আমাদের ঈশ্বরের হাতে তবে কত কার্য্য! যত দিতেছেন, ততই ভিখারীরা বলিতেছে আরও দাও। এই উৎসবের দিন আজ তিনি কি কার্য্য করিতেছেন ভাবিয়া দেখ দেখি! আজ প্রাতঃকালে কি তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া সকলকে জাগাইয়া দেন নাই? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়া বল নাই, এ ব্যক্তি কে যিনি আমাদিগকে প্রত্যূষে তুলিয়া এক স্থানে লইয়া যাইতেছেন? ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তাঁহার কথা কি তোমরা শুন নাই? "সন্তানগণ, আমার নিকটে এস" এ কথা কাহার কথা, তাহা কি তোমরা জান না? বিষয়ীরা যেমন যত্নপূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করে, আমরাও তেমনই যত্নপূর্ব্বক পাপ সঞ্চয় করিলাম। আমাদের অনিত্য সুখের পাত্র, পাপের পাত্র, এখনও পূর্ণ হয় নাই, আমরা আরও অপবিত্র আমোদ চাই। ঈশ্বরের কথা অবহেলা করিলাম, তাঁহাকে বলিলাম আর একটু পাপের সুখ ভোগ করিতে দাও, এমন সুখের সময় আমাদিগকে

ব্যস্ত করিও না। তিনি হৃদয়-দ্বারে দাঁড়াইয়া, আমাদের প্রেম ভিক্ষা করিলেন, আমরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলাম; কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন? এক দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিলাম, আর এক দ্বার দিয়া আসিয়া তিনি ভিখারী হইয়া দেখা দিলেন; এক দ্বার হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিই, দেখি আর এক দ্বারে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তিনি আমাদের প্রেম ভিক্ষা করেন, এইজন্যই তিনি সকল দিক হইতেই আসিয়া দেখা দিতেছেন। কিন্তু জঘন্য নিষ্ঠুর-হৃদয় আমরা, আমরা কি না তাঁহাকে বলিলাম, "দূর হও প্রাণেশ্বর!"

মহাপাতকী আমরা, পিতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলাম। ঈশ্বর বলিলেন, এত প্রাণপণ যত্ন করিয়া আমি যাহাদের মঙ্গল সাধন করিলাম, তাহারা কি না কঠোর প্রাণ হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল! কিন্তু নির্ব্বোধ সন্তান কটু কথা বলিয়াছে বলিয়া কি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? পাপীকে যদি আমি উদ্ধার না করি, তবে তাহার গতি কি হইবে? না, পাপীকে আমি ছাড়িতে পারি না; এ সকল দুঃখী পাপীরা যদি স্বর্গে না যায় তবে স্বর্গরাজ্যে যাবে কে? এমন প্রেমময় পিতাকে আমরা বারম্বার বাহির করিয়া দিলাম; কিন্তু তিনি ক্রমাগত এক দ্বার হইতে বাহির হইয়া আবার অন্য দ্বার দিয়া আসিলেন, সে দ্বার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আবার তৃতীয় দ্বারে আসিলেন, তৃতীয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দিলাম, আবার চতুর্থ দ্বার দিয়া আসিলেন। যে কোন মতে হউক পাপীকে ধরিতেই হইবে, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। স্বামীকে ধরিতে পারিলেন না, স্ত্রীকে

বলিলেন "ওগো মেয়ে! আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, তোমার স্বামীকে পাইলাম না, আমার হইয়া তুমি তাহাকে দুটী কথা বল।" স্ত্রীকে ধরিতে গেলেন, স্ত্রী ধরা দিল না। তাহার স্বামীকে বলিলেন, "পুত্র! আমার হইয়া তোমার স্ত্রীকে দুটী কথা বল।" ফুলের মত কোমল স্ত্রীর হৃদয়; কিন্তু তাহাও ঈশ্বরের কথায় গলিল না, পাপে উন্মত্ত থাকিয়া পাথরের মত রহিল। পিতা মাতাকে ধরিতে গেলেন, তাহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহারা ঈশ্বরের হইল না, অবশেষে পরাস্ত হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সন্তানদের কাছে গিয়া বলিলেন, "ওগো ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা! তোমরা আমার হইয়া তোমাদের মা বাপকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দাও যে, এখন তাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যৌবন ফুরাইয়াছে, মৃত্যু নিকটে আসিতেছে, এখন পবিত্র না হইলে সেই পাপ মন লইয়া পরলোকে যাইতে হইবে।"

স্বামী স্ত্রী পিতা মাতা কেহই ঈশ্বরের কথা শুনিল না। কিন্তু তবুও ঈশ্বর ছাড়িলেন না, তিনি নিজে আসিয়া তাহাদের মধ্যে বসিলেন, স্বয়ং তাহাদের পরিবার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি দুরন্ত মনুষ্যেরা প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা ঈশ্বরকে দেখিব না। ঈশ্বরও প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুঃখী সন্তানদিগকে আমি দেখা দিবই দিব। আজ ১১ই মাঘের দিন পিতা কি জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছেন? কেন আজ এখানে নগরের পাপীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন? আমাদের সংসারে যদি কোন কাজ হয়, পাড়ায় পাড়ায় গিয়া বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করি; কিন্তু শত্রুকে কি আমরা নিমন্ত্রণ করি? দয়াময় ঈশ্বর আজ কি করিলেন? হায় দয়াময়!

তোমার এমনই আশ্চর্য্য দয়ার স্বভাব, তুমি কি না আজ তোমার নিতান্ত জঘন্য মহাশত্রুদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলে। তোমার দয়া দেখিয়া শত্রুরা অবাক্ হইয়া বলিল, কে তুমি? তুমি আমাদের মত পাপীকে এত ভালবাস, ইহা ত জানিতাম না। আমরা যে তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ কেন আবার তুমি নিজে আসিয়া এই মহাশত্রুদিগকে ডাকিতেছ? আজ ঈশ্বরের ব্যবহার দেখিয়া পাপী জগৎ অবাক্ হইল। পাপীরা আবার বলিল, ঈশ্বর! আমরা যে তোমার মহাশত্রু, আমাদিগকে তুমি কেন ডাকিতেছ? আজ আনন্দের দিন, তোমার উৎসবের দিন, সাধুদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাও; আমরা যে তোমার কুপুত্র, ঘোর পাতকী, আমরা কি উৎসবের উপযুক্ত?

পাপীদের এ সকল কথা শুনিয়া, দয়াল পিতা তাহাদিগকে আরও মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, আরও গাঢ়তররূপে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। পিতার ব্যবহার দেখিয়া দুঃখী পাপীরা কাঁদিতে লাগিল। পাপীরা মনে করিয়াছিল, আমাদের কাছে বুঝি কেহ ভুলে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু আর তাহারা সন্দেহ করিতে পারিল না, তাহারা দেখিল যাঁর কার্য্য তিনি আপনি তাহাদের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার ত নীচতা বোধ নাই। পৃথিবীতে যাহারা বড় লোক তাহারা লোক পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করে; কিন্তু আমাদের স্বর্গের পিতা যিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং প্রত্যেক পাপীর ঘরে আসিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাপী বলিল, করুণাসিন্ধু! আর

বলিতে পারি না, আমার সকল কথা ফুরাইল, আর তোমার অবাধ্য হইব না, চল যেখানে তোমার ইচ্ছা লইয়া যাও। তাহারা বলিল, আমরা ছেঁড়া কাপড় লইয়া কেমন করিয়া তোমার কার্য্যে যাইব, কেমন করিয়া এই দগ্ধ মুখ সেখানে দেখাইব? দয়াময় বলিলেন, আমি যে তোমাদিগকে ছাড়িব না, তোমাদিগকে না লইয়া আমি কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব? আজ যে পিতা অনেক ধন এই ব্রহ্মমন্দিরে বিতরণ করিবেন, কেমন করিয়া তিনি পাপীকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন? আজ মহাপাতকীরা স্বর্গের অন্ন খাইবে, এই কথা শুনিয়া দেখ নগরের চারিদিক হইতে কাহারা দৌড়িতেছে, কে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছেন? পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গিয়া পাপীগুলিকে ধরিয়া আনিলেন। কি জন্য আনিলেন তাহা কি তোমরা জান?

নিজের চেষ্টায় তোমরা এখানে এস নাই। তোমরা আরও পাপ করিবে এই তোমাদের পরামর্শ ছিল; কিন্তু এখন পিতার জয় হইল কি না বল দেখি? না, না, না, তোমাদের দুর্ম্মতি জয়লাভ করিতে পারিল না। ঈশ্বরের শেষ রক্ষা হইল। তোমরা বলিয়াছিলে এই অপ্রেম, অনাবৃষ্টির সময় পাষাণ হইতে জল পড়িবে না; কিন্তু বল দেখি, ভক্তবৎসল আজ আসিয়াছেন কি না? প্রেমের জয় হইল কি না? জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, বলিয়া আজ শত শত পাপী কি জন্য কাঁদিতেছে? কি জন্য আজ এমন উন্মত্ত হইয়া বারম্বার ব্রহ্মকৃপার জয়ধ্বনি করিতেছে? ঐ শুন প্রেমময় বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের কাছে আসিলাম কি জন্য জান? তোমাদিগকে লইয়া একটা দাস দাসীর পরিবার করিব, অনেক

দিন তোমরা নিজে প্রভু হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছ, এখন তোমাদের প্রত্যেককে আমার এক একটী কার্য্যভার দিব, আমার সেবা করিয়া তোমরা সুখী হইবে।” আর আমরা অহঙ্কারী, অবিনয়ী থাকিব না। দীননাথ স্বর্গের দয়াল প্রভু আমাদিগকে নানা স্থান হইতে অনেক দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিলেন। এতকাল তাঁহাকে প্রভু বলি নাই, বিনয়ী হইয়া তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করি নাই, দীনবন্ধু, আমাদিগকে ক্ষমা করুন!

ভাই ভগ্নি, বিনীতভাবে বলিতেছি, যদি আমার অহঙ্কারে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করিবে না? পৃথিবীতে একজন তোমাদের চাকর জন্মিয়াছিল যদি তাকে তোমরা না রাখ তবে যে তার নরক। তোমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারিলেই তাহার স্বর্গ। এই নাও আমার মস্তক, ইহাতে তোমাদের পদধূলি দাও। ঐ ধূলি আমার শিরোভূষণ, ঐ ধূলি আমার চক্ষুর অঞ্জন। যাহাকে দয়া করিয়া তোমরা বেদীতে স্থান দিয়াছ, সে যদি পাষণ্ড অহঙ্কারী হইয়া তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, তাহাকে দূর করিয়া দাও; কিন্তু সে যদি আচার্য্য হইয়া বিনীতভাবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতার কথা বলিয়া থাকে, তোমাদের চরণ ধরিয়া বলি, তাহার কথা অগ্রাহ্য করিও না। কেন না, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সে তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে যে তোমাদের পরিত্রাণ। এবং ঈশ্বরের কথা শুনাইয়া সে যদি তোমাদের সেবা করিতে না পারে, তবে যে সে মরিবে। তোমাদের চাকর করিয়া ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইলেন, তোমরা যদি দয়া

করিয়া তাহাকে দাসত্ব করিতে না দাও, তবে যে তাহার গতি নাই। প্রাণের ভাই ভগ্নিগণ! এই প্রকারে যদি তোমরা আমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি সদয় হইয়া পরস্পরের দাসত্ব গ্রহণ না কর, তবে যে আর কাহারও নিস্তার নাই।

"প্রভুত্ব!" তুমি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর হও, তুমিই অহঙ্কারের অগ্নি জ্বালিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছারখার করিয়াছ। প্রভুত্বে বিনাশ, দাসত্বেই পরিত্রাণ। "বিনয়!" তুমি স্বর্গ হইতে আসিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের মত কর। "বিনয়!" তুমি শীঘ্র এস, ব্রাহ্মসমাজে তোমার বড় প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি আসিয়া আমাদের মধ্যে স্বর্গের কুশল শান্তি বিস্তার কর, তুমি আমাদের হৃদয়ের ভূষণ হও। পৃথিবীতে এমন দুরন্ত কে আছে যে, তোমার কথা শুনিয়া পরের দাসত্ব করিতে না চাহে? ঈশ্বর বলিতেছেন, বিনয়ী না হইলে এবার কাহাকেও তাঁহার ঘরে যাইতে দিবেন না। যাই একটী অহঙ্কারী তাঁহার দ্বারে যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ হইবে। যখনই অহঙ্কার, তখনই পতন। তবে কেন বন্ধুগণ! আর এই দুরন্ত অহঙ্কারকে অন্তরে পোষণ কর? হে বিনয়ীদিগের রাজা, দীননাথ, প্রেমময় ঈশ্বর! তোমার পূজা ব্রাহ্মসমাজে হউক। সাধু, রাজাদের প্রভু বলিয়া ঈশ্বরের তত মহিমা নহে, যত দীন দুঃখী বিনয়ীদিগের বন্ধু বলিয়া তাঁহার সম্মান। ভাইগণ, ভগ্নিগণ! অতএব আর বিলম্ব করিও না, বিনয়ীদিগের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। পরস্পরের দাস দাসী হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম-পরিবারের শোভা বর্দ্ধন কর। বিনয়ীদের রাজা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অধিকার করুন। (প্রাতঃকালের উপদেশ)।

দীক্ষা—মহিলাদিগের প্রতি উপদেশ। *

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের কন্যাগণ! তোমাদের কত সৌভাগ্য! আজ দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার শান্তিগৃহে স্থান দিতেছেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া সেই স্থানের উপযুক্ত হও। সংসার রিপুময় স্থান, সেথানে অনেক পরীক্ষা, অনেক বিপদ, যাহারা অতি আপনার লোক তাহারাও বিপদের সময় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মৃত্যুর পর যাহারা অত্যন্ত আত্মীয়, তাহারাই এই সুন্দর দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যায়। এই ত সংসারের প্রবঞ্চনা। সংসারের সহস্র ধনে ধনী হইলেও তোমরা দুঃখিনী থাকিবে। সংসারে অনেক প্রকার সুখ পাইলেও তোমাদের অন্তরের দুঃখ দূর হইবে না। সংসারে পদে পদে শত্রু, নানা দিক হইতে নানা প্রকার প্রলোভন সকল আসিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতেছে, আবার অন্তরে রিপু সকল তোমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; সংসার বাস্তবিক পাপ দুঃখের আলয় ইহা কি বাস্তবিক তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না? মায়াতে ভুলিলে বড় বিপদ। সংসারে সর্ব্বদাই বড় বড় পাপের ঢেউ উঠিতেছে। বড় নদীর মধ্যে কি তোমরা কখনও

* প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মিকা ও দর্শক-হিন্দু-মহিলা-দিগের জন্য স্বতন্ত্ররূপে উপাসনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ আসন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলে স্ত্রীলোকগণ সেই স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে ১৪ জন রীতিমত দীক্ষিতা হন।

তুফান দেখিয়াছ? যখন প্রবল বাত্যাতে নদী হইতে তাল বৃক্ষের মত বড় বড় ঢেউ সকল উত্থিত হয়, যখন সে সকল উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বড় বড় নৌকা সকলও রজ্জু ছিঁড়িয়া জলমগ্ন হয়, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি তোমরা দেখিয়াছ? কিন্তু তাহার সঙ্গে কি সংসার-সমুদ্রের তুলনা হয়? সংসারে যে ঢেউ উঠিতেছে তাহা ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। যখন অন্তরে রিপু সকল উত্তেজিত হয়, যখন রাগ, হিংসা, দ্বেষ অহঙ্কার ইত্যাদি এক একটী পাপের ঢেউ মনে উঠিতে থাকে, তখন কি মনে হয় না বুঝি এ যাত্রায় মরিলাম, এ পাপের হস্ত হইতে আর বুঝি বাঁচিব না?

যতদিন অন্তরে পাপের উত্তেজনা থাকিবে ততদিন এই পৃথিবীতে সুখ নাই, শান্তি নাই, এই বলিয়া তোমরা কতদিন কাঁদিয়াছ, তাই তোমাদের ক্রন্দন শুনিয়া দয়াময় পিতা আজ তোমাদিগকে বিশেষ দয়া করিয়া এই স্থানে আনিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কাছে কেন আসিয়াছ তাহা কি তোমরা জান না? এইজন্য তিনি তোমাদিগকে আনিয়াছেন, যে তোমরা আজ হইতে তাঁহার শান্তি-গৃহে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে। যদি তাঁহার ঘরে থাকিতে পার, অনেক রত্ন পাইবে। তাঁহার দয়ার কথা শুনিয়া তোমরা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া পড়িয়াছ, এখন তিনি তাঁহার প্রেমজালে তোমাদিগকে জড়িত করিয়া ফেলিবেন। আর আর সকলের মুখ দেখিলে তোমাদের মমতা হয়; কিন্তু যাঁহার স্নেহে সকলের মুখ দেখিতেছ, যিনি সকলের প্রেমময় পরম সুন্দর পিতা, তাঁহার মুখ দেখিলে কি তোমাদের মায়া হয় না? ঈশ্বরের কন্যাগণ! আজ পিতা এখানে ডাকিয়া তোমাদিগকে কি নাম দিলেন তাহা কি বুঝিয়াছ? তিনি আজ অতি স্নেহ করিয়া

তোমাদিগকে দাসী নাম দিলেন। কি খাইব, কি পরিব, আর এই চিন্তা করিও না, প্রাণপণে তাঁহার সেবা কর, তিনি স্বয়ং তোমাদের অভাব মোচন করিবেন। তিনি স্বহস্তে তোমাদিগকে প্রতিদিন অন্ন বস্ত্র দিবেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য কি তাহারা কখনও কাঁদে যাহারা ঈশ্বরের দাসী? তোমরা ভক্তি ভাবে তাঁহার সেবা কর তাঁহার আদেশ শুনিয়া তাঁহার সন্তানদিগের দুঃখ দূর কর, তিনি নিজে তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন।

তিনি তোমাদের কাছে কি চান? ভক্তি-নয়নের জল। প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহার চরণ ধৌত কর, নিজের প্রেমে নিজে সুখী হইবে। এই ভাবে তাঁহার সেবা কর যে তিনি জানিবেন যে তোমরা তাঁহার দাসী, এবং তোমরাও জানিবে যে তোমরা তাঁহারই দাসী। তোমরা এই দাসের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। আর কলহ বিবাদ করিয়া পিতার পরিবারে পাপ অশান্তি আনিও না। অপ্রেম অকুশল আনিয়া আর এই দাসের হৃদয়ে দুঃখ দিও না। ভাল করিয়া তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারি নাই বলিয়া আর এই দাসকে কষ্ট দিও না। ঈশ্বরের জন্য, তোমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা বলিব তাহা দয়া করিয়া শুনিও। তোমরা যদি সুখী হও, আমি প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দ লাভ করিব। একটু যদি তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখি আমার মনে কত আনন্দ হয়, তাহা অন্তর্যামী দেখিতে পান। আবার তোমাদের মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখিলে আমার প্রাণ কেমন বিদীর্ণ হয় তাহাও তিনি দেখিতে পান। তাই, ঈশ্বর-কন্যাগণ! তোমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি; আর তোমরা সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিও না; কিন্তু যিনি তোমাদের পিতা মাতা, এবং যিনি

তোমাদের জন্য সুখের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, চিরকাল তাঁহার ঘরে বাস কর।

তোমাদের মনে কি গৌরব বোধ হয় না যে, স্বর্গের রাজা জগদীশ্বর তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে স্বহস্তে তাঁহার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন? কে কয় দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিবে তাহার ঠিকানা নাই। মরিবার সময় ত কাঁদিলেও কেহ আপনার হইবে না, আর কেন তবে পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিবে? চিরকাল যিনি দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তোমাদের ভাবনা কি? তোমাদের মস্তকের উপর তাঁহার পবিত্র প্রেমময় হস্ত পড়িয়াছে, তোমাদের ভয় কি? তোমরা চিরকাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছ, কৈ তিনি ত তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিলেন না, বরং তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি-নিকেতনে লইয়া গিয়া অমৃত পান করাইবার জন্য, নিজে তোমাদের হস্ত ধরিয়া এখানে আনিলেন। ভগ্নিগণ! এমন পিতাকে কি অগ্রাহ্য করিতে আছে? যাঁহাকে ডাকিলেই প্রাণে আনন্দ হয় তাঁহাকে কিরূপে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিবে? বল আর এ জীবনে পাপ করিব না, আর পিতাকে ছাড়িব না, বল, সকলে দাসী হইয়া পরস্পরের সেবা করিব। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি তোমাদের মনে আনন্দ দিন। ভগ্নীরা সুখী হউন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই। ভগ্নিগণ! পিতার নাম লইয়া তোমরা সশরীরে সকলে মিলিয়া স্বর্গে চলিয়া যাও। আমরা দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হই। তোমরা দুঃখিনী, তাঁহার

অবলা কন্যা বলিয়া তাঁহার এত দয়া হইল, এই দয়া ভুলিও না। তাঁহার নাম সম্বল করিয়া লও। আজ তাঁহার মন্দিরে, কি হইল, এই আনন্দ ছবি হৃদয়-পটে চিত্র করিয়া রাখ। দুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি দয়াময় পিতার এত দয়া দেখিয়া আজ চক্ষু জুড়াইল।

অপরাহ্ন।

ধ্যান।

ধ্যানেচ্ছু সাধকগণ! একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে আত্মা সমাধান কর। ("আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি এই সঙ্গীত হইল।") পূর্ব্বকালে ঋষিরা ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। ধ্যান না করিলে ঈশ্বরকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানি, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাকে নিকটে দেখি, ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরকে হৃদয়ে সম্ভোগ করিবার জন্য প্রাচীনেরা নির্জ্জনে যাইয়া তাঁহাতে আত্মা সমাধান করিতেন। দেখ, প্রেমময় আমাদের নিকটে, অথচ আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। যতক্ষণ না তিনি হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দ্বারা অধিকৃত হন ততক্ষণ কিরূপে তাঁহার সহবাসে সুখ সম্ভোগ করিব? ধ্যান দ্বারা দূর নিকট হয়, সেই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের দেবতা আমাদের প্রাণস্থ হন। প্রেমময়ের ধ্যান শুষ্ক নহে। প্রেম ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধারণ কর, ধ্যান সরস, মধুর এবং মুক্তি-প্রদ হইবে। যাঁহার স্নেহেতে

আমরা বাঁচিতেছি, তিনি আমাদের দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে এবং অন্তরে প্রাণের মধ্যে জীবিতেশ্বর হইয়া বর্ত্তমান। এই আকাশ শূন্য নহে। ইহার মধ্যে আমাদের সেই প্রাণপূর্ণ ঈশ্বর বাস করিতেছেন, প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দেখ, তিনি নিকটে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি কেহ এক নিমেষ বাঁচিতে পারে? যত লোক, যত বস্তু দেখিতেছ সকলই তাঁহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত। যে দিকে চাও সেই দিকেই ব্রহ্মের ব্যাপ্তি। জ্যোতিস্ময় তিনি, কিন্তু তিনি বাহিরের জ্যোতি নহেন। হৃদয়ের ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই দয়াময় রহিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে অতি নিগূঢ় ভাবে তিনি স্থিতি করিতেছেন, সেই গূঢ়তম স্থানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, সেই গোপন স্থানে তাঁহার ধ্যান কর, সেখানে বিবাদ নাই, কোলাহল নাই, বাহিরের বিড়ম্বনা নাই। বাহিরে তিনি, চারিদিকে তিনি, অন্তরেও তিনি। শরীর-মন্দির, বিশ্ব-মন্দির, হৃদয়-মন্দির সকলই তাঁহার গম্ভীর সত্তাতে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং সকল শক্তির জীবিকা এবং মূলাধার বলিয়া উপলব্ধি কর। তিনি হৃদয়ের রত্ন, প্রাণের আরাম, নয়নের ভূষণ এবং চক্ষুর অঞ্জন। যতই তাঁহাকে দেখিবে ততই আত্মা প্রেমের সাগরে, এবং পুণ্য শান্তির সমুদ্রে ডুবিবে। ধন্য তিনি যিনি তাঁহার ক্রোড়ে আত্মাকে সংস্থাপিত রাখিয়াছেন! তাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী, তাঁহার বলে আমরা বলী, তাঁহার গুণে আমরা গুণী। তাঁহা ভিন্ন আমাদের কি আছে? কেবল পাপ অন্ধকার, দুঃখ, অশান্তি। এস বন্ধুগণ! সংসার ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাই। এখানকার মায়া মমতা এখানে পড়িয়া থাক্।

যাহা এ সংসার এবং নয়নের অতীত, যেখানে স্বর্গের পিতা একাকী বসিয়া আছেন, চল সেখানে যাই ; সেখানে প্রাণেশ্বর আমাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহিরের প্রলোভন, কোলাহল সেখানে যাইতে পারে না। পৃথিবীর সকল কামনা বাসনা নিঃক্ষেপ করিয়া, বহির্বিষয়ের সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়া এস একাকী তাঁহার নিকট বসি। কৃপাসিন্ধু একটীবার আমাদিগকে দেখা দিন। এস তাঁহাকে প্রাণ মন্দিরে দেখি। প্রাণস্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেম জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করুন। তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রত্যেকের দেহ মন পবিত্র করুন।

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ। *

সায়ংকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক ;

২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

তোমাদিগকে দয়াময় ঈশ্বর আহ্বান করিয়া এই নূতন রাজ্যে উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি সেই হস্ত দেখিতেছ, যাহা তোমাদিগকে ধরিয়াছে? তোমরা কি সেই চক্ষু দেখিতেছ, যাহার প্রেম-জ্যোতি তোমাদের উপর পড়িয়াছে? তাঁহাকে ভালরূপে ধারণ কর, তাঁহার সাহায্য বিনা বিঘ্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে

* ২৩ জন যুবা দীক্ষিত হন। দীক্ষিতগণ মান্দ্রাজ সিন্ধু পাঞ্জাব বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি দেশবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি ইংরাজি হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ প্রদত্ত হয়। বঙ্গ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাটী প্রকাশিত হইল।

পারে এমন সাধু কেহ নাই। এই রিপুময় সংসারে ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁহার প্রেম-চক্ষু স্বচক্ষে দেখিলে কিছুরই ভাবনা থাকিবে না। আজ যাহা তোমরা এখানে স্বচক্ষে দেখিলে এবং স্বকর্ণে শুনিলে, তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, এ সকল তোমরা অন্য দেশে দেখিবে না। আজ যাহা দেখিলে ইহার ছবি তোমরা হৃদয়ে চিত্র করিয়া লইয়া যাও। যখন ঘোর শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন অদ্যকার কথা স্মরণ করিও, এবং কাতর প্রাণে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইও। দয়াময়ের এত দয়া যে তিনি মহাপাপীকেও স্বয়ং হাতে ধরিয়া রক্ষা করেন। তাঁহার কৃপায় যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ তাহাতে কি আর সন্দেহ তর্ক করিতে পার? যখন পরীক্ষার অগ্নি তোমাদের চারিদিকে জ্বলিবে, তখন তাঁহার এই কৃপাই একমাত্র সম্বল। তোমাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তিনি ভক্তি বিধান করিলেন, তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া তোমরা জীবন সার্থক কর।

সংসারে ঈশ্বর এবং রিপুদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে, সেখানে সেনাপতির আজ্ঞা বিনা তোমরা কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। দক্ষিণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক, ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া সমুদয় রিপুকুল বিনাশ করিবে। বাহিরে তোমাদের কত শত্রু, আবার ভিতরে মনের মধ্যে শত্রুরা ঘর বাঁধিয়া রহিয়াছে। সেই ভিতরের দুরন্ত শত্রুদিগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঁচিতে পার সেই জন্য বিশ্বাসপূর্ব্বক দয়াময় ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহাকে ভালরূপে হৃদয়ে স্থান দাও, তোমাদিগকে কোন শত্রু আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাঁহার নামরূপ-বর্ম্ম

পরিধান কর। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমরা রণক্ষেত্রে অবতরণ কর, তোমাদের সকল শত্রু পরাস্ত হইবে। ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনিতে গগন মেদিনী কম্পিত হয়। এক দিকে যোদ্ধা হইয়া যেমন শত্রু সকল বিনাশ করিবে, তেমনই অন্য দিকে বিনীত দাস হইয়া ঈশ্বরের এবং তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিবে। কে তোমাদের প্রভু? আজ ভালরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লও। সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, আর স্বার্থপর হইয়া জীবন ধারণ করিও না। অহঙ্কারী মস্তককে অবনত কর, এই তোমাদের চারিদিকে ভ্রাতা ভগ্নীরা বসিয়া আছেন। কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নী যদি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তজ্জন্য তোমরা দায়ী।

এই শরীর কিসের জন্য? দয়াময়ের পদসেবা করিয়া ইহাকে পবিত্র কর। দাস হইয়া চিরকাল জগতের সেবা কর, অবশেষে স্বর্গীয় প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইবে। নাম ধরিয়া তিনি তোমাদিগকে ডাকিলেন আর তাঁহার অবাধ্য হইও না। তোমাদিগকে যে কার্য্য করিতে ডাকিলেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন কর, যুদ্ধের শেষ হইবে। যে দিন দাসত্বের পুরস্কার লাভ করিবে, সে দিন কেমন সুখের দিন! ব্রাহ্ম হইয়াছ কেন তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সুখধামে লইয়া যাইবেন এইজন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; ঐ দেখ পথ শেষ হইয়া আসিতেছে, নিকটে কেমন সুন্দর একটী নিকেতন দেখা যাইতেছে, সেখানে প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল ফুটিয়াছে, সমস্ত গৃহ গন্ধে আমোদিত। ভ্রাতৃগণ! এ ঘর ঈশ্বর তোমাদের জন্য নির্ম্মাণ করিতেছেন; এ

ঘরে গিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিলেই পরিত্রাণ। ইহারই নাম শান্তি-নিকেতন, এখানে আসিলে মহাপাপী পবিত্র হয়, নিঃসম্বল সম্বল লাভ করে। ঈশ্বর যাহাকে সুখী করেন সেই এই সংসারে সুখী। দয়াময় যখন সুখ দিবেন, তখন ভক্তিভাবে সেই সুখ গ্রহণ করিবে এই তোমাদের নিকট বিনীত নিবেদন।

অপ্রেম দূর হউক।

রাত্রিকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য সমস্ত দিন আমরা দয়াময়ের করুণা সম্ভোগ করিলাম। তাঁহার দয়া আজ প্রাতঃকাল হইতে আমাদের পরিত্রাণের জন্য নূতন নূতন আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিল। তাঁহার প্রেম আজ নবীন ভাবে আমাদের হৃদয় প্রাণ মোহিত করিল। দেখিলে ত বন্ধুগণ! ব্রাহ্মসমাজের জীবন কত আছে। ব্রহ্মোৎসব বৎসরের পর বৎসর কেমন আমাদের আশা বৃদ্ধি করিতেছে। এই কয়েক দিন কি হইল তোমরা ত স্বচক্ষে দেখিলে। মধুময় দয়াল নামের কত মহিমা! যে সকল ব্যাপার দেখিলাম এ সমুদয় কি মিথ্যা? এ সকল কি কল্পনা জ্ঞান করিব? ঈশ্বর আছেন, এই ঘরে বসিয়াই তিনি অনেক ব্যাপার দেখাইলেন। তাঁহার বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আর কি প্রয়োজন? ডাকিবার পূর্ব্বে তিনি আসিয়া আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যে বাস করিতেছেন, সঙ্গীত আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহার স্পর্শে হৃদয়ের প্রেম উথলিয়া পড়ে।

১৯

তোমরা কি দেখিতেছ না, আমাদের প্রত্যেকের উপরে কেমন উদার ভাবে তাঁহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হইয়াছে? সকলের মুখে সেই প্রেমসিন্ধু বসিয়া আছেন, এ সকল কথা যদি ভ্রম হয় তবে সমস্ত সাধন লইয়া নদী জলে নিঃক্ষেপ কর। এ সকল দেখিয়া এখনও যদি ভবিষ্যতে পাপ করিবার বাসনা থাকে তবে আর মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই। প্রেমসিন্ধু! যদি ব্রাহ্মেরা তোমাকে দেখিয়াও তোমার প্রেমে মুগ্ধ না হইল তুমি তবে প্রেমসিন্ধু নহ। তোমার প্রেমে মরুভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হইল, পাষাণ গলিল, পাপী পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু ব্রাহ্মেরা এত দেখিয়া শুনিয়াও কি প্রবঞ্চক থাকিবে?

ব্রাহ্মগণ! জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রেমময় কি করিতেছেন তোমরা কি দেখিতেছ না? কোথায় তোমাদের চক্ষু? কোথায় তোমাদের কর্ণ? কোথায় তোমাদের হৃদয়? ঈশ্বরের কার্য্য দেখিয়া কি তোমরা অবাক্ হও নাই? এত আনন্দের ব্যাপার কি কেহ মুখে ব্যক্ত করিতে পারে? ইহা কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আজ কত মহাপাপী স্বর্গের জলে প্লাবিত হইল। অন্ধ পাপীরা স্বর্গ দেখিয়া বিমোহিত হইল। ভাই, ভগ্নি, এ সকল দেখিয়া আর কি পিতার ঘর ছাড়িতে ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা কি হয় না, যদি মরিতে হয়, এই ঘরেই মরিব? এই ঘরে পিতার কত প্রেম বর্ষণ হইল। বন্ধুগণ এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। পিতার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেই সংসারে যাইতেই হইবে। এই শুভক্ষণে ক্রমাগত তাঁহাকে প্রণাম কর, তাঁহা হইতে পুণ্যবল ভিক্ষা করিয়া লও আর যেন সেই দুর্জ্জয় রিপু সকল তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। দয়াময়ের নামে বঙ্গদেশে এবং ভারতের

চারিদিকে ভক্তির ঢেউ উঠিতে লাগিল। এই না ব্রাহ্মসমাজের শত্রুরা বলিয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না? চারিদিকে এখন কাহার নামের জয়ধ্বনি উঠিতেছে? দেখ আজ কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় সিন্ধু, কোথায় পঞ্জাব, নানা স্থান হইতে ভারতের সন্তানেরা আসিয়া ব্রাহ্ম-পরিবার-ভুক্ত হইলেন। আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ে অবিশ্বাস করিও না। এমন সুসময় গেলে আর কি আসিবে?

প্রেমময় ঈশ্বর কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। আজ এ ঘরে যাহা শুনিলে, পৃথিবীর কোন্ স্থানে কে সমস্ত দিন এমন কথা শুনিতে পায়? ঘরে গিয়া কি দেখাইতে পারিবে না কত রত্ন আজ ঈশ্বর তোমাদের হস্তে দিলেন? এতগুলি প্রাণের ভাই ভগ্নী আজ ভক্তি প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া পরস্পরকে কেমন সুখী করিলেন। স্বর্গরাজ্যের শোভা কি আজ দেখ নাই? যদি ইহা স্বপ্ন হয় ইহাকেও বিদায় দিতে পারি না। বন্ধুগণ! প্রাণের ভাই ভগ্নিগণ! আজ তোমাদিগকেও বিদায় দিতে পারি না। আজ বিদায়ের কথা শুনিব না। প্রাণের ভিতর যদি আজ পরস্পরকে স্থান দিয়া থাক আর বিচ্ছেদ হইবে না বলিয়া যাও। বল আজ যাঁহার কাছে প্রেমসুধা পান করিলাম, চিরদিন সকলে মিলিয়া তাঁহারই কাছে এই প্রেমসুধা খাইব। বল যেমন দীননাথের সঙ্গে চির-প্রেমযোগে বদ্ধ হইলাম, তেমনই তাঁহার দুঃখী সন্তানদিগকে আর ছাড়িব না। আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও, এক বৎসর প্রেম ভক্তি সাধন করিব। আজ মন্দিরের মধ্যে যাঁহাদিগকে দেখিলাম, হয় ত অনেকের প্রেমমুখ অনেক দিন দেখিতে পাইব না। যিনি যেখানে থাকিবেন, যেন ঈশ্বরেরই হইয়া থাকেন। দূরস্থ ভাই ভগিনী যাঁহারা আসিতে পারেন নাই, পিতা

তাঁহাদিগকে কুশলে রাখুন। স্বর্গ হইতে যে প্রেম-নদী এখানে আসিল, দেশে দেশে ইহা প্রবাহিত হউক, দেশস্থ বিদেশস্থ সকলের অন্তরে প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হউক। আর কেহই পিতার অপমান করিও না। আর পরস্পরের শত্রু হইও না। পিতার রাজ্য হইতে অহঙ্কার অপ্রেম দূর হউক। সকলে প্রেমময়ের প্রেম-জ্যোৎস্নায় বসিয়া তাঁহার প্রেমানন্দ সম্ভোগ কর। দিবা রাত্রি দয়াময়কে ডাক, এই নামে আমাদের স্বর্গ। অদ্যকার উৎসব, প্রাণের উৎসব হউক। অদ্যকার ভ্রাতা ভগ্নীরা আমাদের প্রাণের ভ্রাতা ভগ্নী হউন। এই প্রেম-জ্যোতি নিত্য-জ্যোতি হউক। এই প্রেম-জ্যোৎস্না আমাদের প্রতি জীবনে অনন্তকাল ব্যাপ্ত হউক।

ভারতাশ্রম।

ব্রাহ্মিকা উৎসব।

সুখধাম।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;

২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ভগ্নিগণ! তোমরা সুখ চাও, দুঃখ চাও না। এই পৃথিবীতে দুঃখ কে চায়? সকলেই সুখের প্রয়াসী, কিসে দুঃখ দূর হয় এবং সুখ বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব-প্রকৃতির এই চেষ্টা। সমুদয় উদ্যোগ,

চেষ্টা এবং সাধন ভজনের লক্ষ্য এই সুখ। আমরা পুরুষ হইয়া যেমন সুখ অন্বেষণ করিতেছি, তোমরা নারী হইয়াও সেইরূপ সুখ অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি মনে সুখ পাইয়াছ? সরল অন্তরে বল, যথার্থই কি তোমরা সুখী হইয়াছ? তোমাদের মনের মধ্যে কি যথার্থই কুশল শান্তি বিস্তার হইয়াছে? সত্য সত্যই কি তোমরা তোমাদের বন্ধুমণ্ডলী এবং পরিবার মধ্যে সেই স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছ? তোমাদের ঘরে, তোমাদের দেশে কি শান্তি আসিয়াছে? এ সকল সহজ প্রশ্ন, এবং এ সমুদয় প্রশ্নের এক উত্তর, তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া অনায়াসেই ইহার উত্তর দিতে পার। তোমরা কি সাহস করিয়া ইহা বলিতে পার না যে, এখন তোমরা যাঁহার আশ্রয় লইয়াছ তাঁহার মধ্যে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই? যদিও অনেক কণ্টকে শরীর মন বিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর, তখন কি সহস্র গোলাপ ফুল সম্মুখে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাও না? পশ্চাতে দুঃখের রাজ্য; কিন্তু সমক্ষে যতই পিতার প্রেমরাজ্য নিকটতর দেখিতে পাও, ততই কি পবিত্র সুখের আশা বৃদ্ধি হয় না? কোথায় ছিলে, দয়াময় পিতা তোমাদিগকে কোথায় আনিয়াছেন, যে স্থানে আসিয়া বসিয়াছ, ইচ্ছা হয় কি আবার ইহা ছাড়িয়া যাও? তোমরা কি অনেকবার বল নাই, দেহ হইতে যদি প্রাণ যায়, তবে ঈশ্বরের পবিত্র সাধকমণ্ডলীর মধ্যেই মরিব? যেখানে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা আর উচ্চতর, পবিত্রতর স্থান কোথায় পাইবে? ভাই ভগ্নীদের মুখে পিতার পবিত্র প্রেমের শোভা দেখিলে যে সুখ হয়, সে সুখ কি আর কেহ দিতে

পারে ? এই স্বর্গের সুখ দিবার জন্যই পিতা তোমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি এত আয়োজন করিতেছেন।

ভগ্নিগণ ! তোমরাও আমাদের দয়াময় পিতার উপাসনা কর, ইহা দেখিলে যে আমাদের অন্তরে কেমন সুখ এবং শান্তি হয় কোথাও তাহার তুলনা নাই। যখন পিতা আসিয়া কন্যাদিগের অন্তরে দেখা দেন, তখন আর দুঃখিনীরা আপনাদিগকে দুঃখিনী বলিয়া মানে না। যে উদ্যানে দয়াময়ের আবির্ভাব, সেখানে যদি পাঁচটা ভাই কিম্বা পাঁচটী ভগ্নীও একত্র হন, সে আর এক রাজ্য। সেখানকার কাহাকেও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না। সেখানে সর্ব্বদাই প্রেম এবং পুণ্য চন্দ্রোদয়। যাঁহাদের অন্তর হইতে পিতা আপনি ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই স্বর্গের পুষ্প-গন্ধে আমোদিত, সেখানে দুঃখের সম্ভাবনা কোথায় ? একবার যদি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, আত্মীয় কুটুম্ব, ধন মান, সুখ সম্পত্তি, পদ ঐশ্বর্য্য সকলই ভুলিয়া যাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ডাকিতেছেন, ইহা সামান্য স্থান নহে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটী মাত্র স্থান। এই ভূমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু সমস্ত পৃথিবীর বায়ু, এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক। এই আলোক পাইয়া একদিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, এই বায়ু সেবন করিয়া পৃথিবীর সমুদয় নর নারী বাঁচিবে। যখন সমুদয় জগদ্বাসী এই ভূমিতে আরোহণ করিবে তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন ইহা ভিন্ন যেন আমাদের অন্য কোথাও বসিতে না হয়।

এই ভূমিতে কি দেখিতেছ? কেবলই ঈশ্বরের পূজা অর্চনা, কেবলই দয়াময় পিতার চরণ সেবা। সকলেরই মুখে দয়াময় নাম, ঈশ্বরের পুত্র কন্তারা পিতার চরণে ভক্তি উপহার দিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন; সকলেই পিতার সুখে সুখী, সকলেরই অন্তরে প্রেম-ভক্তি-পুষ্পের সৌরভ। পিতার পরিবারে দুঃখ নাই। ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাও, দেখিবে তাঁহার মুখে পিতার পবিত্র অগ্নি জ্বলিতেছে; ভগ্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে তাহার মধ্যেও ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি প্রতিভাত হইয়াছে। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই ঈশ্বরেরই পবিত্র আবির্ভাব! কোথাও পাপ নাই, দুঃখ নাই। সকলেরই অন্তর বাহির পবিত্র, এখানে কাহারও মনে পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না। দয়াময় স্বয়ং পাপকে এখানে আসিতে বারণ করেন। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে আর পাপীর ভয় থাকে না। পিতার ঘর নিরাপদ। তাঁহার ঘরে শত্রুর প্রবেশ নিষেধ। কে সেখানে চৌকি দিতেছেন? স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি নিজে তাঁহার ঘরের প্রহরী, পাছে ভক্তদিগের উপাসনার পবিত্রতার মধ্যে কেহ কলঙ্ক আনে এইজন্য তিনি আপনি দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অন্ততঃ যতক্ষণ তাঁহার ঘরে থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, ততক্ষণ পাপ দুঃখের ক্ষমতা নাই যে, তোমাদিগকে স্পর্শ করে। যখন পিতার উৎসবের প্রেমানন্দে মগ্ন থাকি, সেই সময় কি আমাদিগকে পাপের বিষাদ আক্রমণ করিতে পারে? পিতার এই চরণ-ভূমি সন্তানদিগের সুখধাম, ইহাই জীবের স্বর্গ এবং শান্তি-নিকেতন।

ভগ্নিগণ, পিতাকে তোমরা ডাকিতে শিখিয়াছ, এই অমূল্য অধিকার কত উচ্চ, কত পবিত্র, কত মধুর, যতই তাঁহাকে ডাকিবে ততই তাহা বুঝিতে পারিবে। পিতা দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার চরণতলে যে ঘর দিয়াছেন, এ ঘরে কি দুঃখ আছে? এখানে কি কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়? না, দুঃখিনী এ ঘরের মধ্যে কেহই নাই। সংসারে যখন ছিলে তখন দুঃখিনী ছিলে, আবার যদি এ ঘর ছাড় আবার দুঃখিনী হইবে। যে ঘরের ভিতরে পিতা বর্ত্তমান, সেখানে কি বিরোধ বিবাদ থাকিতে পারে? যাহাদের উপর পিতার প্রেম-চক্ষু পড়িয়াছে, তাহারা কি পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে? পিতার ঘরে তোমরা কি এমন কোন একটী বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পার, যাহা লইয়া তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইতে পারে? না, বিবাদের কারণ তাঁহার ঘরে আনিতে পার না। এই দেখ তাঁহার ঘরে প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছে, ঐ দেখ সকলের অন্তরে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ সকল লইয়া কি বিবাদ হইতে পারে? এই দেখ সকলের হৃদয়ে পিতার চরণ-পদ্ম প্রস্ফুটিত, এই দেখ সকল ভাই ভগ্নী পিতার চরণ লইয়া আসিতেছে। পিতার ভাণ্ডারে কি সামান্য ঐশ্বর্য্য যে, তোমরা আপন আপন অন্ত্র-শস্ত্র লইয়া কলহ করিবে?

সেই রসনা যাহা কলহ করিয়া বিষ উদ্গীরণ করে তাহা এখানে আসিতে পারে না। হিংসা-প্রবৃত্তি যে মনে উত্তেজিত হয়, বিবাদ করিতে ভালবাসে যে রসনা, এই ঘরে তাহাদের স্থান নাই। এ ঘরে প্রবেশ করিলে আর কাহারও পাপের কুমন্ত্রণা পালন করিবার ক্ষমতা থাকে না। এখানে কেহ অসুখী হইতে পারে না, কেন না যে এই ঘরে

প্রবেশ করে, প্রেমসিন্ধু তাহার পাপ ও দুঃখ কহিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। যাহারা এই ঘরের আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের সমুদয় দুঃখের কূপ এবং যন্ত্রণার নদী শুষ্ক হইয়াছে। তাহাদের আর কাঁদিবার বিষয় কিছুই নাই। এমন সুখের ঘরে দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ঈশ্বরের ঘরে দুঃখিনী হওয়া যায় না ইহা দেখাইবার জন্ত তিনি তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি-ঘরে আনিলেন। যদি ইহার শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া থাক তবে তোমাদের দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ঘরে তোমরা যে ধর্ম্মলাভ করিবে, সমস্ত পৃথিবী সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এখানে তোমরা যে নীতিশিক্ষা করিবে, সমস্ত জগতের তাহা আদর্শ হইবে। এই ঘরে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়া এবং যাঁহার কথা শুনিয়া পরিত্রাণ পাইবে, পৃথিবীর সকল ঘরে যে দিন তাঁহাকে দেখিবে, এবং তাঁহার আদেশ শুনিবে, সেই দিন পৃথিবীর পরিত্রাণ।

এই বায়ু, এই আলোক, এই প্রেম, এই পবিত্রতা, এই শান্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইবে। এই ঘর ছাড়িলেই মৃত্যু। কেন না ইহার চারিদিকে সংসারের পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে; তোমাদিগকে ইহার বাহিরে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবে। ভগ্নিগণ! আবার শত্রুর মুখ দেখিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? পিতার কাছে সুখ পাওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে আর কেন দুঃখ পাইবে? স্বামী ভার্য্যাকে বল এই ঘর ছাড়িয়া আর পৃথিবীতে গিয়া তোমাদের মুখ দেখিব না, স্ত্রী স্বামীকে বল যদি সশরীরে স্বর্গে যাইবে তবে এখানে এস তোমায় সদ্ব্যবহার করিব। পৃথিবীতে গিয়া কাহাকেও স্পর্শ করিব না, কেন না সেখানকার বায়ুতে অন্তর কলঙ্কিত হয়।

স্বামী স্ত্রী, সকলে এই ঘরে এস, এখানে পরস্পরের প্রতি পবিত্র ব্যবহার করিয়া সকলে পরিত্রাণ লাভ করি। আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, তোমরা সকলে এখানে এস। পিতার ঘরের প্রাচীর অনেক উচ্চ হইয়া উঠিল, আর আমরা অন্যদিকে যাইতে পারি না। আর পলায়নের পথ রহিল না। এই স্বর্গের উচ্চভূমি, এখান হইতে আর পৃথিবীর নিম্নভূমি দেখা যায় না। মায়া মমতা কোথায় পড়িয়া রহিল, আর দেখা যায় না। পিতা ক্রমাগত উপরে উঠাইতেছেন, আর ভয় নাই। আত্মীয় বন্ধুগণ! তোমাদের চরণ ধরিয়া বলি তোমরা সকলে পিতার ঘরে এস। এস ঈশ্বরকে লইয়া সকলে ধর্ম্মের সংসার করি। ভগ্নিগণ! বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যদি অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্যেও এখানে সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক তবে যেখানেই থাক না কেন এই ঘরে থাকিবে। ইহা ভিন্ন আর তোমাদের মিত্রালয় নাই, এই তোমাদের মিত্রালয়, এই তোমাদের পিত্রালয়, একদিকে ভ্রাতা, অন্যদিকে ভগ্নী, একদিকে স্বামী, অন্যদিকে স্ত্রী, একদিকে পুত্র, অন্যদিকে কন্যা।

ঈশ্বরের পরিবারে নর নারী উভয়েরই আবশ্যক। স্বার্থপর হইয়া পুরুষ স্ত্রীকে ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেছিল; কিন্তু একাকী কেহই পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। দুজনেই স্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। স্বামীকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী কোথায়? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? তোমরা কি জান না, একাকী আসিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়? চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর মিল না হইলে প্রকৃতির শোভা হয় না। সূর্য্য-প্রকৃতি পুরুষ,

চিরকালই তেজ বিস্তার করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে; চন্দ্র-প্রকৃতি কোমল স্ত্রীজাতি, আবার পুরুষ-প্রকৃতির তেজ বিহনে নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, অতএব পরস্পরের উভয়েরই সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। যখনই দুই প্রকৃতির মিলন হইবে, তখনই মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ। সেই স্বর্গ হইতে প্রেরিত রথে চড়িয়া স্বামী স্ত্রী যখন নূতন বিবাহমন্ত্রে, নূতন প্রণয়সূত্রে নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন. তখন আর তাঁহারা সেই পুরাতন স্বামী এবং পুরাতন স্ত্রী থাকিবেন না, তখন দুজনেরই মৃত্যু হইবে; কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে নূতন জীবন উঠিবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি তিনি? স্ত্রী স্বামীকে বলিবেন তুমি কি তিনি? আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন! স্বামী স্ত্রীর নূতন সম্পর্ক হইল। যে দিন স্বামীর উপাসনা ভাল না হয়, সে দিন স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ঈশ্বরের সান্নিধানে লইয়া যান, যে দিন স্ত্রী একাকিনী ঈশ্বর দর্শনে অক্ষম, সে দিন স্বামীর সাহায্যে তিনি সেই স্বর্গের প্রাণনাথকে দেখিলেন।

যখন এইরূপে স্বামী স্ত্রী, অথবা একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীর সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক হইবে, তাঁহাদের পরস্পরের জীবনে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। যখন দুজনের মধ্যে পৃথিবীর লোক এই সুন্দর যোগ দেখিবে, তখন ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক এবং অবশেষে সমস্ত জগৎ ইহার অনুসরণ করিবে। উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যাহা দেখিয়াছ তাহা কি ভুলিয়া গেলে? তোমাদের ইচ্ছা হইলেই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। এখনই বল, এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। ঈশ্বর নিজের হস্তে তাঁহার রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, এমন সুখের সময় চলিয়া গেলে আর পাইবে না। আর বলিব কি, এই মন্ত্র যদি

বিশ্বাস কর সকলই হইবে। আমি নিশ্চয় জানি আবার তোমাদের মুখ পুড়িয়া পুরাতন এবং ম্লান হইয়া যাইবে। সংসার আপনার মনোহর মূর্ত্তি দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবে, এইজন্য প্রাণ কাঁদিতেছে। আমি জানি আজই হয় ত যখন এই উৎসবক্ষেত্র হইতে উঠিয়া যাইবে, পাপ রাক্ষস আসিয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। এইজন্য মিনতি করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস কর, যদি বাঁচিতে চাও, এই ঘর ছাড়িও না। এখানে থাকিতে থাকিতে পরকালের জন্য কিছু সম্বল করিয়া লও। যদি এ ঘরে পিতাকে ভালরূপে ধারণ করিতে শিক্ষা না কর, তবে সংসার নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জয় করিবে। দুঃখের আগুন, নরকের আগুন এই বাড়ীর চারিদিকে জ্বলিতেছে, ঐ সংসার-সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। ফিরিয়া গেলে নিশ্চয় মৃত্যু। ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়া কেন ভীত হইয়া বলিতেছ না, সংসারে বারবার রিপু দলের হস্তে মরিয়াছি, পিতার ঘর ছাড়িয়া আর সেখানে যাইব না। তোমাদের স্বামীদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, তোমাদিগকেও বলিতেছি, যদি এ ঘর ছাড়িয়া যাও, তোমাদেরই অপরাধ, তোমাদেরই মৃত্যু। তোমাদিগকে চিরকাল পিতার ঘরে দেখিব, তোমাদের কাহাকেও ছাড়িতে পারি না, তোমাদিগকে লইয়া পিতার চরণতলে বাস করিব, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া পিতার সুখে সুখী হইব, এই প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছি। যদি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এখানে থাক তবেই এই দীনের আশা পূর্ণ হয়। তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া দেখিব, যদি ভিতরে স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে ছাপিয়া রাখিতে পারিবে না। স্বর্গের বায়ু আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই বায়ু প্রবেশ করিয়াছে কি

না, ভিতরে তোমরা সুখ পাইয়াছ কি না, তোমাদের মুখের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিব। ভিতরে যদি স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে সেই অগ্নি কি তোমরা ঢাকিয়া রাখিতে পার? যদি দেখিতে পাই তোমাদের মুখে পরস্পরের দাসীর অঙ্গীকার পত্র লিখিত হইয়াছে তবে জানিব যে তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। যদি ইহা না হইয়া থাকে দুঃখিনী হইয়া নিশ্চয় তোমরা সংসারে মরিবে। কবে কাহার কি হইবে কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া এই ভিক্ষা করি তিনি তোমাদের দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ করুন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ঘরে রাখিয়া ভাল করিয়া দিন। ভগ্নিগণ! এই কি তোমাদের সঙ্কল্প হইল যে, ইচ্ছা করিয়া আবার দুঃখের বিষ পান করিবে? জয় দয়াময় বলিয়া একপ্রাণ একহৃদয় হও, দেখি। পারি না কে বলে? যে নাস্তিক, যে অহঙ্কারী; কিন্তু যে বিশ্বাসী, বিনয়ী, সে বলে পারি। পিতার নাম লইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাও, স্বর্গের আলোক আসিয়া বিবর্ণকে সুন্দর, এবং শুষ্ককে সরস করিবে। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর মৃত্যু নিবারণ করুন। দুঃখিনীদের অনেক দুঃখ হইয়াছে, আর যেন দুঃখ সহ্য করিতে না হয়।

মুক্ত স্থানে বক্তৃতা।

সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ।

অপরাহ্ণ, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

ধনী দুঃখী ভাইগণ! তোমরা সকলে স্থির হইয়া শ্রবণ কর। তোমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞা জান? তাঁহার এই আদেশ যে, সকল জাতীয় লোকেরাই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে। সকল জীবে তাঁহার সমান দয়া। তাঁহার নিকট সকলে এক। তিনি জাতি বিচার করেন না; কিন্তু যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক তিনি দেখা দিবেন। এই মাঠের মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, এখানে ধনীরও মান নাই, দরিদ্র দুঃখীরও নীচতা নাই। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যও ঠিক এই প্রকার। বৈকুণ্ঠ বল, বেহেস্ত বল, স্বর্গ বল, সেখানে সকলেই সমান, ঈশ্বরের নিকট ধনী গরিবের প্রভেদ নাই। যাহার কোন ঐশ্বর্য্য কিম্বা সম্বল নাই, কিন্তু মনে ভক্তি আছে সেই লোকই সেখানে বড়। কেবল প্রেম থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের রাজ্য প্রেমের রাজ্য। ভালবাসা থাকিলেই স্বর্গ; আর যেখানে ভালবাসা নাই, কিন্তু ঘৃণা আছে সেখানেই নরক। অহঙ্কারী হও, স্বার্থপর হও, পরকে ঘৃণা কর, মনুষ্যকে হিংসা কর, নিজের মনের মধ্যেই নরক দেখিবে। আর অহঙ্কার স্বার্থ ছাড়, বিনয়ী হও,

ভক্তি কর, মনুষ্যকে ভালবাস, আপনার মনের মধ্যেই স্বর্গ দেখিবে। এইরূপে পাঁচটী লোক একত্র হইয়া যদি ঈশ্বরকে এবং পরস্পরকে ভালবাসে তাহাদেরই মধ্যে স্বর্গ স্থাপিত হইবে এবং ক্রমে তাহা পাঁচ সহস্র লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইবে এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

যাঁহারা স্বর্গের সুখ পাইয়াছেন তাঁহাদের সাধ্য নাই যে সেই সুখ লুকাইয়া রাখেন। কিরূপে নগরে নগরে, এবং দেশে দেশে ঈশ্বরের দুঃখী সন্তানদিগকে সেই ধর্ম্মের অমৃত ঢালিয়া দিবেন, ইহারই জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। এইরূপে প্রেমরাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হয়। ঈশ্বরের আলোক কে ঢাকিতে পারে? দুঃখী গরিব ভাইগণ! তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না? বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ এই আকাশে ঈশ্বর আছেন; যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই বলে ঈশ্বর নাই, চারিদিকে তাহারা কেবলই শূন্য ও আকাশ দেখে। যাঁহার ভক্তি আছে তিনি বলেন, "এই এখানেই ঈশ্বর বর্ত্তমান।" বাহিরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তাহাতে ক্ষতি কি? বিশ্বাসীর অন্তর জানিতেছে, এই শূন্যের মধ্যে একজন বসিয়া আছেন। তাঁহার রূপ নাই, অথচ তিনি ভক্তের মন হরণ করেন, সন্তানের হৃদয় আকর্ষণ করেন, দুঃখী পাপীর প্রাণ টানেন। প্রেমময় পিতা বলিয়া ডাক তিনি দেখা দিবেন। মনে যদি বিশ্বাস না থাকে মক্কাতেই যাও আর বৃন্দাবনেই যাও কোথাও যথার্থ তীর্থ নাই। যাঁহার বিশ্বাস আছে তাঁহাকে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে হয় না, তিনি সকল স্থানে জগতের নাথ ঈশ্বরকে দেখিতে পান। তিনি জানেন জগতের সকলেই তাঁহার ভাই ভগিনী, কেন না ঈশ্বর সকলেরই

পিতা। যিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন, মনুষ্যকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। বিদেশী ব্যক্তিও তাঁহার ভাই, যে অত্যন্ত পাপী সেও তাঁহার ভাই।

পূর্ব্বকালের ঋষিরা মনের ভিতর তীর্থ বিশ্বাস করিতেন, যদি মনের ভিতর তীর্থ না দেখিতে পাও, তবে পাহাড়েই যাও, কিম্বা অন্য তীর্থেই যাও কোথাও দেব-দর্শন পাইবে না। অতএব ভিতরের প্রেম ভক্তি বলে সেই প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগ অভ্যাস কর। এইরূপে ভিতরে যোগী না হইলে সুখ নাই, শান্তি নাই, পরিত্রাণ নাই। কেবল বাহিরে ভস্ম মাখিলে কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলে কেহই যোগী হয় না। অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে অনুসন্ধান কর এবং তাঁহাকে ভালবাস, সকল দুঃখ দূর হইবে। বাহিরের আড়ম্বরে শান্তি নাই। দেশ বিদেশে তীর্থ পর্য্যটন করিলেই কি লোক ভাল হয়? বৃন্দাবন কিম্বা কাশীধামে গিয়া কি লোকে পাপ করে না? অতএব ভাইগণ! ভিতরে তীর্থ অন্বেষণ কর। ভিতরে সাধন আরম্ভ কর, বিলম্ব করিও না। কোন্ দিন মৃত্যু আসিয়া কাহাকে আক্রমণ করিবে স্থিরতা নাই। এই পৃথিবী রিপুময় স্থান, ইহা সুখের স্থান নহে, কেবলই বিপদ, ভয়, নিরাশা, এবং মায়ার ব্যাপার। কোন্ দিন কাহার কি বিপদ ঘটে কিছুরই স্থিরতা নাই, ইহার সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া মানুষ ভুলিয়া যায়; কিন্তু ইহার বস্তুই ঘোর দুঃখ এবং বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। মনুষ্যের মন যতই ইহাতে আসক্ত হয়, ততই তাহার প্রাণ তাপ এবং বিষে জর্জ্জরিত হয়। এইজন্য ভাইগণ! তোমাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বারবার বলিতেছি অন্তরে অন্তরে

সেই চিরদিনের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, অন্তরের মধ্যে সেই প্রেম-পরিবার স্থাপন কর, চিরদিনের জন্ম সুখী হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কিরূপে এত বড় ব্যাপার সাধন করিবে, উপায় কি? ঈশ্বর এক মাত্র সহায়, তিনি জীবের পরম গুরু। কলিকালে তাঁহারই নাম এক মাত্র মন্ত্র। এই নামে আমাদের স্বর্গ, এই নামে আমাদের পরিত্রাণ। এই নাম মনের ভিতর রাখ, মন পবিত্র হইবে; রসনায় রাখ, রসনা শীতল হইবে। এই নামে বিশ্বাস চাই, একবার ভক্তির সহিত এই নাম সাধন কর দেখিবে ইহার কত বল। কত লোক কঠোর সাধন, তীর্থ পর্য্যটন, যাগ যজ্ঞ করিল, কিন্তু কিছুই হইল না, তাহাদের মন পূর্ব্বের মত তেমনই ইন্দ্রিয়পরায়ণ রহিল? কিন্তু বিশ্বাসী একবার ভক্তিভরে দয়াল পিতা বলিয়া ডাকিলেন অমনই তাঁহার মন ঈশ্বরকে লাভ করিল এবং তাঁহার জীবনের গূঢ় মলিনতা চলিয়া গেল। এই নাম সামান্ত নহে। নাম যার সহায় তাহার ভয় কি? এই নাম গ্রহণ কর, সাগরে পাষাণ ভাসিবে; ভব-সমুদ্রের ঢেউ কিছুই করিতে পারিবে না। এই নাম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসব।

স্বর্গ।

রবিবার, ২রা ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, পথিকগণ, তোমরা কি ইহার কোন তত্ত্ব পাইয়াছ? আমাদের গম্যস্থান কোথায়, কি জন্য আমরা জীবন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছি, কি লাভ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে, তোমরা কি তাহার সন্ধান পাইয়াছ? আমাদের সম্মুখে কি কিছু আছে, না লক্ষ্যহীন হইয়া দিবা রাত্র কোথায় যাইতেছি তাহা আমরা জানি না? ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মরাজ্যের যাত্রিগণ, এই গুরুতর বিষয়, তোমরা কি একটু স্থির হইয়া ভাবিবে না? অনেকে বলিবেন, স্বর্গ আমাদের গম্যস্থান। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ কি তোমরা দেখিয়াছ? ইহা কি তোমাদের অনেকের পক্ষে অপরিচিত স্থান এবং আশার বস্তু নহে? যদি বল, তোমরা স্বর্গ দেখ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে দেখিবে, এরূপ আশা করিতেছ, তাহা হইলে জগৎ

তোমাদিগকে কল্পনা-পথের পথিক বলিয়া ঘৃণা করিবে। কেন না, তোমরা আপনারাই যে বিষয়ের কোন প্রমাণ পাও নাই, পৃথিবীর লোক কিরূপে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? তোমরা আপনারাই যদি স্বর্গের পূর্ব্বাভাস না পাইয়া থাক, তবে জগৎকে কিরূপে স্বর্গের কথা বলিবে?

যদি যথার্থই তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই স্বর্গধামের কোন কোন পূর্ব্বলক্ষণ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের দ্বারা আমরা সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী হইতেছি, পশু-জীবন পরিহার করিতেছি, যাহা কিছু অপবিত্র তাহা ত্যাগ করিতেছি, এ সমুদয় দেখিয়া যখন বলি, আমরা স্বর্গের দিকে যাইতেছি, তখন কি ঠিক ইহার অর্থ বুঝিয়া আমরা স্বর্গ শব্দ প্রয়োগ করি? যখন বলি, স্বর্গ আমাদের লক্ষ্য, তখন কি দূর হইতে আমরা সেই স্বর্গের আভাস দেখিতে পাই? আমাদের চক্ষু কি কখনও স্বর্গ দেখিয়াছে, এবং কর্ণ কি কখন স্বর্গের দৈববাণী শুনিয়াছে? আমাদের চক্ষু কর্ণ যদি স্বর্গের কোন প্রমাণ দিতে না পারে, এবং মন যদি কখনও স্বর্গের মধুরতা আস্বাদ না করিয়া থাকে, তবে কিরূপে জানিব যে, আমরা স্বর্গের দিকে যাইতেছি। ঈশ্বরকে না দেখিলে যেমন ঈশ্বর-দর্শন কি, আমরা বলিতে পারি না; সেইরূপ স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস না পাইলে কেহই স্বর্গের কথা বলিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তিনি যদি বলেন "পবিত্রাত্মারা ধন্য, কেন না তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।" কে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবে? যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তাঁহাকে কে বলিল, যে নির্ম্মলাত্মারা ঈশ্বরের দর্শন

পান। যিনি এখানে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, তিনিই বলিতে পারেন, ভবিষ্যতে কিরূপে ঈশ্বর-দর্শন হইবে। যদি এখানে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, তবে পরলোকে যে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহার প্রমাণ কি? সেইরূপ এখানে যদি স্বর্গ দেখিতে না পাও, পরে যে স্বর্গ দেখিতে পাইবে কে বলিল?

বাস্তবিক এই পৃথিবীতে যদি স্বর্গ না থাকে, তবে স্বর্গ কোথাও নাই। যেমন নিজের হৃদয় মধ্যে হৃদয়নাথ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে না পারিলে, কেহই বিশ্বাস করিত না, যে ঈশ্বরকে দেখা যায়, সেইরূপ এই পৃথিবীতেই যদি স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত না হইত, কেহই স্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। সমস্ত জগতের লোক বলিতেছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ব্রাহ্মেরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলেন যে, ঈশ্বরকে অবশ্যই দেখা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের আপন আপন হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সেইরূপ যদি জগৎকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমরা আপনারা স্বর্গের শোভায় মোহিত হইয়াছ, সকলকে ইহা দেখাইতে হইবে। স্বর্গ কি? যেখানে ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে লইয়া বাস করেন, তাহাই স্বর্গ, ইহা ভিন্ন স্বর্গ আর কিছুই নহে। যেখানে ঈশ্বরের সন্তানগণ তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার নাম গান করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন তাহাই স্বর্গ। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিয়া তাঁহার পুত্রে পুত্রে, কন্যাতে কন্যাতে, এবং পুত্র কন্যাতে পবিত্র প্রেমযোগে পরস্পরকে সম্বদ্ধ করেন, যেখানে জীবাত্মা পরমাত্মাকে পাইয়া সংসারের সমুদয় পাপ তাপ ভুলিয়া

যায়, যেখানে মহাপাতকীর হৃদয় হইতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয়, যেখানে মনুষ্যের স্বার্থপরতা, উদার প্রেমসিন্ধু মধ্যে এবং তাহার রিপু সকল জ্বলন্ত পুণ্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, যেখানে কোটী কোটী মনুষ্য ঈশ্বর-প্রেমে এক হইয়া যায় তাহাই স্বর্গ।

এ সমুদয় যদি কল্পনার কথা হয়, তবে বন্ধুগণ, অন্তর হইতে স্বর্গের আশা দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্মজগতে শত শত স্বর্গীয় ব্যাপার দেখিয়া কিরূপে বলিবে যে তোমরা স্বর্গ দেখ নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মের চক্ষুকে আজ আমি সেই স্বর্গের দিকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমরা সকলেই স্বর্গ দেখিয়াছি। প্রমাণ কোথায়? উৎসব-ক্ষেত্রে। একবার নয় শতবার উৎসব-ক্ষেত্রে এবং উপাসনা-মন্দিরে পরিষ্কৃত নয়নে আমরা স্বর্গের শোভা দেখিয়াছি এবং প্রেমিক হৃদয়ে স্বর্গের মধুরতা আস্বাদন করিয়াছি। ইহা যদি স্বর্গ না হয়, তবে পৃথিবীর আর কোন স্থানে স্বর্গ নাই। আবার জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ কোথায়? যেখানে ভক্তেরা ঈশ্বরের দয়া সম্ভোগ করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের প্রেম গ্রহণ করেন। এই যে দেবতা এবং মনুষ্যের মধ্যে প্রেমের বিনিময়, ইহাতেই স্বর্গের আরম্ভ, ইহাতেই স্বর্গের অনন্ত শোভা। পৃথিবীতে ইহার উপমা নাই। মাতার সঙ্গে কন্যার, পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার, ভগিনীর সঙ্গে ভগিনীর, অথবা ভগিনীর সঙ্গে ভ্রাতার, কিম্বা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যে নিগূঢ়তম,—গূঢ়তম সম্পর্ক, তাহার কিছুরই সঙ্গে এই স্বর্গীয় মিলনের তুলনা হয় না। স্বামী স্ত্রী যাঁহারা চিরজীবনের জন্য মধুর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তাঁহারাও এই স্বর্গীয় প্রেমের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারেন না। স্বর্গে এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের অনন্তকালের

গূঢ়তম প্রেমযোগ, অপর দিকে তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে চিরকালের জন্য অখণ্ড প্রেমযোগ। যেখানে যথার্থ স্বর্গের মিলন, সেখানে দ্বিবচন কিম্বা বহুবচন নাই। সেখানে সকল নর নারী এক প্রাণ, একাত্মা; জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সেখানে স্থান পাইতে পারে না। সকল প্রভেদের উপরে এক ঈশ্বরের পরিবার। যেখানে একজন আর একজনের সঙ্গে মিলিতে পারিল না, সেখানে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন না, প্রেমযোগে অমিলন অসম্ভব। রূপ, গুণ, ধন, মান, জ্ঞান, ধর্ম্ম কিম্বা জাতিভেদ, কিছুতেই স্বর্গীয় বন্ধন শিথিল করিতে পারে না। সেখানে সকলেই এক প্রাণ, একাত্মা; ইহাই স্বর্গের প্রধান লক্ষণ।

স্বর্গের আর একটী লক্ষণ এই, যে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই সমস্ত জীবনের রাশীকৃত পাপ এবং ভয়ানক যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হয়। নিতান্ত জঘন্য হৃদয় পবিত্র হয়, এবং বহুদিনের তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি ছিলাম, কি হইলাম, পাপী ইহা ভাবিয়া অবাক হয়। হঠাৎ কিরূপে এই মহাপরিবর্ত্তন হইল, সে বুঝিতে পারে না। যাহার চিত্ত ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তথায় হঠাৎ কিরূপে জ্বলন্ত সূর্য্যের আলোক বিকীর্ণ হইল, এবং যে হৃদয় কেবল শুষ্ক মরুভূমি ছিল, তথায় কোথা হইতে অজস্র বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল, পাপী বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এ সকল অদ্ভুত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখিল; এবং স্বকর্ণে স্বর্গের প্রেমধ্বনি শুনিল। সে প্রত্যক্ষ দেখিল, অন্ধ চক্ষুষ্মান্, বধির শ্রবণ-শক্তিমান্, মূর্খ জ্ঞানী, পাপী পুণ্যবান, এবং দুঃখী সুখী হইল। কিরূপে এ সকল ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু যে সকল পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে আর সে সন্দেহ করিতে পারিল না।

তৃতীয় লক্ষণ এই, তাহার সঙ্গে সমুদয় ভক্তবৃন্দের সম্মিলন হইয়া গেল। ব্রহ্মকৃপার পরাক্রম দেখিয়া যখনই সে বলিল, "জয় জগদীশ" তখনই তাহা সকলের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল। এবং সেই সম্মিলিত জয়ধ্বনি শুনিয়া সহস্র সহস্র আত্মা স্বর্গের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। স্বর্গে প্রবেশ করিলে এ সকল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সেখানে শোক, তাপ, এবং হৃদয়ভার নাই। যাহারা স্বর্গের বাহিরে, তাহারাই মলিন-হৃদয়, কিন্তু যাঁহারা স্বর্গের মধ্যে তাঁহারা চির-প্রফুল্ল। সেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ-স্রোত,—পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; নিরানন্দ,—অপবিত্রতা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন স্থান কি তোমরা দেখিয়াছ, যেখানে কিছু আনন্দ, কিছু নিরানন্দ, কিছু পবিত্রতা, কিছু অপবিত্রতা? যদি দেখিয়া থাক, তাহাকে তোমরা স্বর্গ বলিও না। স্বর্গে আংশিক প্রেম, আংশিক শান্তি নাই, সেখানকার সকলই সম্পূর্ণ। যখন দেখিবে, শত শত নর নারী সম্পূর্ণরূপে আত্মার মলিন বসন পরিত্যাগ করিলেন এবং পুণ্য বসন পরিধান করিয়া পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জানিবে যে, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দেখি নাই বলিলে মহাপাপ হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা দেখিয়াছেন। কোথায়? এই নগর মধ্যে, এই মন্দিরে, এবং উৎসব-ক্ষেত্রে।

এমন কথা বলিতে পারি না, যে স্বর্গ দেখি নাই; স্বর্গ দেখিয়াছি, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য কত বার স্বর্গ আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইহা আবার অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বর্গ আসিয়া আবার গেল কেন? বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গের যাত্রীদিগকে

একবার পথ দেখাইয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল। স্বর্গের আলোক দেখিয়া পথিক কতদূর অগ্রসর হইল; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ঘনতর অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কতবার আমাদের জীবনে এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিল। এই উৎসবের আনন্দ এবং স্বর্গের প্রেমরস পান করিয়া আমাদের আত্মা উন্মত্ত হইয়াছিল, কিছুকাল পরে আবার শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখিলাম। স্বর্গে উঠিয়া আবার কেন নরকে পড়িলাম। এইরূপে কতবার স্বর্গের পর নরক দর্শন করিলাম; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে নরকের পর আবার স্বর্গ দেখিয়াছি। ঈশ্বর যদি ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন নূতন উৎকৃষ্টতর স্বর্গ চাও, না যে স্বর্গ দেখিয়াছ, তাহাই আবার দেখিতে চাও? ব্রাহ্ম বলিবেন, প্রভো! আমি আর কোন স্বর্গ চাহি না, যে স্বর্গ আমি বারম্বার দেখিয়াছি, তাহাই আমাকে দেখাও। ভক্ত বলেন, পিতঃ, তোমার প্রসাদে সেই যে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গের আলোক দেখিয়াছি, তাহা তুমি আমার হৃদয়ে চিরসূর্য্যালোকে পরিণত কর। ইহাই ধর্ম্মজীবন সাধনের সার তত্ত্ব। যে উৎসব, যে স্বর্গ আমরা ক্ষণকালের জন্য সম্ভোগ করিতেছি, এই পৃথিবীর মধ্যে তাহা নিত্যোৎসব, এবং নিত্য স্বর্গ হইবে।

এই যে আমাদের প্রচারকেরা দেশ দেশান্তর পর্য্যটনপূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছেন, এবং এই যে শত শত ভাই ভগিনী পরিবার সংগঠন করিতে সচেষ্ট হইতেছেন, এবং কত লোক ধর্ম্মপুস্তক সকল লিখিয়া ঈশ্বরের সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, এ সমুদয় স্বর্গীয় ব্যাপারের শেষ ফল এই যে, এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। এই উৎসব ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী হইয়া পৃথিবীকে

স্বর্গে পরিণত করিবে। পরলোকের স্বর্গ ত আছেই। সেখানে গিয়া ত ঈশ্বর প্রদর্শিত পুণ্যপথে বিচরণ করিতেই হইবে ; কিন্তু যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব, ইহাকে যে পরিমাণে স্বর্গের নিকটবর্ত্তী করিয়া যাইতে পারিব, সে পরিমাণে আমাদের জীবনের স্বার্থকতা। আমরা সকলেই পৃথিবীতে এইজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা আমাদের পরে আসিবেন, তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর এইজন্য প্রেরণ করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের ভক্তসন্তানদিগের সাধন বলে পৃথিবী এমনই পরিষ্কৃত হইবে যে, তখন স্বর্গে যেমন দেবতার ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে, পৃথিবীতেও সেইরূপ কেবল তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে।

পৃথিবীর সেই ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের অর্থ এই নহে, যে তখন মনুষ্য বাণিজ্য প্রভৃতি সমুদয় সংসার কার্য্য ছাড়িয়া কেবল এক স্থানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে। সংসারের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে, অথচ মনুষ্যের সমস্ত জীবনে কেবল নিত্য ব্রহ্মোৎসব হইবে। আমাদের অনেকের জীবনেই এই স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্তি হইয়াছে ; কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, পূর্ণভাবে ইহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাও বলিতে পারি না, যে স্বর্গ এমন কোন বস্তু যাহা আমরা দেখি নাই, অথবা ইহা কেবল আশা এবং কল্পনার বস্তু। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছেন ! ধন্য সেই ব্রহ্মভক্ত, যাঁহার হৃদয়ে সমস্ত জগৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নর নারী এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে ! যখন স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হয়, সমস্ত জগৎ তাহার সৌরভ প্রাপ্ত হয়, যখন তিনি পিতার নিকট হইতে একবিন্দু প্রেম

লাভ করেন, লক্ষ লক্ষ ভাই ভগিনীকে তিনি তাহা বিতরণ করেন। এইরূপে যদি আমরা স্বর্গসাধন করি, তুমি আমি যে যে সুখ এবং পবিত্রতা ভোগ করিতেছি, সমস্ত জগৎ তাহা ভোগ করিবে। প্রকৃত ব্রাহ্ম ঈশ্বরের নিকট হইতে আপনার জন্য কিছু গ্রহণ করেন না, তিনি যাহা লাভ করেন, তাহাতে জগতের সমুদয় নর নারীর অধিকার। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তদিগের নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞ হই, যে তাঁহারা যাহা ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছেন, আমরা তাহা ভোগ করিতেছি। তাঁহাদের দ্বারা স্বর্গের রাজা প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর যে জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এখনও সমস্ত জগৎ তাহা সম্ভোগ করিতেছে, এবং আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও ঐ সকল স্বর্গের রত্ন উপভোগ করিবেন। এইরূপে সমস্ত মনুষ্য জাতি দ্বারা যে স্বর্গ স্থাপিত হইবে, সেই স্বর্গ আমরা চাই, এবং ঈশ্বর-প্রসাদে সেই স্বর্গই যেন আমরা পাই।

ঈশ্বর অতি নিকটে।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মদিগের যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহা অতি উচ্চ এবং সুমিষ্ট। এই বিশ্বাসের জন্য যে ঈশ্বরকে আমাদের কত পরিমাণে ধন্যবাদ করা উচিত তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমাদিগকে কত প্রকারে সুখ দিতেছেন, কিন্তু এই বিশ্বাসের মিষ্টতার তুলনায় আর কোন সুখই সুখ বলিয়া বোধ হয় না। যখন ভাবিয়া দেখি

আচার্য্যের উপদেশ।

স্বর্গের দেবতা দয়াময় পিতা আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের নিজের আত্মার মধ্যেই কেমন সহজ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাছে যাইবার জন্য মধুর বিশ্বাসরূপ কেমন সহজ উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন মন আপনি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হয়, এবং ইচ্ছা হয়, প্রতি নিমেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। দেব দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর সহস্র সহস্র লোক তীর্থ স্থানে যাইতেছে; আবার কত সাধক ইষ্ট দেবতাকে পরলোকে দেখিতে পাইব কেবল এই আশায় কত কঠোর সাধন করিতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের কেমন সৌভাগ্য; দেবতাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক দূর পথ যাইতে হয় না; অথবা কোন ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, যখনই তাঁহারা স্বীয় দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পান, এবং কিছু মাত্র দূরে যাইতে হয় না; কেন না ব্রহ্ম তাঁহাদের অতি নিকটে।

ব্রহ্ম আমার অতি নিকটে ইহা বিশ্বাস করিলেই আমাদের পরিত্রাণ। আমার অতি নিকটে পরম পিতা বসিয়া আছেন। জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য শান্তির অনন্ত আধার, স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাণ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার মধ্যে আমি বাস করিতেছি যিনি ইহা বুঝিতে পারেন তিনি ভক্ত। তিনি শুনিতেছেন, ঈশ্বর বলিতেছেন,—"সন্তান! এই দেখ আমি সমস্ত স্বর্গরাজ্য লইয়া তোমার অতি নিকটে রহিয়াছি।" বস্তুতঃ আমাদের ঈশ্বর যে অতি দূরে একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, তাহা নহে। সহস্র বৎসর পরে সেই গৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিব এরূপ ধর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকটে প্রেরণ করেন নাই। তিনি কাছে না থাকিলে

তাঁহার সন্তানগণ নিমেষের জন্য বাঁচিতে পারে না এইজন্যই তিনি তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে রাখিয়া দিয়াছেন। ভাই! ভগিনি! চক্ষু খুলিয়া দেখ কে সম্মুখে আছেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্ন জগতে আর কি আছে? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতর অভিলাষের বস্তু আর কিছুই নাই। যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করিলে যেখানে বসিয়া আছি এখানেই ঈশ্বরকে দেখা যায় তাহা কি সামান্য ধর্ম্ম? ঈশ্বর আমার অতি নিকটে আছেন ইহা কি স্বপ্নের কথা? আমি কি কল্পনার কথা বলিয়া তোমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যাইতেছি? কেবল বল এই ঈশ্বর আমার কাছে, সেই ঈশ্বর যাঁহার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিত; কতবার বলিতাম, তাঁহার দর্শন কি পৃথিবীতে পাইব, সেই তিনি আমার নিকটে। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া যাঁহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলাম সেই পিতার সুন্দর মুখ আমার অতি নিকটে। বরং অন্য বস্তু দেখিতে চক্ষুর আয়াস আবশ্যক, কিন্তু আমার প্রিয়তম পিতা এত নিকটে যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার চক্ষুর পরিশ্রম হয় না।

যখন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠি, তখন সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহাকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখি তিনি কে? সেই আমাদের চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ পরম পিতা। নিদ্রা হইতে উঠিবা মাত্র ভক্তের কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়? তাঁহার সেই প্রিয়তম পরমেশ্বর। ইহাকে কি সুলভ দর্শন বলে না? কে বলে ব্রহ্ম-দর্শন আয়াস সাধ্য? ঈশ্বর এখানে, অতি নিকটে, ইহা বলিলেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নৈকট্য নির্দ্দেশ করা হইল না। কেন না চক্ষু যেখান হইতে দৃষ্টি আরম্ভ করিল সেখানে থাকিয়া ব্রহ্ম বলিতেছেন, চক্ষু! তুমি অন্ধের ঘরে

কোথায় যাইতেছ,—আগে আমার প্রেম-জলে ধৌত হইতে হইবে। আমাকে অতিক্রম করিয়া কোন বস্তু দেখিতে পার না। ভক্ত বলেন পিতাকে না দেখিয়া আমি অন্য কোন বস্তু দেখি না। অন্য লোক দেবতার অন্বেষণে অনেক দূর পথে যায়, যতই পরিশ্রান্ত হয়, আরও দূরে যাইতে হয়, কিন্তু ভক্তকে ঈশ্বর দূরে যাইতে দেন না। পিতার সঙ্কল্প এই যে ঘরে বসিয়া তিনি পুত্রকে দেখা দিবেন। হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকট এবং আপনার বলিয়া তাঁহাকে দেখ, নতুবা ঈশ্বর কল্পনা ছাড়িয়া দাও, কেন না যে তাঁহাকে দূরে মনে করে তাহার ধর্ম্মের মূলে অসত্য, সুতরাং তাহার সমস্ত সাধন মিথ্যা। সেই অসত্যের ভিতর কিরূপে প্রকৃত ঈশ্বর দেখা দিবেন ?

ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মিকা! সাবধান, কদাচ পিতাকে দূরে মনে করিও না; কেন না তাহা হইলে আর তাঁহার দেখা পাইবে না, কিন্তু এই আমার ঈশ্বর নিকটে ইহা মনে করিয়া যেখানে একটী বিন্দুমাত্র দাগ দিবে, সেইখানেই তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন। সেই সূক্ষ্মতম বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক দেখিবে সেই সামান্য স্থানের মধ্য হইতে কোটী কোটী নর নারীপূর্ণ স্বর্গরাজ্য বাহির হইতেছে। তুমি যাহা চাও, প্রেম চাও, পুণ্য চাও, জ্ঞান চাও, শান্তি চাও, সেই বিন্দুর মধ্যে সকলই পাইবে। সেই বিন্দুর মধ্যে প্রেমসিন্ধু, পুণ্যসিন্ধু, জ্ঞানসিন্ধু, শান্তিসিন্ধু ঈশ্বর বাস করিতেছেন, দেখিয়া তুমি অবাক হইবে। যখন ঈশ্বর ভক্তকে দেখা দেন, অনন্ত বিস্তৃত ভাবে নহে; কিন্তু ভক্তের অতি নিকটে আসিয়া তিনি প্রকাশিত হন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ভক্তকে দূরে যাইতে হয় না। কিন্তু তিনিই ভক্তের বক্ষঃস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তাঁহাকে নিকটে না

দেখিলে কদাচ ভক্তের প্রাণ শীতল হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মধুময় যে ইহা ঈশ্বরকে অতি নিকটে প্রদর্শন করে। যাঁহারা এই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, অথবা ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরকে অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার মধুরতা আস্বাদ করিয়াছেন।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয়; তাঁহার প্রকৃতিই এই যে তিনি কাহারও দূরস্থ কিম্বা পর হইতে পারেন না। যদি বল একদিকে যেমন ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে অন্যদিকে সেইরূপ তিনি আমাদের অতি দূরে। এক ভাবে ইহা সত্য; কিন্তু যিনি বলেন আমি নিকটে ঈশ্বরকে পাইলাম না, তিনি মিথ্যাবাদী। বিশ্বাস কর আমার অতি নিকটে ঈশ্বর আছেন। কিরূপে আছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ কেমন করিয়া তিনি তোমার কাছে আসিলেন, তাহা জানিয়া তোমার কি হইবে? তুমি কেবল তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া পুণ্য শান্তি সম্ভোগ কর। বল, ঈশ্বর কাছে আছেন, দেখিবে বলিতে না বলিতে প্রাণের যন্ত্রণা দূর হইবে। ঈশ্বর কাছে আছেন বিশ্বাস করা, এবং তাঁহার প্রেম সুধা পান করিয়া আনন্দিত হওয়া এক কথা। ঈশ্বর অতি নিকটে, এবং আমার অতি আত্মীয়, ইহা বুঝিলেই পরিত্রাণ। ঈশ্বরের তুলনায় সকলই দূর। পিতা বল, মাতা বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, কিম্বা হৃদয়ের বন্ধু বল, কেহই তাঁহার ন্যায় নিকটস্থ নহে। ধন্য তিনি যিনি জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, এবং সজন নির্জ্জনে পিতার মুখে এই কথা শুনেন, "এই আমি।" এই যে সুলভ ব্রহ্মধন, ইহা আমাদের প্রতিজনের নিকটে।

ঈশ্বর-দর্শন অতি সহজ সাধন। তবে কেন আমরা তাঁহাকে বহু

দূরে অন্বেষণ করিতে যাই। যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে আছেন ইহা বুঝিতে না পারি ততক্ষণ সাধু-সঙ্গ, পুস্তক অধ্যয়ন সকলই বৃথা। পিতা আমার কাছে, এবং আমার মধ্যে থাকিয়া আমার সকল প্রার্থনা বুঝিতেছেন, আমি যেখানে থাকি, যে দেশে যাই, তাঁহাকে নিকটে পাইয়া সর্ব্বত্র জীবন সার্থক করিতে পারি। তিনি আমার নিকটতম বন্ধু এবং প্রাণের সহিত গ্রথিত, ইহা উপলব্ধি করিলে কি আর অন্তরে বিষাদ নিরানন্দ থাকিতে পারে? অতএব ভক্তগণ! সেই নিকটস্থ সহবাসে থাকিয়া আনন্দ এবং প্রফুল্লতা সঞ্চয় কর। তাঁহার কাছে থাকিলে হৃদয়-উদ্যানে আপনা আপনি নিত্য প্রেম, ভক্তি-পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইবে। কাহারও দূরে যাইতে হইবে না, নিকটে ঈশ্বর দর্শন পাইয়া শান্তি সুখ লাভ করিবে। তাঁহার সহবাস রূপ অভেদ্য দুর্গ মধ্যে বাস করিলে পাপ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। সকলে এক চক্ষু হইয়া তাঁহার শুভ দৃষ্টি দর্শন কর, এবং সকলে আনন্দ রবে তাঁহার কৃপার জয়ধ্বনি কর। "বল আনন্দ বদনে ব্রহ্ম নাম, হল নিকটে আনন্দ ধাম।"

ভাই ভগ্নী।

আলোচনা।

অপরাহ্ন, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মরাজ্যে ভাই ভগ্নীর অর্থ কি ?

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাই, ঈশ্বরের কন্যা আমার ভগ্নী, যিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই নিকট ভাই ভগ্নীর যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই নর নারীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত এ সকল স্বর্গীয় অনন্তকালস্থায়ী সম্বন্ধ সাধন করিতেই হইবে। প্রত্যেক নর নারী আমার ভাই ভগ্নী, কেন না, প্রতিজনই ঈশ্বরের হস্ত বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার যখন ব্রাহ্ম ভ্রাতার চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ এবং ব্রাহ্মিকা ভগ্নীর হৃদয়ে ঈশ্বরের কোমলতা দেখি তখন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা বলে, ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার ভগ্নী। এইরূপে যাঁহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্নী সম্পর্ক দেখিতে পান, তাঁহারাই ধন্য। নতুবা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিম্ন স্থানে কেহই যথার্থরূপে ভাই ভগ্নীকে চিনিতে পারে না।

পিতার প্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা দ্বারা ভাই ভগিনীকে বরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে. হৃদয়ের দ্বারা পৃথিবীর লোকদিগকে বশীভূত করা সহজ ; কিন্তু ইহার দ্বারা স্বর্গের দেবতাদিগকে লাভ

করা অসম্ভব। কেন না আমরা মনুষ্যের প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান অথবা কৃতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানদিগের জন্য আমাদের আত্মার যে সকল আসন আছে তাহা কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই তাঁহারা পাইতে পারেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে চিরকালই সে সকল শূন্য থাকিবে। স্বর্গীয় পিতার পুত্র আমার ভাই, স্বর্গীয় পিতার কন্যা আমার ভগ্নী, এইরূপে ঈশ্বরের সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব প্রকাশিত হয়। অন্যথা স্বর্গীয় পিতাকে ছাড়িয়া যে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় এবং মমতা তাহাকে যদি ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব বল, তাহা ঐহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে কাল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের কন্যা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি তাহা চিরকালের জন্য এবং সেই সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পারলৌকিক। এইরূপে যিনি ভাই ভগ্নীকে আত্মার আসনে বসাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া মমতা তাঁহার নিকট বিষবৎ পরিহার্য্য। আত্মার যে স্থানে পিতা বসিবেন, সেই স্থানেই পিতার পুত্র কন্যারা বসিবেন, ইহাই পিতার আদেশ এবং এইজন্যই ভাই ভগ্নী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্য দিকে ইহা তেমনই সুমিষ্ট।

ঈশ্বরকে পিতা এবং কখন কখন মাতা বলিলে আমাদের মন অত্যন্ত তৃপ্ত হয়; কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর, স্রষ্টা, পাতা, কিম্বা রাজা বলিয়া ডাকিলে আমাদের মনে তেমন আনন্দ হয়

না। ইহার কারণ এই জগতে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রিয় এবং মিষ্ট। এই মিষ্টতার অনুরোধেই আমরা ঈশ্বরসম্পর্কে পিতা মাতা শব্দ ব্যবহার করি। সেইরূপ ভাই ভগিনী শব্দ। নর নারীকে ভাই ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা চলিয়া যায় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয় এবং সমস্ত হৃদয় মন পবিত্র প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়, এইজন্যই আমরা পত্র লিখিবার সময় কিম্বা মুখে কথা বলিবার সময় নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করি। অনন্ত পুণ্যের আধার আনন্দময় যিনি তাঁহার পুত্র কন্যা আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অনুভব করিলে সহজেই তাঁহাদের প্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। জগতের নর নরী সকল আমার প্রিয় এইজন্য যে তাঁহারা আমার প্রিয়তম পরম সুন্দর পিতার পুত্র কন্যা। পৃথিবীতে যদিও কোন কোন স্থানে ভাই ভগ্নীভাব কলঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ কদাচ ভাই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে ভাই ভগ্নীকে দেখিলেই কিম্বা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেই পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব, পৃথিবীর এই ভাই ভগ্নী সম্পর্ক অপেক্ষাও অনন্ত গুণে পবিত্র এবং সুমধুর; কিন্তু ইহা যেমন পবিত্র এবং সুমিষ্ট, তেমনই সাধনের প্রথম অবস্থায় ইহা অতি সুকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের মুখে ঈশ্বরকে না দেখিলে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব অসম্ভব। পৃথিবীর লোকেরা দশ জন নর নারীর মধ্যে পাঁচ জনের রূপ গুণে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাহাদিগকেই ভালবাসে। তাহাদের স্নেহ প্রেম লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়;

কিন্তু এই প্রকার সঙ্কীর্ণ অনুদার প্রেম ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে যে ভ্রাতৃভাব, কিম্বা ভগ্নীভাব প্রেরিত হয় তাহা সমস্ত জগতের জন্য। সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাচ রূপ গুণ কিম্বা ধন মানের বিচার করে না। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্তু সুন্দর কদাকার, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। সেই প্রেম কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে। স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা স্ত্রীতে বদ্ধ থাকিবে; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল চিরকালই সঙ্কীর্ণ থাকিবে; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরসম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা কখনই পাঁচ জনকে লইয়া, কিম্বা একটী দেশ লইয়া, অথবা ইহলোকের সমুদয় ভাই ভগিনীকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; কিন্তু ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ পরলোকবাসী ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে আলিঙ্গন করে।

অতএব ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য নহে। প্রেম-শৃঙ্খলে সমস্ত জগৎকে বদ্ধ করিতে হইবে। প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। নিরাকার আত্মারূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে ভালবাস, পাপকে ঘৃণা কর। কিন্তু পাপীকে প্রেম কর। কে বলে অধার্ম্মিকা স্ত্রীকে ভালবাসিলে পাপ হয়? সেই পাপীয়সী পুণ্যময় পিতার কন্যা যদি ইহা দেখিতে পাও, পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে? পিতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাস কোন ভয় নাই। সমুদয় ভাই ভগ্নীরা যে পবিত্র হইয়াছেন

তাহা নহে; কিন্তু তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার ভাই ভগিনী বলিয়া অভ্যর্থনা করিলে তোমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ সাধন সহজ হইবে। চক্ষু খুলিয়া সাধন করিও না, কেন না তাহা হইলে বাহিরের রূপ গুণে মোহিত হইতে পার। নিরাকার ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মাতে স্থান দান কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই ভগ্নীদের কাছে প্রেম শ্রদ্ধা প্রেরণ কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে। নতুবা তুমি আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেম দিতে যাও তাহা হইলে গরল উৎপন্ন হইবে। অতএব দিবা রাত্রি ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিবেন।

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ।

অপরাহ্ন, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মদিগের গুরু কে, অবশ্যই তোমরা জান, তোমরা যে মানুষের নিকট উপস্থিত হইয়াছ তাহা মনে করিও না। যিনি জগতের গুরু তাঁহার হস্তে তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। এই যে ভ্রাতৃমণ্ডলী তোমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁরা তোমাদের দুঃখে দুঃখী, তোমাদের সুখে সুখী, তোমরা যে পথে যাইতে অভিলাষ করিয়াছ, ইহাঁরা সেই পথের পথিক। সেই পথের নেতা ঈশ্বর তোমাদিগকে সত্য, প্রেম এবং পুণ্যের দিকে লইয়া যাইবেন, ইহাতেই আমাদের

উল্লাস হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! তাঁহাকে গুরু বলিয়া ধারণ কর; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, যাহা চাও সকলই তাঁহার কাছে পাইবে। প্রার্থনাই ব্রহ্মরাজ্যের অমূল্য পদার্থ। প্রার্থনারূপ মূল্য দান করিয়া স্বর্গের বস্তু ক্রয় করিতে পারিবে, অতএব প্রার্থনাকে সামান্য মনে করিও না। সংসারে তোমাদের ন্যায় যুবাদের অনেক শত্রু আছে যাহারা সময় পাইলেই ধর্ম্ম ধন কাড়িয়া লয়। রাশি রাশি প্রলোভনের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, এক মাত্র অস্ত্র প্রার্থনা। প্রার্থনা ভিন্ন এক দণ্ডের জন্যও ধর্ম্মজীবন থাকে না। যখন যাহা আবশ্যক তাহার জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। প্রার্থনা করিয়া যদি তোমরা দয়াময়ের অভয় পদ গ্রহণ কর, পাপ দস্যু তোমাদের একটী ক্ষুদ্র কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না। দিবা রাত্রি পিতাকে ডাক, এবং অবিশ্রান্ত তাঁহার আশ্রয়ে বাস কর, তাহা হইলে দুঃখ পাপ আর তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি ভ্রাতার উপর নির্ভর করিতে চাও কর, ঈশ্বরেরও এই আজ্ঞা যে আমরা ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিব; কিন্তু যাহারা পতিত এবং নিরাশ তাহাদের কথা শুনিও না। যাঁহারা পরীক্ষাতে ব্রহ্মনামের ক্ষমতা এবং ব্রহ্মকৃপার জয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর, এবং তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহী হইয়া চরিত্রকে পবিত্র কর, অচিরে পরিত্রাণ পাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা অতি পুরাতন, বেদ পুরাণের আগে ইহা ছিল। আদি জাতি ব্রাহ্ম জাতি, কিন্তু যদিও ইহা প্রাচীন, ইহার মধ্য হইতে দিন দিন নব নব সত্য এবং নব নব ভাব সকল প্রকাশিত হইতেছে। ইহা হইতে এমন সুন্দর এবং

নবীন প্রণালী সকল উঠিতেছে যে আর কোন জাতি কিম্বা কোন যুগে তেমন দেখা যায় নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা করিতেছি যে দৃশ্য বস্তুকে যত ভালবাসা যায় তাহা অপেক্ষা নিরাকার ঈশ্বরকে সহস্রগুণে অধিক ভালবাসা যায়। আগে লোকে বলিত, অরণ্যবাসী না হইলে ধর্ম্ম সাধন হয় না; কিন্তু আজ কাল আমরা বলিতেছি সংসারের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া পরলোক সাধন করিতে হইবে। পূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ আত্মবৎ জগৎকে ভালবাসিবে, এখন আমরা বলিতেছি জগৎকে এত অধিক ভালবাসিবে, যে তাহাতে নিজের আত্মাকে ভুলিয়া যাইবে। আপনি সহস্র সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে সুখী করিবে, এবং আপনার প্রাণ দিয়া অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবে। আগে লোকে বলিত, আপনাকে ধর্ম্মে উন্নত করিলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়; কিন্তু এখন আমরা বলিতেছি জগতের সমুদয় ভাই ভগিনীকে হৃদয়ে গাঁথিয়া না লইলে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। এইরূপে দেখ যুগে যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহার এই ধর্ম্ম তিনিই ইহাঁকে নব নব ভাবে বিভূষিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা কেবল ভক্তি নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাক, দেখিবে তিনি স্বয়ং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিবেন। স্বর্গরাজ্যের সমুদয় কার্য্য তিনি করিবেন, তোমরা কেবল অহর্নিশি তাঁহাকে ডাকিবে।

বাক্যে প্রকাশ হইবার নহে।

সায়ংকাল, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

এমন এক সময় ছিল যখন সত্য অল্প, কিন্তু কথা অধিক ছিল। তখন ব্রাহ্মদিগের কথা তাঁহাদের জীবনকে অতিক্রম করিয়া অধিক সাধু হইত। কিন্তু এমন সময় আসিয়াছে, যখন জীবনের সত্য সকল কথায় জরায়ু বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে। আজ কাল যাহা দেখিতেছি যাহা শুনিতেছি, কথার সাধ্য কি যে তাহা প্রকাশ করে? ধন্য ঈশ্বরের দয়া, যে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কথা এখন দরিদ্র এবং সত্য ধনী হইল! কথা খোসার ন্যায় পড়িয়া রহিল, কিন্তু সত্যের উজ্জ্বল প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের এই গৌরব দেখিয়া আজ আমরা পুলকিত হইতেছি; ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন এত উচ্চ হইয়াছে যে, আর শব্দ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

যদি বল ঈশ্বরদর্শন কি, আমরা বলিব ঈশ্বর-দর্শন যাহা তাহাই ঈশ্বর-দর্শন, কোন শব্দ ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ যদি বল স্বর্গীয় পিতার প্রেম সুধা কি, আত্মার অমরত্ব কি, আমরা বলিব কোন কথা তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। আজ কাল আমরা ঈশ্বরের পরিবার সম্পর্কে ভাই ভগ্নী শব্দ ব্যবহার করিতেছি, এইজন্য যে বঙ্গ ভাষার অভিধানে ইহা অপেক্ষা মধুরতর এবং উৎকৃষ্টতর শব্দ নাই। কিন্তু ইহা কে বলিবে যে কেবল এই দুটী শব্দ স্বর্গের যথার্থ ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব প্রকাশ করিতে পারে?

ভাষা আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে রাজ্যে কথা দরিদ্র কিন্তু সত্য ধনী, তাহা সামান্য রাজ্য নহে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব এমন ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত হইতে চলিল, ইহা আর কেবল কথায় প্রচারের ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাপার দেখিতেছি, এইরূপ দ্রুতবেগে যদি কিছুকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হয়, তবে অচিরেই জগতের দুঃখের নিশি অবসান হইবে। কথা দ্বারা যদি আর ব্রহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করা না যায়, তবে পরস্পর দুই জনের মধ্যে কিরূপে ভাব ব্যক্ত হইবে? ভাষা ভিন্ন যে পরস্পরের সঙ্গে প্রেম এবং সদ্ভাবের বিনিময়, ব্রাহ্মসমাজে তাহারই সূত্রপাত হইতেছে। কথার দ্বারা কে হৃদয়ের সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে পারে? যাহারা কথা দ্বারা কিম্বা পত্র লিখিয়া অন্তরের প্রণয় প্রকাশ করে তাহাদের অধিকাংশ ভাব অব্যক্ত থাকে। কিন্তু যখন ব্রহ্মসন্তান এবং ব্রহ্মসন্তানে মিলন হয়, তখন কথা বলিতে হয় না, তাঁহারা দুজনে কেবল পরস্পরের প্রতি তাকাইতে থাকেন, এবং তাহাতেই তাঁহাদের অন্তরের স্বর্গীয় অগ্নি প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে এই অব্যক্ত নিগূঢ় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আমরা এখন ইহারই দৃঢ় প্রমাণ এবং পূর্ব্বাভাস পাইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় প্রেমস্রোত আর বাক্যে বদ্ধ থাকিবার নহে। কার সাধ্য বাক্যে নিজের সমুদয় অবস্থা ব্যক্ত করে? ঈশ্বর-সম্পর্কে যত ভাবি, তাঁহার নিকট মনে মনে যত অভাব প্রকাশ করি, সমস্ত দিন প্রার্থনার বাক্য বলিয়া কি সে সকল শেষ করিতে পারি? অথবা, জগতের ভাই ভগ্নীদের প্রতি আমাদের অন্তরে যে

পরিমাণে প্রেম হয় মিষ্ট মিষ্ট কথায় কি তাহার পরিচয় দিতে পারি ? যে দিন উপাসনা ভাল হয় সে দিন আমরা বলি প্রাণ শীতল হইল ; কিন্তু প্রাণ শীতল হইল, এই কতকগুলি কথা দ্বারা কি অন্তরের ঠিক অবস্থা প্রকাশিত হয় ? যে স্বর্গের সুখে ঈশ্বর ব্রাহ্মকে সুখী করেন তাহার অনুরূপ শব্দ পৃথিবীর কোন অভিধানে নাই। ঈশ্বরের প্রেম, শান্তি, পুণ্য আসিয়া যখন ভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করে তখন ঈশ্বরই জানেন যে ভক্তকে তিনি এমনই ব্যাপারে ফেলিয়াছেন যে ভক্তের আর ক্ষমতা নাই যে তাহা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিয়া নিতান্ত হীনবল ব্যক্তি বল লাভ করিল, শত্রুদিগের আর সাধ্য নাই যে তাহাকে আক্রমণ করে, ইহা সাধক কিরূপে প্রকাশ করিবে ? পিতাকে দেখিয়া যদি পবিত্র হইয়া থাক, পবিত্রতা কথা কি পবিত্রতার পরিচয় দিতে পারে ? পিতার কৃপাতে অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছ ; শান্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সুধাময়, ইহা বলিলে কি অন্তরের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল ? চন্দ্রের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের শান্তির তুলনা ধিক্ !

বাস্তবিক কোন ভাষা ভক্তিরাজ্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা উচিত ? কেবল অবাক্ হইয়া থাকা। অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হও। ঈশ্বর যে সকল সামগ্রী দিতেছেন, পৃথিবীর পরিমিত কথার দ্বারা কিরূপে তাহা প্রকাশ করিবে ? স্বর্গের ধন কি কেহ কখনও পরিমাণ করিতে পারে ? ব্রাহ্মগণ ! ব্রাহ্মিকাগণ ! ঈশ্বর তোমাদিগকে এত দেখাইলেন, এত দিলেন, তোমরা কি স্বর্গ দেখিয়া আবার নরকে যাইবে ? আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা ! যাহারা মহাপাতকী সর্ব্বাপেক্ষা পতিত এবং

অপদার্থ তাহাদিগকেই আগে স্বর্গরাজ্য দেখাইলেন। আমাদের ভাগ্যে এত সুখ ইহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না। ইচ্ছা হয় ভাবের ভাবুক যদি পৃথিবীতে কেহ থাকেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ইহার অংশী করি। জ্ঞানী যদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেমন জ্বলন্ত সত্য সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বাহির হইতেছে। প্রেমিক যদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রেমনদী বিনিঃসৃত হইয়া কেমন বিস্তৃত ভাবে সমস্ত জগৎকে অভিষিক্ত করিতেছে। পিতার দয়াতে আজ উৎসবক্ষেত্রে এত অনন্দ সম্ভোগ করিলাম, দুঃখের বিষয় যে এই দৃশ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, উৎসবক্ষেত্রে কেবল পিতা থাকিবেন, প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল চলিয়া যাইবেন। সে দিন কবে আসিবে যখন ব্রাহ্মপরিবারের উৎসব নিত্য স্থায়ী হইবে? কবে নিত্যানন্দ ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের পক্ষে নিত্যানন্দ হইবেন?

ভাই! ভগ্নি! একটী কথা বলি, আজ উৎসবে যদি ঈশ্বর স্বহস্তে তোমাদিগকে কিছু ধন দিয়া থাকেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা প্রাণের মধ্যে বাধিয়া রাখ। শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়া যাইও না। বল আর পাপের দাসত্ব করিবে না, পিতা বড় দয়াল, তাই তিনি আমাদের পরিত্রাণ সুলভ করিয়া দিয়াছেন। পরিত্রাণের জন্য ভবিষ্যৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস করিয়া বল এখনই এই পাপ ছাড়িবে, দেখিবে এখনই তোমাকে সেই পাপ ছাড়িয়াছে। ব্রহ্মবলে নিমেষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের রাশীকৃত পাপ চূর্ণ হইবে। কামই হউক আর ক্রোধই হউক, হিংসাই হউক, আর স্বার্থপরতাই হউক, ব্রহ্মনামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে, মুহূর্তের মধ্যে তাহা

খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। অন্তরের রিপুকে না কাটিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যতক্ষণ না রিপু বিনষ্ট হইবে ততক্ষণ পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখিব না; ঈশ্বরের কৃপায় রিপু বধ করিতেই হইবে। এইরূপে জয় জগদীশ বলিয়া রিপুর মস্তক ছেদন কর। যদি নিমেষের মধ্যে সেই পাপ পশুর বলিদান না হয় তবে তোমরা ঈশ্বরকে জান না। ব্রহ্মবিহীন সাধনে আমরা শত বৎসরেও যে রিপুকে বিনাশ করিতে পারি না, ব্রহ্মাস্ত্রে পলকের মধ্যে সেই রিপু কাটিয়া যায়।

এখনও কি তোমরা ব্রহ্মনামের ক্ষমতা বুঝিলে না? যে নাম সকল রোগের মহৌষধ, তাহা আমরা পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া সে নাম গ্রহণ কর সকল রোগ দূর হইবে; যাহারা শত্রু তাহারা মিত্র হইবে। দয়াময় নাম লইয়া ধূলি ধর স্বর্ণ হইবে, বিষ পান কর অমৃত হইবে। যদি এমন দয়াল নাম পাইয়া থাক, তবে আর কেন আপনারা শোকার্ত্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ এবং ভারত মাতাকে শোকার্ত্ত করিতেছ? ঔষধ আসিয়াছে, আর ভয় কি? দয়াল নামের সুধা পান করিতে করিতে যাহারা উন্মত্ত হইয়াছে, সে সকল বীরের কাছে অসাধ্য কি? তাহাদের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন উৎসব করিতে পারিব না, আবার বহুকাল পরে মিলিত হইয়া উৎসব করিব, ইহার মধ্যে কাহার কি হয় জানি না, অতএব আবার অনুরোধ করিতেছি শূন্য মনে ফিরিয়া যাইও না; যে সুধা পান করিলে তাহা ঘরে লইয়া যাও; স্ত্রী, পুত্র, প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া তাহা পান কর, সমস্ত পৃথিবীকে এই সুধা দাও, কেন না যতই ইহা

বিস্তার করিবে, ততই অধিক পরিমাণে ইহার আস্বাদ পাইবে। সকলে আনন্দ রবে বল, জয় দয়াময় পিতা! যিনি দুঃখীকে এত সুখী করেন!

জীব ও ঈশ্বরে সম্মিলন।

রবিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; ৩১শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

সেই সময় আসিতেছে এবং সেই সময় আরম্ভ হইয়াছে, যখন ব্রাহ্মেরা এত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করিবেন এবং সম্ভোগ করিতেছেন যে, তাহা কোন মতে মুখে প্রকাশ করা যায় না। যাঁহার চক্ষু আছে দেখুন এক্ষণে কি প্রকার সময় আসিয়াছে, যাঁহার মন আছে চিন্তা করিয়া দেখুন এই সময় ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কেমন অনুকূল, যাঁহার রসাস্বাদ করিবার ক্ষমতা আছে তিনি দেখুন এখনকার স্বর্গীয় স্রোত কেমন সুমধুর। তেমন সুন্দর আর জগতে কেহ নাই যাঁহাকে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় এখন দেখিতেছে। তেমন সুমিষ্ট নাম আর কোথাও নাই, যে নামামৃত ব্রাহ্মেরা এখন পান করিতেছেন। এক দিকে যেমন ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, অন্য দিকে সেইরূপ ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহারা পবিত্র প্রেমপরিবারের সুখাস্বাদ করিতেছেন। মনে করিতাম এমন সুখধাম কল্পনাতেই থাকিবে; কিন্তু এখন যাহা দেখিতেছি কল্পনা লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতেছে, অথবা কল্পনার সাধ্য নাই যে এমন সুন্দর গৃহ চিত্রিত করে। প্রেমময় ঈশ্বর যদি এমন সুন্দররূপে প্রকাশিত না হইতেন, জগতের পরিত্রাণ

এত সুলভ হইত না। কতকগুলি ক্ষুদ্র সন্তান লইয়া যে সকল ব্যাপার ঈশ্বর দেখাইলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে যে, ব্রাহ্মদিগের হস্তে সেই ঔষধ আসিয়াছে যাহা সেবন করিলে সকলের গভীর দুঃখ দূর হইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে পাপীর প্রত্যক্ষ যোগ হয় ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। জগতের আর কোন্ ধর্ম্ম বলিয়াছে মহাপাপীর ঘরে ঈশ্বর বাস করেন? তোমরা শুনিয়াছ, পবিত্রাত্মারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান; কিন্তু মহাপাপীও ঈশ্বরদর্শন লাভ করে, পৃথিবীর আর কোন্ ধর্ম্ম এই সুসমাচার প্রচার করিয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটেই আমরা এই উচ্চ সত্য শিক্ষা করিয়াছি যে, যে মহান্ ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, তিনিই দয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র কীট পাপীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। পাপীকে দূর দেশে যাইতে হয় না; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পূর্ণতা লইয়া পাপীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। আবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ঈশ্বরদর্শন বর্ত্তমান কালের ব্যাপার নহে; যাহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরলোকে যাইবে তাহারাই কেবল সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মেরা বলেন, ঈশ্বরদর্শন ভবিষ্যতের ব্যাপার কিম্বা আশার বস্তু নহে, এই ঘরে বসিয়া এখনই যদি ঈশ্বরকে ডাকি, তিনি দেখা দিবেন। কাহাকেও তিনি এই কথা বলেন নাই যে, আমি এখন তোমাকে দেখা দিতে পারি না, সাধন কর, প্রতীক্ষা কর, দুই শত বৎসর পর পরলোকে তোমাকে দেখা দিব। যে ব্যক্তি পাপের আগুনে পুড়িয়া হাহাকার করিতেছে, যাহার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ শান্তি নাই, তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া যদি তিনি এই কথা বলিতে পারেন,

আরও কিছুকাল তুমি ক্রন্দন কর, পরে আমার দেখা পাইবে, তাহা হইলে তিনি পাষাণনির্ম্মিত কোন নিষ্ঠুর দৈত্য, কদাচ ঈশ্বর নহেন। না, আমাদের ঈশ্বর কোন সাধককে এরূপ বলেন না; কেন না তিনি এমনই দয়াল যে, যেখানে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে সেইখানেই তিনি বর্ত্তমান, এবং যখনই তাঁহাকে ডাকিবে তখনই তিনি তোমার নিকটে উপস্থিত। তিনি মনুষ্যের রূপ অথবা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যের ঘরে আসেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার নিরাকার প্রেমপুণ্যে সুন্দর হইয়া প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি আপনি আপনার অরূপ রূপে পরম সুন্দর, ভক্তকে ইঁহার রূপ কল্পনা করিতে হয় না, কেবল তিনি যেমন সেইরূপে তাঁহার দিকে তাকাইলেই ভক্তের প্রাণ মোহিত হয়।

ব্রাহ্মদিগের নিকটে এই সুন্দর নিরাকার ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত। পৃথিবী বল, এই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতের যে শোভা হইয়াছে, এরূপ সৌন্দর্য্য কি তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? প্রেম পুণ্যের অনন্ত আধার নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতে যে সকল ফুল ফুটিতেছে, এই প্রকার নব নব ফুল আর কি কখনও ফুটিত? এখন যে স্বর্গের পূর্ব্বাভাস পাইতেছি, ভূতকালে মনুষ্য জাতির পক্ষে কি ইহা অননুভূত ছিল না? আমরা পাপী ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই, সোপান পরম্পরায় ইহার জন্য পৃথিবী এতকাল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, যথা সময়ে এখন ইহার অভ্যুদয় হইল। পিতা পুত্রের এরূপ সম্মিলন কে আশা করিয়াছিল? যাহারা জড়ের পূজা করিত, এবং নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় যাহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত ছিল, তাহারাই আজ কাল নিরাকার পিতাকে

দেখিয়া আনন্দিত। সময়ে সময়ে পৃথিবীতে নানা প্রকার উচ্চতর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি পাপী মনুষ্যের এত ভক্তি এবং নিগূঢ় প্রেম হইতে পারে, পুরাতন পৃথিবী ইহার অতি অল্প দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কেহই আর এই কথা বলিতে পারিবে না যে, নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা যায় না। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আমাদের ন্যায় মহাপাতকী, যাহারা অনেক দিন হইতে অধর্ম্ম করিতেছে, তাহারাই নিরাকার স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইল, তখন আর কিরূপে বলিব নিরাকার দেবতাকে ভালবাসা অসম্ভব?

মনুষ্য পাপে মলিন, ঈশ্বর পবিত্র, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইতেছেন ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, মনুষ্য ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মদিগের জীবনে এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হয় না; কিন্তু আশা হইতেছে শীঘ্রই ইহা চিরস্থায়ী হইবে। এতকাল জগতের যে প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহ আকারবিশিষ্ট দেব দেবীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে, বন্ধুগণ, সেই প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহের সহিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা কর; দেখিবে পিতার নামে জগৎ মাতিবে। এখনও কিছু হয় নাই, পিতাকে তোমরা আরও প্রীতি ভক্তি কর, এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া এই দৃঢ় সঙ্কল্প কর, যে পরিবার তিনি গঠন করিতেছেন আর কখনও তোমরা অপ্রেম দ্বারা তাহা ভাঙ্গিবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বল ইন্দ্রিয় দমন করিতে তোমাদিগকে তিনি যে বল দিয়াছেন তাহা আর হারাইবে না। প্রতিজনকে গোপনে ডাকিয়া পিতা আমাদিগের ন্যায় দরিদ্রদিগকে কত বিশেষ

বিশেষ ধনরত্ন দিলেন, সাবধান অকৃতজ্ঞ হইয়া কেহই যেন তাহা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছি, আরও মোহিত হইব, তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইয়াছি, আরও প্রমত্ত হইব, ইহাই দুঃখীদের আশা। তাঁহার সহবাস ছাড়িলেই আমাদের মৃত্যু এই ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিব। কি নির্জনে কি বন্ধু বান্ধবের সহবাসে সর্ব্বত্র তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বাস করিব। তাঁহার আবির্ভাব সম্ভোগ করাই আমাদের জীবনের আনন্দ হইবে। যে পথে পিতার অনেক প্রেমসুধা পান করিয়াছি, চিরকাল সেই পথে চলিব। যাঁহার কৃপাতে ভাই ভগ্নীদের পবিত্র প্রেমাস্বাদ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন ভাই ভগ্নীর কাছে যাইব না।

বল, বন্ধুগণ, আমাদের দুঃখের নিশি শেষ হইয়াছে, এখন উল্লাসের আনন্দের সঙ্গীত কর। বল, আর দুঃখী থাকিব না। ব্রহ্মসন্তান যদি আনন্দপূর্ণ মনে বলিয়া উঠেন, ব্রহ্ম আমার সর্ব্বস্ব, জগতে কাহার সাধ্য তাঁহার আনন্দ হরণ করে? বন্ধুগণ, দেখ, দুঃখের রজনী শেষ হইয়াছে, প্রাতঃকাল আসিয়াছে, ঐ রথে চড়িয়া স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। যাহারা নিতান্ত পাষণ্ড এবং নাস্তিক ছিল, ঈশ্বর-প্রেমে তাহারা উন্মত্ত হইল, যাহারা বিরোধী ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে কখনও সম্মিলনের আশা ছিল না, তাহারা বন্ধু হইল। এ সকল দেখিয়া যদি না বল আঃ প্রাণ শীতল হইল, তবে অনাবৃষ্টির সময় তোমরা কি করিবে? সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে যখন আমরা সকলে বাঁচিব। এখন ক্রমাগত ঈশ্বরের শ্রীচরণ হইতে পুষ্পের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে প্রেম শান্তি আসিয়া পড়িবে। যাঁহারা এতদিন কাঁদিয়াছিলেন, পিতার প্রসন্নতায় তাঁহারা

এখন জয় দয়াময় বলিয়া ক্ষেত্রে যাইয়া আনন্দের সহিত প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিবেন। তাঁহারা আপনারা সুধা পান করিবেন এবং অপর সকলকে তাহা পান করাইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সংস্থাপন করিবেন।

ব্রহ্মপ্রেম-মত্ততা।

রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও, যদি মনে করিয়া থাক এতদুর ধর্ম্মসাধন করিব ইহার অতিরিক্ত আর যাইব না, অথবা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক যাহা সংসারের সুখের অনুকূল, কেবল সেই পথেই অগ্রসর হইব, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। কেন না ইহাতে সে সকল সুখ পাইবার প্রত্যাশা নাই, ইহার সাধন এবং তপস্যা অনেক সময় মনুষ্যের সুখবাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি অসার সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধন যায়, মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, তথাপি ঈশ্বর যে দিকে নেন সেই দিকে যাইব, কোন মতেই তাঁহাকে ছাড়িব না, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে এস, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা ঈশ্বর তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এই ধর্ম্ম সাধন করিলে হয় ত অনেক সময় তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে এবং এমন সকল কার্য্য করিতে হইবে যাহা দেখিয়া পৃথিবীর স্বার্থপর এবং বুদ্ধিমান লোকেরা তোমাদিগকে উপহাস এবং নির্যাতন করিবে; কিন্তু ব্রহ্মহস্তে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে, সহস্র দুঃখ নির্যাতনের মধ্যেও ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে পুণ্য শান্তি বিধান করিবেন, যদি এই আশা

করিয়া ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর করিতে পার, তবে নির্ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

যাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত হইতে প্রস্তুত নহে, তাহারা নিজের বাসনা কিম্বা নিজের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হয় ত সাংসারিক সুখ ভোগের উপায় বলিয়া এক প্রকার পার্থিব ধর্ম্ম সাধন করে; নয় ত সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করিয়া স্ত্রী পুত্র, জনসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই উভয় দিকেই বিপদ এবং উভয়ই ভক্তের একান্ত পরিহার্য্য। এই সভ্যতার সময় বিরাগী হইয়া প্রায় কাহাকেও অরণ্যে যাইতে দেখা যায় না; অতি অল্প লোকই এখনও এতদূর অনাসক্ত যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সংসারে আসক্তি যেমন ধর্ম্মজীবনে মহাবিপদ, অরণ্যেও তেমনই রাশি রাশি বিঘ্ন। সেখানে কেবল জড়প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে অনেকের মন নিস্তেজ হয় এবং উপদেষ্টা কিম্বা পাঁচ জন সাধু বন্ধু না থাকাতে মনের অন্ধকার এবং নিরুৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া, নানা প্রকার কুচিন্তা এবং পাপাভ্যাসে জীবন কলুষিত হয়। এ সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধু ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র এবং ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিবার মধ্যে বাস করেন; কিন্তু দেখিতে পান, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেম, অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে, এবং পাপের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে হৃদয়ের পুষ্প সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আর তাঁহারা একত্র থাকিতে পারেন না। এইরূপে তাঁহারা কখনও সজন হইতে নির্জ্জনে, এবং কখনও নির্জ্জন হইতে সজনে যাতায়াত করেন; কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন কদাচ ভক্তের নিরাপদ অবস্থা নহে।

ভক্ত সন্ধিস্থলে বাস করেন, সজনতার মধ্যে তাঁহার নির্জনতা, এবং নির্জনতার মধ্যে তাঁহার সজনতা। তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এমন এক খণ্ড ভূমির উপর দণ্ডায়মান, যাহা অবলম্বন করিলে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে হয় না। সেই ভূমি কি? ঈশ্বরের অভয় চরণ। যেখানে নর নারী কেহই নাই, ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ভক্ত সেই গভীর নির্জন স্থানে তাঁহার অসংখ্য ভাই ভগ্নীকে নিকটে দেখিতে পান; আবার যেখানে গভীর জনতা এবং ভয়ানক কোলাহল, তাঁহার সম্মুখস্থ সেই শত শত নর নারীর শরীর এবং শারীরিক রূপলাবণ্যের প্রতি ভক্তের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই—সেখানে ভক্ত কেবল এই অনুভব করিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নিরাকার স্বর্গরাজ্য ভিন্ন আর কিছুই নিকটে নাই। যে সকল সাধক এই স্থানের আশ্রয় পায় নাই, তাহারা কখনও দুই চারি সোপান উপরে উঠিতেছে, এবং কিছুকাল থাকিয়া আবার পড়িয়া যাইতেছে, কখনও তাহারা নির্জনে যাইতেছে, কখনও তাহারা সজনে আসিতেছে, কখনও কয়েকজন বন্ধু লাভ করিয়া হাসিতেছে, কখনও আবার তাহাদিগকে হারাইয়া কাঁদিতেছে, এইরূপে তাহাদের জীবনে কেবলই পরিবর্ত্তন। বন্ধুগণ, এই অবস্থায় কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার? আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেহই এই অবস্থায় থাকিতে চাও না, অতএব তোমাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, আর তোমরা নিজের বাসনা এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মসাধন করিও না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ কর, অভয়পদ লাভ করিবে।

যাহারা নিজের রুচি এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী এবং বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া

অবশেষে সুচারু নিয়মে ধর্ম্মসাধন করিব এইরূপ মনে করে, জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা তাহারা অবগত নহে। সাংসারিক ভাবে সকলকে আমাদের বন্ধু করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হয় নাই। সাংসারিকতা যে পাপ তাহা চিরকালই পাপ থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলে সাংসারিক লোকদিগের প্রসন্নতা পাইব, ইহা মনে করা নিতান্ত দুরাশা। নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিলে পৌত্তলিক জগৎ আমাদিগকে উন্মাদ, ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করিবেই; এবং স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাদের হস্তে আমাদিগকে কঠোর ব্যবহার সহ্য করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে, সকল দিক অনুকূল হইবে, কদাচ এরূপ মনে করিও না। যাহারা মনে করে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিলে এ সকল সাংসারিক সুখ পাইব, তাহাদের আশা কখনও সুসিদ্ধ হইবে না; কেন না যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী এবং সংসারাসক্ত তাহারা চিরকালই বিষ পান করাইয়া ভক্তের প্রাণ বধ করিতে উদ্যত।

তুমি দুদণ্ড উপাসনা কর, তাহারা উপহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি কি করিতেছে? কেহ কোথাও নাই, শূন্য মধ্যে কাহাকে ডাকিতেছে? কি বলিতেছে? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। এ সকল কথা শুনিয়া কি তুমি উপাসনা করিতে পার? যেখানে তোমার নিজের পিতা মাতা, এবং নিতান্ত আত্মীয় এইরূপে তোমাকে আঘাত করিতেছেন, সেখানে কিরূপে তুমি তোমার মন সুস্থির রাখিবে? যাহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, কিম্বা ঘোর সংসারী, তাহাদের নিকট বসিয়া কি চঞ্চল মনে সেই উচ্চ ব্রত উপাসনা করিতে

ইচ্ছা হয়? কিন্তু ভাই, জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি লোকভয়ে নহে? লোকের নিকট উপাসনা করিতে কেন তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহার কারণ কি এই নহে, লোকে যে আমাকে ক্ষিপ্ত বলিবে ইহা আমার সহ্য হয় না? নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয় ইহা মানি; কিন্তু অধিকক্ষণ ধ্যান কর লোকে তোমাদিগকে দেখিয়া হাসিবে। তাহারা পরিহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি এতক্ষণ কি ভাবিতেছে? আধ্যাত্মিক নিরাকার বস্তুতে এমন কি শোভা আছে, যাহা মনুষ্যকে এতক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতে পারে? কিম্বা প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোৎসব কর, এবং অবশেষে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর" এই ভাবের সঙ্গীত কর, লোকে বলিবে ইহারা নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর লোকে এই চায়, ধর্ম্ম সাধন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকিতে হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিও না। যদি উপাসনায় উন্মত্ত হইয়া অন্ন বস্ত্র না পাও এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার হারাইতে হয়, তবে সে উপাসনায় প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার পরিত্যাগ করিও না, কিন্তু সংসারের আজ্ঞা লইয়া অল্প অল্প ধর্ম্ম সাধন কর, ইহাই পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিকতা; কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর কেমন সুন্দর, যদি একবার তোমরা জীবনে দেখিয়া থাক, তবে অবশ্যই তোমরা পৃথিবীর এই পরিমাণ ঘৃণা করিবে। আমরা যে পথে যাইতেছি ইহা উন্মত্ততার পথ। ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া

কি কেহ সংসারী কিম্বা অপ্রেমিক থাকিতে পারে? প্রেমসিন্ধু পিতার এই নিয়ম যে তাঁহাকে দেখিলেই পুত্র কন্যার মন প্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের দয়া দেখিয়া যদি আমাদের মন মোহিত না হয়, তবে কিরূপে আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব? সমস্ত দিন রাত্রি যদি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা-সাগরে নিমগ্ন থাকিতে না পারি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া আমাদের কি লাভ হইল? যে পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইবে, সেই পরিমাণে জগতের লোক তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করিবে, কিন্তু যে পরিমাণে জগৎ তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, সেই পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হইবে এবং যে পরিমাণে সংসার তোমাদিগকে শত্রু জানিবে, সেই পরিমাণে ঈশ্বর তোমাদিগকে মিত্র জানিবেন।

ইহাতে এ কথা বলা হইতেছে না যে, তোমরা সংসারের লোকের প্রতি শত্রুতা করিবে। তাঁহারা হয় ত তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন; কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে স্বর্গের প্রেমামৃত দান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এত ভালবাসেন যে, সেই সংসারকে তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল। মায়ার সংসার আর থাকিবে না; তাঁহার অনুগত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকাদিগের চেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্ম্মের সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই শুভ দিন আসিয়াছে, যখন নর নারীর হৃদয়ে আর পাপাসক্তি থাকিবে না; কিন্তু সকলে স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পুণ্যের সংসারে বাস করিবেন এবং আনন্দিত মনে ধর্ম্মের পরিবার সংগঠন করিবেন। যাঁহারা এখন খড়্গ লইয়া আমাদিগকে কাটিতে

আসিতেছেন, তাঁহারাই একদিন ব্যাকুলিত হইয়া এই পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। তখন ঈশ্বরের দয়ায় শত্রু মুখে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই জয়ধ্বনি শুনিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে। হায়! এমন দিন কি হবে যখন জগদ্বাসী সকলেই এক হৃদয় হইয়া ব্রহ্মের জয়ধ্বনি করিবে? নিশ্চয়ই একদিন জগতে সেই শুভ সময় আসিবে যখন সমস্ত পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আমরা হয় ত মৃত্যুর সময় তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এখন যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, ইহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া যাইব, অন্ততঃ কতকগুলি ভাই ভগ্নীকে পিতার প্রেমে উন্মত্ত দেখিয়া যাইব।

বন্ধুগণ, বারম্বার তোমাদিগকে বলিতেছি, আর সংসারের দাস দাসী থাকিও না, ধন যায়, মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, ক্ষতি নাই, লোকে ক্ষিপ্ত বলিতে চায় বলুক, পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও। যদি সংসারের অনুরোধে পিতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, বিষবৎ সেই সংসার পরিত্যাগ কর। প্রিয়তম ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ করিলে যদি জগৎ আমাকে সুপণ্ডিত বলে, সে সুখ্যাতি আমি চাহি না। আমার আত্মা ঈশ্বরধনে বঞ্চিত রহিল, আত্মার দরিদ্রতা ঘুচিল না, কিন্তু শরীর পুষ্ট এবং সুন্দর হইল ইহাতে যদি কেহ আমাকে ধনী বলে, সে ব্যক্তি অন্ধ। যদি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইলে সংসার হারাইতে হয় সে সংসারে আমার কাজ নাই, যদি সর্ব্বদা উপাসনা করিলে মানুষ আমাকে বধ করিতে চায় করুক, পিতার কাছে থাকিলে আমার ভয় কি? পৃথিবীর লোক এই উন্মত্ততা সহ্য করিতে পারে না, এই কথা লইয়া

তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন; বিবাদ হইবে আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া আমরা ধার্ম্মিক হইতে চাহি না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইলে পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, কেন না পৃথিবীর লোক জানে না ব্রহ্ম কেমন বস্তু এবং ব্রহ্মনামে কত সুধা। আবার বলি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও, ভক্তিসুধা পান করিতে করিতে অন্তরের সমুদয় দুঃখ পাপ দূর কর। কেহ যদি বলে যথেষ্ট হইয়াছে আর পান করিও না; তাহার কথায় ভুলিও না, কারণ সে তোমার মহাশত্রু। এইরূপে পিতার প্রেমে প্রেমিক হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

আত্মপরিচয়ে ব্রহ্মপরিচয়।

রবিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

যদি পৃথিবীতে কোন লোক থাকে যাহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই, অথবা পৃথিবীতে যদি এমন কোন গ্রন্থ থাকে যাহা আমি ভাল করিয়া পাঠ করি নাই, সে লোক এবং সেই গ্রন্থ আমি আপনি। অথবা ঈশ্বরের রাজ্যে যদি এমন কোন পথ থাকে, যে পথে আমি চলিতে শিখি নাই, সে পথ আমার অন্তরের পথ, এবং পৃথিবীতে যদি কোন খনি থাকে যেখানে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা আমার নিজের আত্মা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কাল জ্ঞান এবং ধর্ম্ম সাধন করিলাম অথচ আমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিলাম না, আমাকে আমি ভালরূপে পড়িলাম না, আমার ভিতরে আমি প্রবেশ করিলাম না, এবং আমার আত্মাতে যে সকল রত্ন আছে

আমি তাহার ব্যবহার জানিলাম না। ধন্য তিনি যিনি আপনাকে চিনিয়াছেন, কেন না তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও এই পৃথিবীতে বাস করেন না; কিন্তু স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। আমি আমাকে চিনিলাম না, তবে এত দিন আমি কি করিলাম? কেন ধর্ম্ম আমার কাছে মধুময় হইল না? এই জন্য যে আমি আমার নিজের ঘর ছাড়িয়া অনেক দূর দেশে যাইয়া ঘুরিতেছি। গৃহবাসী হইয়া গৃহমধ্যে সুখরত্ন অন্বেষণ না করিয়া এতদূর গিয়াছি যে, সেখানে অভিলষিত বস্তু পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সুখের জন্য বাহিরে বেড়াইতেছি; কিন্তু সুখ পাইলাম না। বিষয়ীরা এক প্রকারে ধন্য, কেন না তাহারা যে সুখ অন্বেষণ করিতেছে পৃথিবীতে সেই সুখের অসংখ্য পথ রহিয়াছে। ধন, ঐশ্বর্য্য সম্পদ লাভ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্যসন্তান পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, ইহার জন্য তাহারা সাগর অতিক্রম করিতেছে, হিমালয় আরোহণ করিতেছে, এবং পৃথিবীর বক্ষ বিদারণ করিতেছে। পৃথিবীর প্রায় পনের অংশ লোক কিসে বাহ্যিক সুখ পাওয়া যায় তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত কেবলই তাহারা ধন এবং সুখলোভের সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। তাহাদের চেষ্টা এবং উৎসাহে নানা প্রকার ইন্দ্রিয়সুখের প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং সে সকল অবলম্বন করিয়া কোটী কোটী লোক সুখী হইতেছে। আবার কত লোক কিরূপে সংসারের নানাবিধ সুখ সম্পদ ভোগ করিতে পারা যায়, ইহার প্রচারক হইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়া সংসারীদিগকে পার্থিব সুখতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। বাস্তবিক এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায়

বিষয়সুখের এত উন্নতি হইয়াছে যে, এখন বোধ হয় পৃথিবীতে সুখের আর কোন পথ অনাবিষ্কৃত নাই। এখন বিষয়ীরা এক প্রকার সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারে যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই ধনী হইয়া বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা পৃথিবীর এ সকল মলিন পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, যে পথে চলিলে নিত্য শান্তি, এবং নিত্য সুখে অন্তর পরিপূর্ণ হয়।

সেই পথ কোথায়? বাহিরে নহে; কিন্তু অন্তরে। অপবিত্র বিষয়সুখে তাঁহাদের আত্মার দুঃখ দূর হয় না, এইজন্য তাঁহারা হৃদয়ের পথে চলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক এই পথের পথিক এবং তাহার মধ্যে আবার অতি অল্প সাধক ইহার সুখভোগে সমর্থ। কেন না এই পথ ক্ষুরধারের ন্যায় অতি কঠিন এবং সুতীক্ষ্ণ। যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত এবং সুখ দুঃখে চিরকাল ঈশ্বরেরই থাকিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই পথে চলেন, তাঁহাদের ভয় নাই। কিন্তু যাহারা কুটিল, অর্থাৎ ঈশ্বরে যাহাদের তেমন অনুরাগ নাই, অথচ ঈশ্বরের নাম করিলে বিষয়সুখের সম্ভাবনা, এইজন্য কিছুদিন উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধন করে, এই পথে তাহাদের ভয়ানক বিপদ। কেন না যাই তাহারা দেখিতে পায় বহুকালেও তাহাদের গূঢ় মনোরথ অপূর্ণ রহিল, আর তাহাদের নিকট ধর্ম্ম ভাল লাগে না। তখন পৃথিবীর অতি সামান্য প্রলোভনে তাহারা আকৃষ্ট হয়, এবং ভিতরের পথ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের ধন এবং সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। যাহারা গর্ব্ব করিয়া এই কথা বলিত যে, আমরা ধর্ম্মরত্নে এত সুখী হইয়াছি যে, আর কোথাও এমন সুখ নাই, তাহারাই এখন বিষয়সুখে মত্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল, অনেক দিন আয়াসসহকারে ধর্ম্মসাধন

করিলে কিছু সুখ হয় সত্য বটে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে যেমন আমোদ, জিতেন্দ্রিয় হইলে কখনই তেমন হয় না ; বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত ব্যক্তিদিগের কৃচ্ছ্র জীবনাপেক্ষা বিষয়ীদিগের সুখের পরিমাণ যে অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহারা পতিত এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট, এইরূপে তাহারা পাপের জয়ধ্বনি করে। তাহারা মহাকষ্ট করিয়া ধনের দ্বারা আপন আপন পরিবারে কুশল বৃদ্ধি করিতে পারে ; কিন্তু ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর ধর্ম্ম সাধন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং জগতের সেবা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তোমরা শুনিয়াছ যাহারা পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিক তাহারা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহে, কিন্তু যাহারা সকল প্রকার পার্থিব সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মানুরাগী ব্রাহ্ম। বন্ধুগণ, তোমরা কি জগৎকে এই কথা বলিবে না যে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে রত্ন আছে তাহার নিকট পৃথিবীর সমুদয় ধন পরাস্ত হয়, এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আর কোন সুখেরই তুলনা হয় না ? ভিতরের কথা বল দেখি ; হৃদয়ের মধ্যে এমন রত্ন কি পাও নাই যাহা দেখিবা মাত্র বলিতে পার, এই সুখ সম্পদপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয় তথাপি আমি ইহা ছাড়িব না। পৃথিবীর লোক এই রত্ন দেখিতে পায় না, এইজন্য যাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হয়, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাহারা ঘৃণা করে, ভক্তের মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না ; কিন্তু যাঁহারা অন্তরে স্বর্গ ভোগ করেন, পৃথিবীর গ্লানি এবং অপমান তাঁহাদের কি করিতে পারে ? ভক্তেরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়া যে পুরুষ আছে, যিনি সেই পুরুষকে চিনিয়াছেন, তিনি নিত্যসুখের আধার

পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন; কেন না সেই পুরুষের সঙ্গে পরমপুরুষের নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ।

এইজন্যই সাধুরা বলিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে চিনিয়াছেন তাঁহারাই সুখী, যিনি আত্মপরিচয় পাইয়াছেন, তিনি আপনার মধ্যে ঈশ্বরের অরূপ-রূপ-মাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তাঁহার আর বলিবার ক্ষমতা নাই যে একটু একটু ধর্ম্মমধু পান করিব; কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দে কখনই উন্মত্ত হইব না। তিনি দেখিয়াছেন হৃদয়রাজ্যে এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে সেই পরম-পুরুষকে দেখা যায়। যাঁহার চক্ষু একবার সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়াছে, আর তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না। বন্ধুগণ, হৃদয়ের ভূমি খনন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময়রূপ দেখিয়াছি, তবে আর কেন তাঁহাকে হারাইব? যে রূপ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা কি সুন্দরতর আর কিছু আছে? তবে কেন নূতন রূপ দেখিব এইরূপ দুরাশা এবং কল্পনা করিয়া, এই পুরাতন ঈশ্বরকে আমরা ছাড়িয়া দিই? আমাদের মন বড় চঞ্চল; তাই এক স্থানে বসিয়া আমরা পিতার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে ভালবাসি না, আমাদের মন যদি শান্ত এবং সুস্থির হইত, আমরা অনিমেষে পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতাম না, এবং তাহা হইলে অকিঞ্চনে তাঁহার কত দয়া, প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রতি তাঁহার কেমন নিগূঢ় প্রেম, তাহা বুঝিয়া আস্বাদ করিতে পারিতাম।

উন্মাদ কে? যিনি একটী সামগ্রী বারম্বার দেখেন, এবং আর কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কেবল উহারই প্রতি তাকাইয়া থাকেন, অথবা আর সকলই বিস্মৃত হইয়া কেবল একটী শব্দ

কিম্বা একটী মন্ত্র সহস্রবার উচ্চারণ করেন। যদি ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হইতে চাও, তোমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে। অনিমেষ নয়নে পিতাকে দেখিবে, অথচ পিতার রূপ পুরাতন বোধ হইবে না, অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম সাধন করিবে, অথচ ইহা চিরমধুর থাকিবে। যাহারা নিত্য নূতন বস্তু অন্বেষণ করে তাহারা প্রকৃত ঈশ্বরকে চাহে না। ভক্তের নিকট কখনই ব্রহ্মদর্শন কিম্বা ব্রহ্মবাণী শ্রবণ পুরাতন হয় না। বাহিরের চাক্‌চিক্য এবং প্রণালীর নূতনতা ভক্তকে ভুলাইতে পারে না। তিনি হৃদয়ের নিম্নতম স্থানে বসিয়া যে সুধা পান করেন তাহার সঙ্গে কি সংসারের সুখের তুলনা হয়? অন্তরের মধ্যে তিনি যে রত্ন এবং যে সৌন্দর্য্য দেখেন, তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয় রূপলাবণ্য কিছুই নহে। মনুষ্যের পাপকলঙ্কিত আত্মার মধ্যে ঈশ্বর এমন স্বর্গ লুকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা দেখিলে কাহার সাধ্য আর সংসারের দাসত্ব করে? অতএব, বন্ধুগণ, আর বাহিরে যাইও না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মারূপ শাস্ত্র পাঠ কর, আত্মারূপ আন্তরিক পথে চলিতে থাক, এবং আত্মারূপ খনি খনন কর, আপনি আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে। সুখ বল, শান্তি বল, নিত্য ধন বল, বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আপনার মধ্যে সকলই দেখিবে। যাহার নিজের হৃদয়-উদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে সে কেন পরের উদ্যানে যাইবে? ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, এইরূপে তোমরা সাধন কর, প্রত্যেকে নিজের আত্মার মধ্যে সেই পরম সুন্দর প্রেমময় পিতাকে দেখ, আর তোমাদের দুঃখ পাপ থাকিবে না, তখন সেই প্রেমে তোমরা উন্মত্ত হইবে, যাহাতে তোমাদের এবং জগতের পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তখন তোমরা

মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে, জগদ্বাসিগণ, দেখ আমাদের সুখ কেমন পবিত্র এবং নিত্যস্থায়ী; কিন্তু তোমাদের পার্থিব সুখ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, এবং অবশেষে তাহা হইতে দুঃখ এবং গরল উৎপন্ন হয়। তখন জগদ্বাসিগণ তোমাদের কথা শুনিয়া সেই হৃদয়ের সুখ অন্বেষণ করিবে, এবং তাহা হইলে এই জগতেই সেই নিত্য সুখধাম স্বর্গরাজ্য শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে।

প্রেমনদী।

রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

পুষ্করিণীতে অল্প জল, ইহা অতি কৃপণ। স্রোতস্বতী নদীতে প্রচুর জল, ইহা অতি উদার। নদীর সঙ্গে পুষ্করিণীর উপমা হয় না, কেন না নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া অনবরত বহিতেছে, এবং উদারভাবে কোটী কোটী জীবের প্রাণ শীতল করিতেছে। দুই চারি জন লোক পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছে; কিন্তু নদীর দুই পার্শ্বে শত সহস্র লোক নিত্য স্নান করিতেছে। সামান্য কারণে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়; কিন্তু নদীর জলের অভাব কি? যত দিতেছে, ততই ইহা পাইতেছে। কৃপণতা কি নদী জানে না, উদারতাই ইহার ধর্ম্ম। আবার নদীর জল যখন উথলিয়া পড়ে, চারিদিকে লৌহময় প্রাচীর বাঁধিয়া দাও, কিছুতেই বাধা দিতে পারিবে না। নদী সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কার্য্য করিবেই করিবে। নদী যে সহস্র সহস্র ক্রোশ ধাবিত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিতেছে, এবং শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা

করিতেছে ইহাই নদীর স্বভাব। নদী উৎস হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাইব? কোথায় যাইব? যেখানে একটী সামান্য প্রণালী আছে, কিম্বা যেখানে কেহ একটী কলস রাখে, নদীর জল আপনি সে সকল স্থানে গড়াইয়া পড়ে। ব্রাহ্ম, প্রচারক, এবং ভক্তবৃন্দের হৃদয় এইরূপ। ঈশ্বরের প্রেমরূপ সেই অটল উচ্চ পর্ব্বত হইতে তাঁহাদের অন্তরে যে প্রেমরস আসিতেছে তাহা বদ্ধ থাকিতে পারে না; কিন্তু সে সকল প্রেমবিন্দু সিন্ধুর ন্যায় হইয়া সকল প্রকার স্বার্থপরতারূপ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ হইয়া সমস্ত জগতে উথলিয়া পড়ে।

যখন ভক্ত পরিবারে এইরূপ প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তখন জগদ্বাসীরা কি হইল বলিয়া মহা কোলাহল করে; এবং বিষয়ীরা পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইল, পাপ সুখ ভোগের শেষ হইল, এই বলিয়া ক্রন্দন করে। কিন্তু ভক্তেরা "স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে, স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে" এই বলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, এবং নর নারী, বালক বালিকা পরিবারের সকলে মিলিয়া সেই জল গ্রহণ করে। যতই গ্রহণ করে ততই সেই জল বৃদ্ধি হয়, কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না। কোথা হইতে সেই ঢেউ আসিতেছে তাহা তাহারা দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রবল বেগে সেই ঢেউ আসিতেছে ইহা তাহারা দেখিতে পায়, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা সুবিজ্ঞ এবং সুচতুর, তাহারা গভীররূপে সেই জল পান করিয়া জীবনের দুঃখ তাপ দূর করে। এক একজন ধর্ম্মপ্রচারক এইরূপ এক একটী নদীস্বরূপ। এইরূপ প্রেমস্রোত ভিন্ন নিজের বুদ্ধি বলে কেহ যথার্থ

প্রচারক হইতে পারে না। হরিদ্বারে গিয়া দেখ ভাগীরথীর স্রোত কেমন পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ ভক্ত প্রচারক বুঝিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে স্রোত আসিতেছে, কাহার সাধ্য তাহা রুদ্ধ করে? জড়প্রকৃতির সামান্য নদীর দ্বারা যখন আমাদের এত উপকার হইতেছে, তখন ভক্তের হৃদয়মধ্যে যখন ঈশ্বরের গভীর প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাহা দ্বারা যে জগতের পরিত্রাণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মনুষ্যের হৃদয় যখন ব্রহ্মাশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সাধকও তখন বুঝিতে পারে না কোন্ নিম্নদেশ হইতে এত গভীর জল উঠিতেছে। এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে জ্ঞান, প্রেম এবং উৎসাহ শুষ্ক হইয়াছিল, ব্রহ্মহ্রদে ডুবিবা মাত্র কোথা হইতে উৎস সকল ছুটিতে লাগিল, ভক্ত নিজেই বুঝিতে পারেন না, অপরে কিরূপে বুঝিবে? ব্রহ্মপদের সঙ্গে যদি ভক্তের প্রেমনদীর যোগ না থাকিত, তবে জগতের কি দুর্দ্দশা হইত; কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করেন নাই। তিনি প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয় তাঁহার অগাধ অতল-স্পর্শ প্রেমহ্রদে নিমগ্ন রাখিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই ছোট ছোট পুষ্করিণীর জলের ন্যায় ভক্তের প্রেমস্রোত বদ্ধ থাকিতে পারে না। সামান্য বদ্ধজলে ব্রহ্মপিপাসু ভক্তের তৃষ্ণা দূর হয় না। তাহাতে না তাঁহার নিজের, না তাঁহার পরিবারের, না জগতের কাহারও দুঃখ হরণ হয়। এইজন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন, পৃথিবীতে পুষ্করিণী থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বত্র নদ নদী হইবে। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের এক একটী প্রেম নদ নদী প্রবাহিত হইবে। অবিশ্বাসীরা বলিবে সেই দিন অনেক দূর, কিন্তু ভক্ত বলিতেছেন

নিশ্চয়ই সেই দিন আসিতেছে, যখন ধর্ম্মজলের জন্য আর কাহাকেও পুষ্করিণীতে যাইতে হইবে না। তখন প্রতিজনের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এত প্রচুর জল আসিবে যে, অপরের কূপ অন্বেষণ করিতে হইবে না, এবং প্রত্যেকের আপনার হৃদয়-বাগানে এত ফুল ফুটিবে যে, কাহাকেও আর অপরের বাগানে যাইতে হইবে না। ধন্য তাহারা যাহারা আয়াস কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের পুষ্করিণীতে ধর্ম্মজল অন্বেষণ করে না!

কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য কতদিন এরূপ কঠোর সাধন করিতে পারে? পরের প্রেম ভক্তি এবং উপাসনার উপর যাহাদের নির্ভর, অবশেষে তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট হয়। চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে ভাই ভগ্নীরা বাঁচিবে? ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় বরং ইহা চলিতে পারে, কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হইতে থাকে, তখন ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় এবং গভীরতর প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে, সাধকের বাঁচিবার উপায় নাই। যখন দেখিতে পাও, সাধকের মুখশ্রী ক্রমশঃ উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে, সাধকের হৃদয়ের সঙ্গে স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড নদীর যোগ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য, ঈশ্বরের স্পর্শে মহাপাপীর সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত এবং অতলস্পর্শ জলের আধার হইল! তখন সাধক আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইল, এবং আপনি আপনার প্রেমের অন্ত না পাইয়া অবাক হইল। ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে এবং সাধকের হৃদয় মধ্য দিয়া আবার তাঁহারই চরণে সেই প্রেম সমর্পিত হইতেছে। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" দুই দিকেই ঈশ্বরের প্রেম, মধ্যস্থলে

সাধকের হৃদয়। মূঢ় ব্রাহ্ম, মনে করিও না, তুমি আপনার বলে আপনি প্রেমিক এবং পুণ্যবান্ হইতে পার, তোমার নিজের কিছুই নাই; কিন্তু যখন স্বর্গ হইতে তোমার অন্তরে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন তুমি ব্রহ্মপদস্রোতের জল তুলিয়া ব্রহ্মপদ ধৌত কর, এবং ব্রহ্মরূপ পুষ্প লইয়া ব্রহ্মকে উপহার দাও, ইহাই ভক্তিরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব। তুমি কে? প্রভুর হস্তের উপায়স্বরূপ। অতএব যখন সুন্দররূপে ভক্তি উপহার লইয়া তাঁহার পূজা কিম্বা তাঁহার সেবা কর, তখন বিনীত দাসের ন্যায় তোমার এই কথা বলা উচিত, দেখ, তোমার দ্রব্য তোমাকে দিলাম, ইহাতে আমার কোন গৌরব নাই।

বন্ধুগণ, তোমরা নত হও, ব্রহ্মের নদ নদী সকল তোমাদের মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, প্রত্যেকে এক একটী ব্রহ্মপ্রেম এবং ব্রহ্মশান্তির নদী হও। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের পুণ্য তোমাদের হৃদয় মধ্য দিয়া সমস্ত জগতে স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হউক। যদি স্বার্থপর হইয়া তোমরা প্রচারক না হও, তবে তোমরা ব্রহ্মের নও। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি কেবল ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিল কি না, জগতের লোক তাঁহাকে ঐ শ্রেণীভুক্ত মনে করিল কি না, তিনি আর সে সকল বিষয় ভাবিতে পারেন না; কিন্তু এইজন্য তিনি প্রচারব্রত অবলম্বন করেন যে, সেই স্বর্গীয় স্রোতের অনিবার্য্য বেগ তিনি আর সম্বরণ করিতে পারেন না। ইচ্ছা করিয়াও তিনি আর সেই স্রোত বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাহা আপনি উথলিয়া পড়ে। জগতের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে

পারেন? তাঁহার প্রেমজলে সমস্ত জগতের অধিকার। তিনি আর নিজের বুদ্ধিবলে ধর্ম্মপ্রচার করেন না; কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রেম-নদীর ধর্ম্মই এই যে, তাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া পড়ে। সেই জল উদার প্রশস্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করে। ভাই, ভগ্নি, এই স্রোতের অধীন হও, তোমরা সহস্র সহস্র লোকের শান্তির কারণ হইবে। প্রত্যেকে এক একটী নদ নদী হইয়া অন্ততঃ একটী নগর এবং একটী পল্লীর দুঃখ মোচন কর। যখন সহস্র সহস্র লোক তৃষ্ণায় প্রাণ গেল, তৃষ্ণায় প্রাণ গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন কিরূপে তোমরা কৃপণ হইয়া থাকিবে? স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসিল, আনন্দ মনে সেই ভাব বিস্তার কর।

যে ভক্তিভাবের মূলে স্বভাবের বেগ, তাহা আপনি জলের বেগের ন্যায় হু হু করিয়া বাহির হইতে থাকে। বুদ্ধি তর্ক করিয়া কেহ প্রচারক হইতে পারে না। বুদ্ধি যাহার নেতা এবং রাজা, তাহার সাধ্য কি যে স্বর্গের ন্যায় সেই উচ্চ প্রচারব্রত পালন করে? যাঁহার আত্মা ব্রহ্মরস পান করে, দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড নদীরূপে পরিণত হয়। তিনি ঘরে বসিয়া আছেন; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী, এসিয়া ইউরোপ তাঁহার হৃদয় হইতে জল তুলিয়া লইতেছে, তিনি দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। কেন না তিনি দেখিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার দ্বারা সকল কার্য্য করিতেছেন। ধন্য ব্রহ্ম, যিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া এই প্রেমস্রোত প্রেরণ করিলেন! ধন্য তাঁহারা, যাঁহাদের দ্বারা ইহা বিস্তৃত হইতেছে! আজ কাল সমাজের যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছি ইহাতে মুগ্ধ হইয়া বিনীতভাবে

ব্যাকুল অন্তরে তোমাদের পদতলে পড়িয়া এই মিনতি করিতেছি, ভাই, ভগ্নি, তোমরা প্রত্যেকে প্রচারক প্রচারিকা হও। ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমতরঙ্গে জগৎকে ভাসাও। বল আর ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচিতে পারি না, পিতাকে অন্তরের নিগূঢ় প্রেম দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহা হইলে তোমাদের এক একজনের দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের পরিত্রাণ হইবে। জগৎকে বল কত সুধা তাঁহার, কেমন সুমিষ্ট তাঁহার নাম এবং তাঁহার স্নেহে জগৎ কেমন বশীভূত। তাঁহার প্রেমের ক্ষমতার কি তুলনা আছে? স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রেমের ঢেউ এই দেশে আসিয়াছে, এবারে বিলম্ব নাই। ভারত জানিবে পৃথিবী জানিবে, সেই ঢেউ কেমন। ভাই ভগ্নি, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, শুভ দিন আসিয়াছে, আর নিদ্রা যাইও না, প্রেমে মাত, প্রেমধামে পিতার সুমিষ্ট প্রেম গ্রহণ কর, পিতার মিষ্ট প্রেম দেশ বিদেশে প্রচার কর।

বাঁকিপুর।

জীবন্ত সাধন।

মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আমরা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই; কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের গভীর অভাব সকল দূর হয়, তাঁহাদের উপাসনা সুমিষ্ট হয়, পরলোকে দৃঢ় নিষ্ঠা হয় এবং সকলের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, সেই সমুদয় বিধান

প্রচার করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মেরা সাধন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাবধি অনেকের নিকট সাধনের নিগূঢ় নিয়ম সকল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপর সংস্থাপিত, তাহা সাধন করা নিতান্ত সহজ নহে। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন; কিন্তু মিষ্টতাশূন্য উপাসনা কয়দিন অন্তরে স্থান পাইতে পারে? বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, অথচ ব্রাহ্মদিগের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন হইল না, কাহারও অন্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর উপাসনা এবং উচ্চতর জীবনের প্রত্যাশা নাই, নীরস উপাসনাই ইহার একমাত্র কারণ। ধর্ম্মরাজ্যে এমন একটী উচ্চ স্থান আছে, যাহা অধিকার করিলেই সাধকের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ হয় এবং উপাসনা তখন স্বভাবতঃই সরস হয়। যাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া সেই মিষ্টরস আস্বাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। অন্যথা যাহারা ধর্ম্মের উপরিভাগে সন্তরণ করে, অথবা যাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব সন্নিবেশিত হইতে পারে না, তাহারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এইজন্যই তাহাদের উপাসনা শুষ্ক হয় এবং ঈশ্বরসাধন তাহাদের নিকট অতি কঠোর বোধ হয়।

বাহিরে কোন সুন্দর দেব দেবী নাই, অথচ প্রতিদিন নিরাকার দেবতার ধ্যান করিয়া সুখী হইতে হইবে, ইহা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যে দিন আমোদ আহার অপেক্ষা ব্রাহ্মদিগের নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা মিষ্টতর হইবে, সেই দিন বুঝিব যে, আমাদের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে।

এইজন্য যাঁহারা উপাসনায় তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই, যাহাতে শীঘ্রই মরুভূমিতে স্বর্গের নদী প্রবাহিত হয়, এই আশা করিয়া তাঁহারা প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করুন। যদি তাঁহারা বলেন অনেক দিন আমরা এ সকল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের নামে তেমন মিষ্টতা পাই না; তাঁহাদের কথা মানিতে পারি না, কেন না কলিকাতায় আমরা ধর্ম্মভাবের যেরূপ মধুরতা আস্বাদ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে স্পষ্টরূপে বলিতে পারি, এ ধর্ম্মে অনেক সুধা আছে যাহা এখনও তাঁহারা পান করেন নাই; ইহার মধ্যে অনেক নবীন সত্য নিহিত আছে, যাহা এখনও তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অতএব বলিতেছি, আর কেহই বিলম্ব করিবেন না; কিন্তু চারি পাঁচ দিনের মধ্যে সকলেই উপাসনার মধুরতা এবং পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করুন। যাহা চারি পাঁচ বৎসরে হয় নাই, তাহা চারি পাঁচ দিনে হইবে। কেন না ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার বিশেষ প্রণালী দ্বারা প্রতিজনকে তাঁহার শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। শুভক্ষণ আসিয়াছে, আমরা তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, শীঘ্রই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অতএব কেহই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিবেন না। বক্তৃতার প্রয়োজন আছে সত্য, ইহা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান প্রচার হয়, এবং অনেকের হৃদয় উত্তেজিত হয়; কিন্তু এখন সাধনের সময় আসিয়াছে, বক্তৃতা এখন ঠিক সময়ের উপযুক্ত নহে। এখন যাহাতে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া সাধন করিতে পারেন সকলে তাহার আয়োজন করুন।

ঈশ্বরসাধনের সার মর্ম্ম এই,—"হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই কথা বলিবা মাত্র শরীর মন রোমাঞ্চিত হইবে। ইহাই সাধকের জীবনমন্ত্র যাহা সাধন মাত্র মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর যদি মৃত শব হইতেন, তাহা হইলে সহস্রবার সেই বস্তুর সাধন করিলেও তোমাদের জড়তা দূর হইত না; কিন্তু তিনি জীবনপূর্ণ, জাগ্রত ঈশ্বর। কেবল তুমি এই কথা বল "ঈশ্বর, তুমি বর্ত্তমান।" বলিবা মাত্র তোমার আত্মাতে নূতন রাজ্য প্রকাশিত হইবে এবং সহজেই মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া তোমার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। তখন ব্রহ্মপ্রকাশে তোমার হৃদয় অনুরঞ্জিত হইবে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলিবা মাত্র সেই বন্ধুর বন্ধু পরম বন্ধু এবং মাতার মাতা পরম মাতাকে দেখিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি উথলিয়া পড়িবে। 'অপাপবিদ্ধং' বলিবা মাত্র ঈশ্বরের পুণ্যে তোমার সকল পাপ ভস্মীভূত হইবে। যাহারা ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া চীৎকার করে, অথচ কেহ কাছে আছে দেখিতে পায় না, সম্মুখে কেবল শূন্য ধূধূকার করিতেছে দেখে, সে মৃত ঈশ্বরের সাধক; কিন্তু ভক্তের নিকট জীবন্ত ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, কাতর প্রাণে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। ঈশ্বরসম্পর্কে যেমন, পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ জীবন্ত সাধন।

এই যে ঈশ্বরকে সম্মুখে জীবন্ত দেখিতেছি, ইহাঁরই কাছে আমার মৃত বন্ধুরা জীবিত আছেন। যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, সে বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন

নাই; কিন্তু এইজন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি যাঁহার কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরা তাঁহারই কাছে বাঁচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত আনন্দ হয়, ইহলোকে আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, তিনিই পরলোকবাসী সকলের ঈশ্বর। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহ পরলোক দুইই আমার কাছে। ইহাই পরলোকসম্পর্কে জীবন্ত সাধন। যম নামে কোন জীব নাই, মৃত্যু বলে কিছুই নাই, এ ব্যক্তি মৃত, ইহার অর্থ নাই, কেন না দুইই জীবিত। আত্মার পক্ষে কেবল পাপই মৃত্যু।

অপর চরিত্র শোধন। বিশুদ্ধ চরিত্র সংগঠন করা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। পৃথিবীর নীতি শাস্ত্রে তাহা হয় না। পৃথিবীর নীতি এই বলে, সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিও না, ইন্দ্রিয়দমন কর, শত্রুকে ক্ষমা কর ইত্যাদি; কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে কাহার সাধ্য এ সকল নিয়ম পালন করে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে পরাজয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় এবং নির্ম্মল হও, জগতের কে না এ সকল বিষয়ে শত সহস্র উপদেশ শুনিয়াছে? কিন্তু কয়জন লোক এ সকল সাধন করিতে পারে? যতদিন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিতে না পায়, ততদিন নীতি তাহার পক্ষে মৃত। যাহার ভিতরের বিবেক নিদ্রিত, সে কিরূপে জীবন্ত নীতি সাধন করিবে? বিবেককর্ণে যখন শুনিবে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমার নাম ধরিয়া বলিতেছেন, সন্তান, ঐ পাপ ছাড়, আমার নিকট থাক, আমি তোমাকে সুখ শান্তি দিব, তখনই কেবল তুমি নীতি সাধন করিতে

পায়। আমাদের নীতি নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। প্রাতঃকালে আমরা ব্রহ্মোপাসনায় উন্মত্ত হই; কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে সমস্ত দিন অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, লোভ ইত্যাদি রিপু সকল প্রবল বেগে উত্তেজিত হইয়া আমাদের মন কলঙ্কিত করে, ইহার একমাত্র কারণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনি না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদের রিপুকে রোগ বলিয়া বোধ না হয়, এবং পাপের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণ অস্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের মন ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহে। রোগের যন্ত্রণা যখন সহ্য হয় না, তখনই কেবল রোগী চীৎকার করিয়া বলে, দয়ালু চিকিৎসক, এখনই আমাকে বাঁচাও। সেইরূপ পাপীর যখন অন্তরের জঘন্যতা অসহ্য হয়, তখন সে ঈশ্বরের আজ্ঞা আর না শুনিয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ চরিতার্থ করিয়াছে, একবার যদি সে আপনার মনের দুর্গতি দেখিতে পায়, সে কি আর হস্তে ঈশ্বরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিতে তখন তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজে এখনও শতের মধ্যে প্রায় নব্বই জন মৃতপ্রায়। এইজন্য হিতেচ্ছা এবং অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, সকলের হস্ত ধরিয়া এই অনুরোধ করিতেছি, আর নিরাশ নিরুৎসাহ এবং মৃতভাবে দিন ক্ষয় করিও না। শুভক্ষণ আসিয়াছে, গঙ্গাতে যেমন জলপ্লাবন হইলে কোন বাঁধ মানে না, স্রোত তেজের সহিত দেশ বিদেশে চলিয়া যায়, সেইরূপ যখন ভক্তিস্রোত আসিবে, আর তোমরা মৃত বদ্ধভাবে থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব জীবন্ত ভাবে তোমরা এই তিনটী সাধন কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের

মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং যেজন্য আমরা বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

এলাহাবাদ।

ঈশ্বর আমাদের সহায়।

শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

অন্ধকার পথে কে একাকী ভ্রমণ করিতে পারে? কাহার এ প্রকার সাহস যে ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী পর্য্যটন করে? আবার যেখানে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু এবং পদে পদে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা, সেখানে কি অন্ধকার মধ্যে কেহ একাকী যাইতে পারে? যে স্থান দেখিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য বায়ুর শব্দে মন কম্পিত হয়, সেখানে একাকী থাকা কাহারও পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এই পৃথিবী সেই অন্ধকার এবং রিপুময় স্থান। ইহার মধ্যে কি আমরা একাকী বাঁচিতে পারি? আমাদের অন্তরে বাহিরে যে সকল রিপুর উৎপাত এবং জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলে কাহার মন না ভীত হয়? এরূপ অসহায় অবস্থায় এমন বলবান সাধু কে যিনি আপনার বলে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন? সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত নিজের বলে কেহই এ সকল দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এইজন্য বারম্বার বলিতেছি এই ভয়াবহ সংসার মধ্যে সেই অভয়দাতার আশ্রয় ভিন্ন

আর কোন উপায় নাই। বিপদকালে, হে দয়াময়, কোথায় রহিলে, হে দয়াময়, কোথায় রহিলে, বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাক, দেখিবে ডাকিতে না ডাকিতে সেই বিপদভঞ্জন পিতা আসিয়া তোমাদের সহায়তা করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া, সাবধান, কেহই আর বন্ধুহীন পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের ন্যায় এই অন্ধকারময় সংসারজঙ্গলে ভ্রমণ করিও না। নির্জন গহনবনে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বন্ধুকে লাভ করিলে যেমন মনুষ্য নির্ভয় হয়, সেইরূপ এই সংসারপথে যিনি সেই ভয়বারণ ঈশ্বরকে লাভ করেন তাঁহার আর আপদের ভয় থাকে না। ঈশ্বর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে বলেন, আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি, রিপুগণ তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। তোমরা যদি ঘোরান্ধকার রজনীর মধ্যে কোন বন্ধুকে পাইয়া আনন্দ মনে জয়ধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া থাক, তবে এই সংসার অন্ধকার মধ্যে পরম সহায় ঈশ্বরকে লাভ করিলে তোমাদের কত উৎসাহ এবং কত আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, তাহা আপনারাই অনুভব করিতে পার। ঈশ্বর আমাদের সহায়, ইহা শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়? দেশ বিদেশে তিনি ভিন্ন আর উপায় নাই। দীনবন্ধু বলিয়া কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক, অন্তরের দুঃখ পাপ আপনি দূর হইবে। ধন, মান, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং বিষয়সুখ কদাচ আত্মার অভাব মোচন করিতে পারে না। ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে পাপভয় হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে ডাকিবে, যাহার মন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাহারই নিকট তিনি আসিবেন। ভক্তের হৃদয়-উদ্যানে তিনি আপনি আসিয়া বাস করেন, এইজন্য ভক্তের পথ নিষ্কণ্টক। অতএব, ভ্রাতৃগণ, কেহই একাকী

থাকিও না, ব্যাকুল অন্তরে সেই অসহায়ের সহায় ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, হৃদয়, প্রাণ, সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর, আনন্দ মনে তাঁহার জয় ঘোষণা কর। তাঁহারই গুণ গান কর, প্রচুর সুখ শান্তি পাইবে, আর দুঃখ ভয় থাকিবে না; সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি-নিকেতনে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। আবার বলিতেছি, যদি এই "ভব গহনবন রিপুময় স্থান" পরিত্যাগ করিয়া সেই আনন্দধামে প্রবেশ করিতে চাও, তবে সেই স্বর্গীয় পিতার সাহায্য গ্রহণ কর, তিনি তোমাদের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া বরণ কর, তোমাদের পাপ ভয় দূর হইবে। তিনি হস্ত ধরিয়া তোমাদিগকে সেই গৃহে লইয়া যাইবেন, যেখানে নিত্য পুণ্যের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং যেখানে ভক্তের হৃদয় নিত্য স্বর্গের আনন্দ-জ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়।

নৈকট্য সাধন—পরলোক।

রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মসাধন কি? দূরের বস্তুকে নিকটে লাভ করা, যাহা দূরে ছিল তাহা ঘরে বসিয়া পাইব, ইহাই সাধনের ফল। পৃথিবীর লোকের পক্ষে ঈশ্বর বহু দূরে। সকলেই জানে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং তিনি প্রতিজনের নিকটে আছেন; কিন্তু জগতের অতি অল্প লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায়। অধিক কি ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কয় জন ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করে? মুখে যাহাই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও সুদূরে

অথবা গগনমণ্ডলস্থ কোন মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত মনে করেন। পৃথিবীর লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায় না, এইজন্যই তাহারা তীর্থ পর্য্যটন এবং তদনুরূপ নানা প্রকার সাধন অবলম্বন করে। ব্রাহ্মেরা জানেন ঈশ্বর যেমন বহু দূরে, তেমনই তিনি আবার অতি নিকটে, এইজন্য তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকটস্থ দেখিবার জন্য ভজন, সাধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি নানাবিধ প্রণালীর অনুসরণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সরল সাধক, যতই তাঁহারা সাধন করেন ততই তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর এবং নিকটতর হইতে নিকটতম উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর তাঁহার মহিমা এবং আর আর সমুদয় শক্তিতে জীব হইতে অনেকগুণ উচ্চ এবং দূরে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার অপার প্রেমের দ্বারা তিনি প্রত্যেক বিনীত ভক্ত সাধকের বশীভূত। মনুষ্য দুর্ব্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাস বশতঃ এই হৃদয়বিহারী, অন্তরের ধন নিকটস্থ ঈশ্বরকে আকাশবিহারী দূরস্থ দেবতা মনে করে। কিন্তু ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সাধকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাধনের দ্বারা যতই তিনি পিতাকে ক্রমাগত নিকট হইতে নিকটতর উপলব্ধি করেন, ততই তাঁহার হৃদয় প্রাণ সুশীতল হয় এবং ততই তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেম বাড়িতে থাকে। তাঁহার কাছে ঈশ্বর যে কখনও দূরে থাকিতে পারেন, ইহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। নির্জনে কিম্বা সজনে একবার ডাকিলেই ভক্ত-বৎসল বিদ্যুৎ অপেক্ষাও ত্বরায় তাঁহাকে দেখা দেন, ভক্তের ডাক শুনিবা মাত্র বায়ু হইতেও দ্রুতবেগে তিনি আসিয়া আবির্ভূত হন। বরং চক্ষু দ্বারা বাহিরের আলোক দেখিতে বিলম্ব হয়; কিন্তু সাধক ভক্তি-নয়ন খুলিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর-দর্শন লাভ করেন। এইরূপে

ঈশ্বর-সাধন না করিলে জীবনে সুখ শান্তি নাই। অনন্তজীবনের সঙ্গী, সেই নিত্য ধন ঈশ্বরকে, যদি পরমাত্মীয়রূপে গ্রহণ করিতে না পার, যতই বয়স বৃদ্ধি হইবে, এবং অবশেষে মৃত্যু সময়ও ভয়ানকরূপে কাঁদিতে হইবে। বাস্তবিক আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বর এত নিকটে যে তাঁহাকে "এস দয়াল" বলিয়াও ডাকিতে হয় না, ডাকিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদের ভিতরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যাঁহাকে দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে দেখা দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। পিতার এই দয়া দেখিলে ভক্তের মনে কত আনন্দ এবং উৎসাহ হয়।

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেইরূপ পরলোকও ভক্তের অতি নিকটে। অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দূরে এবং অন্ধকারময়, অজানিত স্থান; কিন্তু ভক্ত পরলোকবাসী লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছেন। কেন না তিনি জানেন যেখানে ঈশ্বর সেখানেই পরলোক। ঈশ্বর নিকটে সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা সকলও নিকটে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহারা আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন। আমাদের ধর্ম্মজীবন পরলোকবাসী সেই সকল সাধুদিগের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়াছে। চিরকাল আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব। ইহাতে আর ভক্তের সন্দেহ থাকে না। মনের মধ্যে তিনি ইহলোক পরলোক একত্র দেখেন। নিকটস্থ ঈশ্বরকে লইয়া তিনি সাধন আরম্ভ করেন, কিন্তু অবশেষে তিনি ঈশ্বর, পরলোক এবং স্বর্গ সকলই হস্ততলে লাভ করেন। যতই তাঁহার ঈশ্বর এবং পরলোক-সাধন গাঢ়তর হয়,

ততই তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের বিমল পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করেন। বিষয়সুখে আর তাঁহার তৃপ্তি হয় না; সর্ব্বদা সেই নিত্য সুখের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত থাকে। সাধন আরম্ভ করিবার সময় তিনি জানিতেন না যে, ঈশ্বরের সহবাসে জীবের এত আনন্দ হয় এবং সেই আনন্দরস পান করিলে মনুষ্য সহজেই জিতেন্দ্রিয় হয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রিপু সকল সর্ব্বদাই মনুষ্যের নিকটে রহিয়াছে, শিশুকাল হইতে মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয়সুখেই বর্দ্ধিত হইয়া আসে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে হঠাৎ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সুখাস্বাদ করা কঠিন বোধ হয়; এইজন্যই সাধন প্রথমতঃ অতি কঠিন হয়। চিরকাল যাহারা জড়বস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করা নিতান্ত সহজ নহে।

জগতের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আজীবন যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে শত্রুকে ক্ষমা করা, এবং সমস্ত জগৎকে ভালবাসা প্রথমতঃ কঠিন হইবেই। কিন্তু যাহারা এই কঠিনতা দেখিয়া সাধনে বিমুখ হয়, তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য। ব্রাহ্মগণ, সাধনের প্রথমাবস্থা দেখিয়া কেহই ভীত হইও না, কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে এবং ব্যাকুল অন্তরে দয়াময় নাম সাধন কর। যতই তাঁহার দয়া অনুভব করিবে ততই দেখিবে, নিজের বলে যাহা দুর্লভ অপ্রাপ্য এবং অতি দূরস্থ ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা অতি সুলভ এবং নিকটস্থ হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি পরলোক এবং স্বর্গ তোমাদের নিকটে আনিয়া দিবেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতার এমনই নিগূঢ় কৌশল যে ব্রহ্ম-সাধন, পরলোক-সাধন

এবং পুণ্য-সাধন পরস্পরকে সাহায্য করে। অল্প বিশ্বাসীরা তাঁহার এই নিগূঢ় করুণা দেখিতে পায় না; কিন্তু বিশ্বাসী এই ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পান। তিনি যদি ইহাদের একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারেন, আর দুইটী আপনা আপনি তাঁহার আয়ত্ত হয়। তিনি সাহস করিয়া বলেন, এই আমার ঈশ্বর, এই আমার পরলোকবাসী বন্ধুগণ, এই আমার স্বর্গ, এই আমার মুক্তির অবস্থা। বাস্তবিক, ইহা অহঙ্কার কিম্বা কল্পনার কথা নহে, সাধকের এ সকল বাক্য যথার্থ সত্যময়। ধর্ম্মাভিমানী সহস্র দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া যাহা লাভ করিতে পারে না, বিনীত বিশ্বাসী সাধক নিমিষের মধ্যে ভক্তি-নয়নে অতি নিকটে সে সকল স্বর্গীয় পদার্থ দেখিয়া কৃতার্থ হন। দেখিতে না দেখিতে সেই সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, শুনিতে না শুনিতে পিতার সেই মধুর বাণীতে তাঁহার প্রাণ ভুলিয়া যায়।

নির্ব্বোধ মনুষ্য! নিকটস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ? হৃদয়ের প্রেমচক্ষে তাঁহাকে নিকটে দেখ, আত্মার শূন্যতা এবং শুষ্কতা আপনি চলিয়া যাইবে। মূঢ় সে, যে পিতাকে প্রেম-নয়নে নিকটে না দেখিয়া, তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করে, যে প্রাণেশ্বরকে প্রাণমন্দিরে না দেখিয়া বাহিরে তীর্থপর্য্যটন করে। হৃদয়ের মধ্যে তোমার গঙ্গা যমুনা, সেই গঙ্গা যমুনার তটে বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া থাক, পিতার দর্শন পাইবে। মনের মধ্যে তোমার গঙ্গা, সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, সমুদয় পাপ-মলা প্রক্ষালিত হইবে, এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে। সেই গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের মূলে যে অনুরাগী সন্ন্যাসী এবং স্বর্গরাজ্যের পর্য্যটক বসিয়া আছে, সে

বলিতেছে যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে দেখিতে না পাই তবে জীবন বৃথা। প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে তাকাইতে হয় না, দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, তাঁহার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সে ঘরে বসিয়াই নিজের প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণস্থ প্রাণংকে দেখিয়া পুলকিত হয়। ভক্তি-নয়ন ফিরাইলেই ব্রহ্মনয়নের সঙ্গে তাহার মিলন হয়। অতএব যাহার অন্তরে প্রেমের উদয় হয় এবং যে সহজেই ভক্তির পথ অনুসরণ করে, কোথায় গিয়া ঈশ্বর, পরকাল এবং পুণ্য সাধন করিব, তাহার এই চিন্তা করিতে হয় না। কেন না সে দেখিতে পায় নিত্যানন্দ পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাহার ঘরে প্রকাশিত। অন্তরে যাহার শান্তি স্রোতোবর্ত্তী, সে কেন শান্তির জন্য বাহিরে যাইবে? এই প্রকার অবস্থা যদি তোমরা পাইয়া থাক, তবে বুঝিলাম তোমরা ব্রাহ্ম। যদি নিজের ঘরে বস্তু না পাইয়া থাক, তবে পাঁচ দিনের পর ছয় দিনের দিন যে, তোমরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আবার সংসারে মলিন সুখে মত্ত না হইবে তাহার প্রমাণ কি? এইজন্য, ভ্রাতৃগণ, বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, নিত্য প্রেমচক্ষে ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন কর। তাঁহাকে কাছে দেখিলে অন্তরে সুখোদয় হইবে, হৃদয়ের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া পড়িবে। দিন দিন প্রীতিপূর্ণ সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর স্থানে প্রত্যক্ষ কর। এইরূপে স্বর্গীয় পিতা যখন সাধারণ প্রেমের দ্বারা নিকটস্থ নিত্য ধন হইবেন, তখন জীবের সমুদয় উচ্চ আশা এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।